শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ।

বহু বিচার ও সিদ্ধান্তপূর্ণ ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থ

শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী

শ্রীব্রজমোহন দাস প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

শ্রীনবদ্বীপস্থ মহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি,এ, ভাগবত-রত্ন বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তভূষণ

মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

নদীয়া প্রচার সমিতি হইতে

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২—১৩২৪ সাল।

মূল্য ।৷৹ আট আনা।

ভূমিকা।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত শ্রীল ব্রজমোহন দাস মহাশয় গত দুই বৎসরকাল অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, সেজন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি কি করিয়াছেন? তাহার উত্তর এই যে কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী হিন্দু নিজের জাতীয় প্রকৃতি কিছু কিছু ধরিতে পারিয়াছে এবং তাহারই ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বত্র আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বড়ই সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রেমধর্ম্মের আদি অভিনয়ক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপমণ্ডলের সহিত কাহারও পরিচয় নাই। আশি বর্গমাইল পরিমিত ভূভাগ,—খৃষ্টীয় পঞ্চদশশতাব্দীর সুবিখ্যাত নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যালয় যে পবিত্রক্ষেত্রে বিরাজ করিত,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দপ্রভুর মহাসংকীর্ত্তনের প্রথম ধ্বনি যে চিন্ময়ক্ষেত্রে প্রথম সমুত্থিত হইয়াছিল,—সেই ক্ষেত্রের সহিত আমরা আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী আমাদের পরিচয় নাই। পরলোকগত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-পারদর্শী ভক্ত কেদারনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রাচীন ক্ষেত্রের সহিত দেশবাসীগণের পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে এই ক্ষেত্রের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, স্বর্গীয় কেদার বাবু সেই বর্ণনা অনুসারে প্রাচীন শ্রীধাম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকটী গুরুতর ভ্রান্তি করায় তিনি এই কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। কেদার বাবুর সময়ে স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী নামক জনৈক নবদ্বীপবাসী ভদ্রলোক পুস্তক ছাপাইয়া কেদার বাবুর মতের ভ্রান্তিসমূহ দেখাইয়াছিলেন কিন্তু কান্তি বাবুর কথা সে সময়ে গৃহীত হয় নাই।

সেই হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে ভ্রান্তি ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল। এতদিন পরে বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীল ব্রজমোহন দাস মহাশয় সেই ভ্রান্তি এমনভাবে দূর করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ মতভেদ হইবার কারণ নাই। প্রাচীন নবদ্বীপক্ষেত্রের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত এবং আমি আশা করি এই গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীপাঠক একখানি করিয়া সংগ্রহ করিবেন।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থের লেখক সম্বন্ধে ভূমিকায় কয়েকটি কথার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। এই গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকারকে যে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, অনেকে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই এবং সেইজন্য তাঁহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, এবং হয়ত পরের মুখে নানা কল্পিত কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু তীব্র রকমের আলোচনা করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এই আলোচনার যাঁহারা পাত্র, তাঁহারা গ্রন্থকারের সহিত এখন পরিচিত হইয়াছেন এবং তিনি যে একজন অত্যন্ত সরলপ্রকৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায়ী বিরক্ত বৈষ্ণব ইহা অবগত হইয়াছেন, সুতরাং যদি আমি বিনীতভাবে তাঁহাদের অনুরোধ করি যে এই সমুদয় ঘটনা তাঁহারা

ভুলিয়া যাইবেন এবং নবদ্বীপবাসী ও বঙ্গবাসী সকলের জন্য এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া ব্রজমোহন দাস মহাশয় যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য চিন্তা করিয়া তাঁহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে গ্রন্থকারকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে আমার এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না। প্রার্থনা করি তাহাই হউক—সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আসুন সকলে মিলিত হইয়া এই সত্য গ্রহণ করিয়া ধন্য হই।

প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে সমুদয় সমস্যার চরম মীমাংসা হইয়াছে—৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের গ্রন্থ না দেখিয়াই ব্রজমোহন দাস মহাশয় ঠিক কান্তি বাবুর মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন।

এই বৎসর আমি এ সম্বন্ধে সত্য-নিরূপণ করিবার জন্য এক সপ্তাহ পরিক্রমায় ভ্রমণ করিয়াছি, প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত মিল করিয়া প্রাচীন স্থানগুলি দর্শন করিয়াছি এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীগণের সহিত কথোপকথন করিয়া আমার নিজের সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। যদি কেহ এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন তাহা হইলে আমি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

প্রাচীন নবদ্বীপমণ্ডল আবিষ্কৃত হইয়াছেন, স্বর্গীয় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়া সেই স্থানের উপরে যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই মন্দির গঙ্গার চড়ায় বালুকার নিম্নে লুক্কায়িত রহিয়াছেন—আশা করি সেই শ্রীমন্দির অচিরে ভক্তগণের নয়ন কৃতার্থ করিবেন।

কিন্তু, কেবল তাহাই নহে, আমাদের সকলের সম্মুখে এক নূতন কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে যিনি সত্যই ভালবাসেন, শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রতি যাঁহার অনুরাগ আছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম কলিযুগের যুগধর্ম্ম এই ধর্ম্ম অবাধে এবং যথার্থরূপে সুপ্রচারিত হউক, ইহা যিনি চাহেন, তিনি আজ আসিয়া দেখুন কি ছিল কি হইয়াছে!! দেখুন আর কাঁদুন—কাঁদুন আর প্রেমের ঠাকুরকে ডাকুন—আর যাহা ছিল আবার যাহাতে অচিরে তাহাই হয় একত্র হইয়া সেজন্য চেষ্টা করুন। ইহাই এখন আমাদের সাধনা, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামে আমাদিগকে এখন ইহাই করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য কিরূপে প্রতিপালিত হইবে সে সম্বন্ধে অচিরেই আপনারা বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন; এখন আমার অনুরোধ আপনারা প্রত্যেকে এই গ্রন্থ এক একখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করুন এবং শ্রীল ব্রজমোহন দাস মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে সাধুগণের আদেশে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া আমাদের সকলের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা যে আমরা বুঝিয়াছি এই প্রকারে তাহার প্রথম প্রমাণ প্রদর্শন করুন। ইতি—

বিনীত নিবেদক—

বৈষ্ণবদাসানুদাস,

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপদর্পণাদি গ্রন্থলিপি ও মুদ্রিত কার্য্যে সাহায্যদাতৃগণের নিকট কৃতজ্ঞতা

নিবেদন।

যিনি সাতবৎসর পরিমিত সময় শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলস্থ "শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী" গুলির উন্নতিসাধনকল্পে আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিয়া "শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক" সাহায্যদানক্রমে সর্ব্বসময়ে বিশেষ আনুকূল্যবিধান করিয়াছেন! যিনি "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রিয়ধাম" এই শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের ইতিহাস রচনা-কার্য্যে এবং ঐ ধামস্থ মানচিত্রাদি অঙ্কন কার্য্যের জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত অবস্থায় রাখিয়া সর্ব্বদা যথানুরূপ সাহায্য করিয়া আসিতে-ছেন! যাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি "শ্রীশ্রীগৌরগণ-চরিত্ররত্নাবলী" ও "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব চিত্রাবলী" নামক বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি! যাহার অর্থানুকূল্যে "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-গ্রন্থাবলী" মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ও স্বচ্ছল বিষয়বৈভবের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়া, দারিদ্র্যদশার চরমপন্থী হইয়াও আমাকে সর্ব্বপ্রকারে আনুকূল্য করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রিয় কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন; সেই আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষিনী ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবী জীউর নিরুপাধি গুণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। আমার "হৃদয় অধিদেব" শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করুন। আজ শ্রীনবনলিনীর হস্তে অর্থ থাকিলে এই সমস্ত গ্রন্থ এতদিনের মধ্যে সমস্তই মুদ্রিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ নিকটে সুপ্রচারিত হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার হস্ত শূন্য হওয়ার পর হইতে শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনীর পরিচালকবর্গ এবং বঙ্গদেশের অনেক ধনী ও খ্যাতনামা ভক্তগণের নিকট গ্রন্থাদি মুদ্রনকার্য্যের অনেক যত্নচেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারি নাই!! সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক বরং অনেক স্থানে মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল! বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়! যাহাতে আমি কিছু-তেই ঐ সমস্ত গ্রন্থ প্রচার করিতে না পারি এবং বৈষ্ণবসমাজ আমাকে বিশেষ ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করেন এবং আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টিপথেও পতিত হইয়া বিপদগ্রস্থ হইতে পারি, সে সম্বন্ধে এরূপ একটী ষড়যন্ত্রী দল শ্রীনবদ্বীপে আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন! শ্রীনবদ্বীপে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে শ্রীনবদ্বীপের কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে হইয়াছিল! কিছুদিন নিরুদ্বেগে থাকিয়া কার্য্য করিবার জন্য বিগত কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত তিনমাস সময় মাতাপুর বা নূতন প্রকাশিত মাধাই পুরস্থ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে শ্রীযোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর নিকট বাস করিতে গিয়াছিলাম। তথায় ষড়যন্ত্রীগণ যে সমস্ত মর্ম্মান্তিক অপমান ও দুঃখ দিয়াছেন,

তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে ! আমরা যাহাতে নিয়মিত খর্চ্চের অভাবে প্রাণে মারা যাইতে পারি তাহার চেষ্টারও ক্রটী হয় নাই। যাহা হউক, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ করুণায় সমস্ত বিপদ অম্লানবদনে মস্তকের উপর বহন করিয়া এখন পর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছি ! এই বিষম অভাব ও অসুবিধার সময়, পরম শ্রদ্ধাস্পদ বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন মহাশয় আমার বহুকষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য এই "শ্রীনবদ্বীপদর্পণ" গ্রন্থখানা মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত অর্থানুকুল্য করাতে, তাঁহার দয়ার নিকট নতমস্তক হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই সময় ১নং সরকার লেন কলিকাতার "বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিওর" স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ, আর, জি, এস্, মহাশয়, মৎকৃত (১) "শ্রীবৈষ্ণব-আরতি কীর্ত্তন-পদাবলী" (২) "সংক্ষিপ্ত শ্রীশ্রীনবদ্বীপদর্পণ" ও (৩) "শ্রীনবদ্বীপস্থ অভাব অভিযোগ" সম্বন্ধীয় তিন খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দেওয়াতে, বিশেষতঃ "শ্রীশ্রীনবদ্বীপমণ্ডল মানচিত্র" খানি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তিনি নিজের ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এসম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপা ভিন্ন এই শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থ লিপিকার্য্য সম্পন্ন ও মুদ্রিত হইবার কোন সম্ভব ছিল না অতএব তাঁহার মঙ্গলময় নাম স্মৃতিপথে জাগ্রত করিবার জন্যই উক্ত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপরিভাগে "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর" নাম মুদ্রিত হইল। জীবন মরণে তিনিই যেন এ অধমের একমাত্র আশ্রয় ও গতি হয়েন।

নিবেদক—
শ্রীব্রজমোহন দাস।
শ্রীধাম নবদ্বীপ।
২২শে চৈত্র, ১৩২৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলসম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত সাতখানা গ্রন্থ শ্রীব্রজমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। শ্রীশ্রীভগবল্লীলা-স্থলীগুলির সন্ধান কার্য্যের আনুকুল্যবিধানার্থ উহা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল গ্রন্থাবলীতে নিম্নলিখিত সাতখানা গ্রন্থ আছে। যথা,—(১) শ্রীশ্রীব্রজদর্পণ ৮০, (২) শ্রীশ্রীব্রজভূচিত্রাবলী ।০, (৩) শ্রীশ্রীবনযাত্রা বিশেষ বিবরণ ৶০, (৪) শ্রীশ্রীমথুরা বৃন্দাবনদর্পণ /০, (৫) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনদর্পণ /০, (৬) শ্রীশ্রীকাম্যবন দর্পণ /০, (৭) শ্রীশ্রীবর্ষাণ-নন্দীশ্বর ও জাবট দর্পণ /০ আনা। এই সমস্তের সঙ্গে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের বৃহৎ মানচিত্র /১০ এবং শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ব্রতোৎসব তিথিনির্ণয় সম্বন্ধীয় একখানা তালিকাও ৲১০ দুই পয়সায় দেওয়া হয়। হাতে হাতে গ্রহণ করিলে ১।০ পাঁচসিকা নতুবা ডাকমাশুল সমেত ১।৶০ আনা।

শ্রীব্রজদর্পণ সম্বন্ধে ১৩২৪ সালের ২৭শে ভাদ্র সংখ্যার "পল্লীবাসী" পত্রিকার মন্তব্য এই,—"শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীমদ্ ব্রজমোহন দাস একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব। তিনি দীর্ঘকাল ব্রজধামে বাস করিয়া তত্রত্য প্রতি তরুলতা, প্রতি কুণ্ড, টীলা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে ব্রজভূমিখানি তিনি নখদর্পণ করিয়া পরিশেষে "শ্রীব্রজদর্পণ" নামে এক উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমরা এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের একখণ্ড উপহার পাইয়া যারপরনাই প্রীত হইয়াছি। শ্রীধাম বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাসনার বস্তু। "ব্রজদর্পণের" কৃপায় গৃহে বসিয়াই অনেকে শরণ মননের সুযোগ পাইবেন। বৃন্দাবনযাত্রীর পক্ষেও এই পুস্তক পরম সহায়। ইহার একখণ্ড নিকটে থাকিলে, শ্রীবৃন্দাবনের কোথায় কোন্ তীর্থ পাণ্ডাদিগকে আর শুধাইতে হইবে না। গ্রন্থখানি খুবই আদরের হইয়াছে। ঠিকানা—শ্রীব্রজমোহন দাস, শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত চারিখানা বিশেষ আবশ্যকীয় ও শ্রীবৈষ্ণবের অবশ্য জ্ঞাতব্য গ্রন্থ বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানক্রমে শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সমাজের উন্নতিসাধনকল্পে ও বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করণার্থ ব্যয়িত হইবে। গ্রন্থগুলির নাম যথা,—(১) শ্রীশ্রীগৌরগণ চরিত্র রত্নাবলী, (২) সংক্ষিপ্ত গৌরগণ-চরিতাবলী, (৩) শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের স্মরণীয় চিত্রাবলী, (৪) শ্রীশ্রীনবদ্বীপদর্পণ (৫) আরতিকীর্ত্তন পদাবলী।

শ্রীশ্রীগৌরগণ চরিত্ররত্নাবলী ও শ্রীবৈষ্ণবস্মরণীয় চিত্রাবলী গ্রন্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রভুসন্তানগণ, পণ্ডিতমণ্ডলী ও শ্রীবৈষ্ণবগণ যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন, তাহার সঠিক নকল।

"শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডবাসী সুশিক্ষিত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজীবন বৈষ্ণবজগতের হিতসাধনার্থ নিঃস্বার্থভাবে যে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের অধিবাসীবর্গ এবং অপরাপর স্থানবাসী ভক্তবর্গ সে সকল বিষয় অবিশ্যই জানেন। তিনি বৈষ্ণবগণের অবশ্য পাঠ্য কয়েক খানি গ্রন্থও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা;—(১) শ্রীশ্রীব্রজদর্পণ, (২) শ্রীব্রজভূচিত্রাবলী, (৩) বনযাত্রা বিশেষ বিবরণ, (৪) শ্রীশ্রীমথুরা-বৃন্দাবন দর্পণ, (৫) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-গোবর্দ্ধনদর্পণ, (৬) শ্রীকাম্যবন দর্পণ, (৭) শ্রীশ্রীবর্ষাণ-নন্দীশ্বর ও জাবট দর্পণ। এতদ্ব্যতীত তিনি যে বিপুল ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়া শ্রীভগবানের কৃপায় তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, আমরা তাহ

দেখিয়া বিস্মিত ও পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি! শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে তিনি (১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয়, (২) ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বিচার, (৩) আত্মারাম শ্লোক বিচার, (৪) গোলক ও ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ, (৫) দেহরূপ বৃক্ষে জীব ও পরমাত্মা পক্ষীর বিবরণ, (৬) জীব ও ভক্তের লক্ষণনির্ণয়, (৭) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্ত ও শ্রীচরণ চিহ্ন, (৮) শ্রীশ্রীব্রজ-লীলা (স্মরণকারীগণের জন্য) অষ্টকালীন স্মরণ নির্ণয়, (৯) শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর ও জাবটের প্রকোষ্ঠ নির্ণয়, (১০) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও মানসী গঙ্গার তীরস্থ কুঞ্জাদি বর্ণন, (১১) শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠস্থ গোপীকামণ্ডলীর মধ্যভাগে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ, (১২) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন মহারাস, (১৩) তিন প্রভুর শাখা-নির্ণয়, (১৪) ভক্তিপথের উপশাখা বা বিঘ্ননাশ, (১৫) নবদ্বীপ প্রকোষ্ঠ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে ষোলখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন ভূয়সী গবেষণা সাপেক্ষ অপর দিকে সেই চিত্রাঙ্কন ব্যাপার বাবাজীবনের চিত্রকলা শিল্পনৈপুণ্যের বাস্তবিকই অতীব প্রশংসার পরিচায়ক। এই চিত্র সন্দর্শনে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের গূঢ় গভীর তথ্য সহজেই অবগত হইতে পারা যাইবে। ইহাতে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলের পক্ষেই যে পরম হিতসাধিত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীশ্রীগৌরগণ চরিত্ররত্নাবলী নামে একখানা অতি উপাদেয় বিপুলগ্রন্থ অতীব কৃতীত্বের সহিত রচনা করিয়া-ছেন। এই গ্রন্থখানিও যে অতি সুপাঠ্য ও ভক্তগণের হৃদয়রসায়ণ হইবে তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বাক্ষরকারী।

১। শ্রীহীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী শ্রীপাট খড়দহ।
২। শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী শ্রীধাম নবদ্বীপ।
৩। শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী শ্রীধাম নবদ্বীপ।
৪। শ্রীহরিদাস গোস্বামী (শ্রীবলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর)
৫। শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, বাগবাজার।
৬। শ্রীরাধিকামোহন সরকার ঠাকুর সাং মাড়গ্রাম।
৭। শ্রীগোপালদাস বাবাজী শ্রীব্রজমণ্ডল ভাদাবলী।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবাইত—

৮। পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন লাল গোস্বামী (সার্ব্বভৌম)
৯। পণ্ডিত শ্রীদামোদর লাল গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-গোবিন্দ কুণ্ড নিবাসী।

১০। পণ্ডিত শ্রীমনোহর দাস বাবাজী।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-কুসুম সরোবর নিবাসী।

১১। পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা—

১২। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৩	হরিণ দাস	হরিচরণ দাস
২	৩	বয়স্বরূপ	ব্যয়স্বরূপ
,,	১৬	আছেন	আছে
৭	১	জন্নগর	জান্নগর
১৫	৩	সচ্চিতানন্দ	সচ্চিদানন্দ
৪৫	৩	ব্রজের	ব্রজে
৬০	২০	জন্নগর	জান্নগর
৬৫	১১	ভক্তগণে	ভ্রাতৃগণে
৬৬	১৯	গ্রন্থালিপি	গ্রন্থলিপি
৬৮	১৫	গৌর ও চরিত্র	গৌরচরিত্র
৭২	১২	119	1199
৭৩	১৩	তৎকালিক	তাৎকালিক
৮৫	১০	সম্মালাভ	সম্মানলাভ
,,	৩৬	বিষগুলির	বিষয়গুলির
,,	৩৮	প্রমদা	প্রমোদা
৮৬	২	লোকান্তরিত হইতেন	লোকান্তরিত হইলেন
৮৭	১	গুরু ভগিন	গুরুভগিনী
,,	১৩	বৃন্দবন	বৃন্দাবন
৯০	৭	৩৩শে	৩০শে
৯৩	১৬	নদিয়া	নিদয়া
১১০	১৮	কিম্বস্বন্তি	কিম্বদন্তি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।

নিবেদন।

শ্রীব্রজমণ্ডল নিবাসী কতিপয় বৈষ্ণব মহাত্মাদের সম্মতি অনুসারে "শ্রীভক্তিরত্নাকর" ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ বর্ণিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলস্থ প্রাচীনস্থানগুলির অবস্থা ও দূরত্ব নির্ণয় সম্বন্ধীয় মানচিত্র অঙ্কনের নিমিত্ত ব্রজমণ্ডলের স্থানে স্থানে তিন বৎসর পরিমিত সময় পরিভ্রমণ করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাগুণে আমি শ্রীব্রজমণ্ডল মানচিত্র ও এতদ্ সম্বন্ধীয় বিশেষ বৃত্তান্ত গ্রন্থ শ্রীশ্রীব্রজদর্পণাদি সাতখানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। যে সকল মহাত্মাগণ আমাকে এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথা,—শ্রীবৃন্দাবনবাসী—(১) শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী, (২) সখ্যভাবাশ্রিত শ্রীল গৌরচরণ দাস বাবাজী, (৩) শ্রীজগদীশ দাস বাবাজী, (৪) শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী, (৫) শ্রীল বনমালী রায় বাহাদুর, (৬) শ্রীনগেন্দ্র নারায় রায়, (৭) শ্রীমনোহর সিংহ।

শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী—(১) পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ দাস বাবাজী, (২) পণ্ডিত শ্রীমনোহর দাস বাবাজী, (৩) পণ্ডিত শ্রীহরিণ দাস বাবাজী, (৪) শ্রীল প্রিয়হরি দাস বাবাজী, (৫) পণ্ডিত শ্রীগোরাচাঁদ দাস বাবাজী ও (৬) শ্রীল গোপাল দাস বাবাজী মহান্ত ভাদাবলী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাগুণে শ্রীব্রজমণ্ডল গ্রন্থাবলি লিপিকার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীবৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাহার ফলে শ্রীব্রজমণ্ডল মানচিত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃকও সমাদৃত হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শন ও পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীন স্থানগুলির অভাব ও অভিযোগ "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" ও "হিতবাদী" প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত করায়, (১) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা রাস্তা মণিপুর মহারাজা পরম বৈষ্ণব শ্রীল চূড়াচাঁদ সিংহ বাহাদুরের অর্থব্যয়ে 'প্রস্তরে' প্রস্তুত করা হয়। (২) শ্রীশ্যামকুণ্ডের কতেকাংশ ও "শ্রীশিবখোর" কুণ্ড সংস্কার কার্য্য, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ তারাপদ বন্দোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার অর্থ সাহায্যে সম্পন্ন হয়। (৩) রামঘাটের একটি কুয়া, পঞ্জাবের কোন ভক্তের অর্থ সাহায্যে প্রস্তুত হয়। এইরূপে নানা স্থানের ভক্তগণের অর্থ সাহায্যে শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্তোন্মুখ প্রাচীন তীর্থগুলির সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইলে পর, হঠাৎ ইউরোপের মহাসমর উপস্থিত হওয়ায়, ব্রজমণ্ডলের সমস্ত কার্য্যগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া পড়ে! তিনটী প্রধান কার্য্য বন্ধ হওয়াতে তীর্থপর্য্যটনকারী ভক্ত সাধারণের ও শ্রীব্রজমণ্ডলবাসীগণের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। (১) শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা রাস্তা

সংস্কার,—এই কার্য্য ভরতপুর রাজসরকার হইতে মঞ্জুর হইয়াছিল। (২) শ্রীবৃন্দাবনের প্রাচীন ঘাটগুলির উপর দিয়া শ্রীযমুনার গতি প্রত্যাবর্ত্তন,—এই বৃহৎ কার্য্যে স্থানীয় গবার্ণমেণ্ট এক তৃতীয়াংশ ব্যয়স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৩) শ্রীমথুরা হইতে "শ্রীরাধাকুণ্ড" ও "বর্ষাণ" হইয়া শ্রীনন্দগ্রাম পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করা,—এই কার্য্য গবার্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ব্রজমণ্ডলের উপস্থিত কার্য্যগুলি সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া গতিকে, মনে অত্যন্ত দুঃখ হওয়াতে শ্রীব্রজমণ্ডলের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, শ্রীবৃন্দাবনবাসী কতিপয় বৈষ্ণব মহাত্মা এ অযোগ্যকে আরো একটী জটীল ও গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিতে অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহাদের কৃপাপূর্ণ আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া বিগত ১৩২৩ সালের ভাদ্র মাসের শেষভাগ হইতে এই শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করিয়া "শ্রীভক্তিরত্নাকর" ও "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থের বর্ণিত স্থানগুলির বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও মানচিত্রাদি অঙ্কন করিতেছি।

"চৌরাশি ক্রোশি শ্রীব্রজমণ্ডল" এবং "ষোল ক্রোশি শ্রীনবদ্বীপ ধাম" সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সবিস্তার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছেন। চৌরাশি ক্রোশি ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী গুলির বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও মানচিত্রাদি অঙ্কন করিতে, তিন বৎসর পরিমিত সময়, ব্রজের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও স্থানগুলির অবস্থা ও বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এবং শ্রীবৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে, আমাকে কোনরূপ কষ্ট ও উদ্বেগ পাইতে হয় নাই; কিন্তু এই "ষোল ক্রোশ" অথবা "বিশ ক্রোশ" পরিধির অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে, আমাকে নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। দুইটী প্রধান কারণের জন্য শ্রীনবদ্বীপের স্থান নির্ণয় ও প্রকৃত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হইয়াছে। প্রথমতঃ "শ্রীশ্রীমায়াপুরের" স্থিতি নির্ণয়, দ্বিতীয়তঃ "পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দাচার্য্যের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ," "শ্রীকুলিয় সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ"।

এই দুই প্রসঙ্গের সন্তোষজনক নিদর্শন ও প্রমাণ যে পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতে সক্ষম না হইতে পারিব, সে পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ সম্বন্ধীয় পরিশ্রম ও চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবেক না। অতএব শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থ, প্রাচীন পদাবলী ও দলিলাদির সাহায্যে প্রতি স্থানের আলোচনা করা যাইতেছে।

"শ্রীশ্রীমায়াপুর"

এসম্বন্ধে বিগত ১৩২৪ সালের "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক" পত্রিকার আষাঢ় মাসের ৫ম সংখ্যায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় শ্রীনবদ্বীপের অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কতক অংশ উঠাইয়া, পরে শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

"আজ প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইতে এই শ্রীনবদ্বীপের অবস্থান লইয়া বহু বাকবিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। ভক্তপ্রবর ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ভক্তিবিনোদ ৺কেদারনাথ দত্ত প্রভৃতি মনস্বিবর্গই সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আধুনিক নবদ্বীপকে "কুলিয়া" এবং ঐ স্থানের উত্তর-

পূর্ব্বদিকে এক ক্রোশ ব্যবধানে গঙ্গার পূর্ব্বকূলে "মায়াপুর" নামক স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি "প্রাচীন নবদ্বীপ" বলিয়া স্থির করেন। সেই সময়েই নবদ্বীপবাসী ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় "নবদ্বীপতত্ত্ব" নামক পুস্তিকা প্রচারিত করিয়া মায়াপুর যে "প্রাচীন নবদ্বীপ" নহে তাহা স্থির করেন, এবং তাৎকালিক "পূর্ণিমা" পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ কোথায় ছিল, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গৃহই বা কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণয় করেন। তৎকাল হইতেই ভিন্ন মতাবলম্বী দুইটী পক্ষের সৃষ্টি হয়। এক পক্ষ বলেন,—"প্রাচীন নবদ্বীপ—মায়াপুর এবং তৎসন্নিহিত স্থান।" অপর পক্ষে বলেন,—"আধুনিক নবদ্বীপই প্রাচীন নবদ্বীপ।" যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য দেবের সময় নবদ্বীপ নগরী কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, বা কোন্ কোন্ স্থান সকল শ্রীনবদ্বীপ নামে অভিহিত হইত, তাহা সুচারুরূপে মীমাংসিত হয় নাই। এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-নির্ণয়। এই প্রবন্ধ দ্বারা যে সকল স্থান নির্ণীত হইয়াছে, তাহার কোনটীই স্ব-কপোল কল্পিত নহে—সমস্তই প্রাচীন গ্রন্থ, নক্সা এবং দলিলাদির দ্বারা নিরূপিত হইল।

এই নগরের নবদ্বীপ আখ্যা প্রাপ্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

কেহ কেহ বলেন,—নূতন নূতন উৎপন্ন দ্বীপ সমষ্টি দ্বারা নবদ্বীপের সৃষ্টি। যথা,—

"কহেন রাজা কাহার কোথা অভিলাষ।
নব নবদ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপে প্রকাশ ॥ ২৪ ॥
রাজা প্রীত মনে ত্রয়োদশ গৌণ কুলে।
নবোৎপন্ন দ্বীপপুঞ্জে স্থাপে সমতুলে ॥ ২৬

(মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী কথা)
সম্বন্ধ নির্ণয় ধৃত পাঠ ৫৬৭ পৃ।

শ্রীভক্তিরত্নাকর কর্ত্তা শ্রীল নরহরি দাস—"নয়টী দ্বীপের সমষ্টিকে শ্রীনবদ্বীপ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চারিটী গঙ্গার পূর্ব্ব পারে এবং পাঁচটি গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল। যথা,—

"গঙ্গার পূর্ব্ব পশ্চিমে দ্বীপ নয়।
দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয় ॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ এই চতুষ্টয় ॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ, এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥" (ভঃ রঃ)

আবার কেহ কেহ বলেন,—"নবদ্বীপ—শ্রীভাগীরথীর মধ্যস্থ একটী চর বা দ্বীপ। ঐ চরের উপর নূতন বসতি হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম নবদ্বীপ।" প্রাচীনকালে শ্রীভাগীরথী ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিতা থাকিয়া অন্যান্য ভূমি হইতে ইহাকে পৃথক রাখিয়া ছিলেন। যথা,—

"এই কতো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥" (ভঃ রঃ)

অদ্যাপি বর্ষাকালে সুরধুনী এই শ্রীনবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত থকিয়া ইহার দ্বীপনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

পুরাতন নবদ্বীপ যে গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যথা,—

"The caprices and changes of the river have not left a tree of old Nadia" * * * "The site of ancient town is partly "Char" land and partly formes the bed at the stream that flows to the north of the present town.

The Bhagirathi once held a westerly course and old Nadia was on the same side with Krishnagar, but about the begining of this century the stream changed and swept the ancient town away."

(Statistical Account of Bengal Vol. II. by W. W. Hunter published in 1875.)

"The caprices of the river have not left but a fragment of any old bulding ; in Lakshman's time it flowed at the west of the present town near Jehannagar ; and old Nadia, which was swept away by the river lay to the north of the existing Nadia.

(Page 422 of Calcutta Review Vol. VI. 1846.)

উপরের বর্ণনায় জানিতে পারা যাইতেছে যে, প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে এবং আধুনিক নবদ্বীপের উত্তরভাগে চররূপে ও উত্তরদিকে প্রবাহিতা গঙ্গাগর্ভে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ জাহ্নগরের নিম্ন দিয়া যে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন এবং তাৎকালিক নদীয়া নগর যে কৃষ্ণ-নগরের সমপারে অবস্থিত ছিল তাহাও প্রমাণিত হইল। উনবিংশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দির প্রারম্ভে গঙ্গাস্রোত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পুরাতন নবদ্বীপ নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময়ে যে নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, তাহার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা,—

"গঙ্গাপার হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর॥" (চৈঃ ভাঃ)

বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে তিনটী খাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ঐ সকল খাতে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার প্রথমটী নবদ্বীপের সংলগ্ন পশ্চিমে, উহাই বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম সীমা। দ্বিতীয়টী কোবলা বিলের উপর দিয়া এবং তৃতীয়টী আবার তাহার পশ্চিমে, চাঁদবিলের উপর দিয়া। ভাগীরথী প্রথমে এই চাঁদের বিলে, তদনন্তর কোবলা বিলে, তদনন্তর পলতা নামক খালে প্রবাহিতা থাকেন। * * * * *

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমা বর্ণন সময়ে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন যে —

"রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥" (অন্নদামঙ্গল)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরই তাঁহার রাজ্যের প্রধান সম্পদ ছিল। অতএব তাঁহার সময়েও যে গঙ্গা নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। * * * *

১। মুসলমানদের রাজত্বকালে নদীয়ার জমিদারীর সীমা বিভক্ত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিমপার বর্দ্ধমান ও পাটুলীর জমিদারদিগের এবং পূর্ব্বপার কৃষ্ণনগরের রাজাদের জমিদারীভুক্ত দেখা যায়। * * * তৎকালে নবদ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত থাকিলে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ কখনই কৃষ্ণনগর রাজাদিগের জমিদারীভুক্ত হইত না। * * *

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ১১৫৯ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের যে দুইখানা দলিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানিতে "জান্নগরের ঘাটের দক্ষিণ ১০/০ জমি লিখিত আছে।"

১ নং।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

শ্রীকৃষ্ণ দেওয়ান শ্রীঃ মঃ।
শরণং।

নদীয়ার শ্রীশ্যাম চৌধুরী
সুচরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণা।

নমস্কারঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ :—

অধিকারে তোমার বৃত্তি নাহি অতএব অধিকারের ৺পূর্ব্বকূলে সেওয়ার পলাশি ও বেলগাঁ ও হাবেলি সহর ও কলিকাতা ও ধুলিয়াপুর পরগণা বেওয়ারেশ গরজমাই সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ১৬ষোল বিঘা বৃত্তি দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ। ইতি সন ১১৫৯ এগার শত উনসাটি ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সহি—

জিলায় ফৌ

ষোল বিঘা পতিত

চিহ্নিত নামা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

চিনিতনামা জমী তরফ নদীয়ার মৌঃ দেওয়ানগঞ্জ ব্রহ্মত্র নিজ নদীয়ার শ্রীশ্যাম চৌধুরী সনন্দ ১১৫৯ তারিখ ৩১ জৈষ্ঠ বিং সনদ ১৬/০ ছোল বিঘা জমী সন ১১৬০ সাল তারিখ ২রা অগ্রহায়ণ

আসামী	জমী
পশ্চিম মাঠে খড়ের ভূমি একবন্দ	৫০ পতিত
নিকিরি পাড়া মঃ নিয় দত্ত	১॥০ পতিত
জান্নগরের ঘাটের দক্ষিণ একবন্দ রেতি	১০/০ পতিত জমী
গ্রামের উত্তর নারান পার একবন্দ	১।০ পতিত
	১৬/০

গরজমাই বেওয়ারিশ বাজ জঙ্গল চিনিত করিয়া দিলাম ইতি

২ নং সনন্দেরও কতক অংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল

শ্রীদুর্গা শরণং

নদীয়ার শ্যাম চৌধুরী সুচরিতেষু

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণা

নমস্কারঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ :—

অধিকারে তোমার বৃত্তি নাই অতএব অধিকারের ৺পূর্ব্বকূলে * * * বেওয়ারেশ গরজমাই সমেত পতিত জঙ্গল ভূমি ৫৭ সাতান্ন বিঘা বৃত্তি দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ। ইতি সন ১১৫৯ এগারশত উনসাটি ৩১শে জৈষ্ট সহি

চিহ্নিত নামা।

শ্রীশ্রীহরি শরণং

টং কর্দ্দ ব্রহ্মত্তর ভূমি নদিয়ার শ্রীশ্যাম চৌধুরী সন ১১৫৯ সাল ৭ই শ্রাবণ।

আসামী	জমী
তরফ নদীয়ার মৌজে উমাপুর	৪১।২
মৌজে মহিশাউরা	১০/০
মৌজে দেওয়ান গঞ্জ	১৬/০
	৬৭।১

সাতশটি, বিঘা সাত কাটা মাত্র ইতি

বর্ত্তমান নবদ্বীপস্থ দেওরা পাড়ার শ্রীযুক্ত মতিলাল পুরোহিত ভট্টাচার্য্যদিগের পূর্ব্ব বসতবাটী নবদ্বীপের উত্তরে ব্রাহ্মণ পল্লীতে ছিল। সেই বসতবাটী গঙ্গা-গর্ভে পতিত হইলে, উক্ত ভটাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ ৺রামভদ্র শিরোমণি বর্ত্তমান দেওরা পাড়ায় বাস করিবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৮৭ সালে সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই ব্রাহ্মণপল্লীর উত্তরেই বৈদিক পল্লী ছিল, ঐ পল্লীতেই শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গৃহ ছিল। সেই গৃহ ইতিপূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায়, সেবাইতগণ কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি মালঞ্চ পাড়ার পশ্চিম গোসাঞি পাড়ায় আনিত হন। যাহা হউক ভাগিরথী নবদ্বীপের পশ্চিম-উত্তর ভাগ গ্রাস করিতে করিতে মালঞ্চ পাড়া ও গাবতলা পর্য্যন্ত আসিয়া, পাগলা পীরতলার পশ্চিম দিয়া উত্তর বাহিনী হইয়া পূর্ব্বাংশ নবদ্বীপের উত্তর দিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া দক্ষিণবাহিনী হন। অর্থাৎ তৎকালে শ্রীভাগীরথি বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরে একটী ইংরেজী ᔕ এস্ আকারে বাহিত ছিলেন। অনন্তর ভাগীরথী মালঞ্চ পাড়ার উত্তরস্থ ধারা পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে যে অংশ গ্রাস করিয়াছিলেন, তাহা দক্ষিণে রাখিয়া আবার উত্তরে বাহিত হইলেন। যে অংশে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাটি আদির চর পড়িয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান নবদ্বীপের সামিল হইল।

প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্ব্বস্থলী ও জন্নুনগর, উত্তরে সিমুলিয়া গ্রাম—যথা, নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া, দক্ষিণে মহিশুরা ও সমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থান এবং পূর্ব্বদিকে জলাঙ্গী (খড়িয়া) নদী প্রবাহিত ছিল। এই চতুঃসীমা মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রাচীনকালে নদদ্বীপ নামে অভিহিত হইত।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি বৈষ্ণব গ্রন্থে জলাঙ্গী বা খড়িয়া নদীর নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু নবদ্বীপ হইতে ফুলিয়া, শান্তিপুর যাইবার সময় নদী পার হইতে হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,—

"এসব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হৈয়া॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে॥ (চৈঃ ভাঃ)

অতএব নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকেও যে নদী ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। ঐ নদী যে খড়িয়া তাহা নবদ্বীপস্থ শ্যামসুন্দর চৌধুরীকে মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের দত্ত সনন্দ হইতে জানা যায়। তাহাতে লেখা আছে যে, "চৌধুরী মহাশয়ের মহিশুরা গ্রামের সাবেক ব্রহ্মোত্তর ১৬/০ জমি খড়িয়ার ভাঙ্গনে সিকস্তি হওয়ায় পুনরায় ১০/০ বিঘা জমি এওজ দেওয়া গেল। এই সনন্দ ১১৯১ সালের ৬ই আশ্বিনে দেওয়া হইয়াছে। অতএব নদীয়া বা নবদ্বীপ হইতে ফুলিয়া যাইবার সময় যে নদী পার হওয়া যাইত, তাহাই খড়িয়া নদী ছিল। যে হেতু ফুলিয়া ও নদীয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও যখন মধ্যস্থলে নদী পার হইবার আবশ্যক পড়িয়াছে, তখন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে ঐ নদী খড়িয়া বা জলাঙ্গী নদী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। * * * *

* * মালঞ্চপাড়ার ৺রামদুলাল পাঠকেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ৺শ্যামসুন্দর চৌধুরী মহাশয় বাস করিবার নিমিত্ত যে ভূমি পাইয়াছিলেন, তাহার সনন্দে "নিজ নবদ্বীপ" বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের বসত ভিটা প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল, জানা যায়।

অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপ ও তাহার উত্তরস্থ ভূভাগই প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বর্ত্তমান নবদ্বীপ যে "কুলিয়া নহে," কিন্তু "প্রাচীন নদীয়া নগরের অংশ বিশেষ" তাহাও নির্ণীত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহ নবদ্বীপের কোন্ অংশে ছিল, আগামী বারে নির্ণয় করা যাইবে।"

শ্রীফণীভূষণ দত্ত, শ্রীনবদ্বীপ,
শ্রীগৌরাঙ্গসেবক আষাঢ় ১৩২৪।

প্রাচীন দলিলাদির সাহায্যে নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে শ্রীল ফণীভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিপন্ন হইল। এখন শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থাদির সাহায্যে শ্রীনবদ্বীপের বিষয় বর্ণিত হইতেছে ;—

১৪৩১ শকাব্দায় কাজিদলন দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত স্থানগুলির উপর দিয়া সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যথা,—

নগর ভ্রমণের স্থান।

১। শ্রীমহাপ্রভুর ঘাট
২। মাধাইর ঘাট
৩। বারকোণার ঘাট
৪। নগরিয়া ঘাট
৫। গঙ্গানগর
* ৬। সিমলিয়া
৭। শঙ্খবণিক পল্লী
৮। তন্তুবায় পল্লী
৯। শ্রীধরের গৃহ
১০। নগরের প্রান্ত
১১। গাদিগাছা
১২। মাজিদা
১৩। পারডাঙ্গা

গঙ্গার তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ার।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌর হরি॥
বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহানন্দে হরিবোলে যায়েন নাচিয়া॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ বণিকের ঘর॥
এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়েব নগরে॥
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা, মাজিদা, পারডাঙ্গা দিয়া যায়॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩ অঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণিত স্থানগুলির মধ্যে কোন কোন স্থানগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কোন্‌দিকে কি অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে নিরূপণ করা একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়।

* ৬। সিমলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ চাঁদকাজীর বাটী ও সমাধিস্থান রহিয়াছে। সম্প্রতি ঐ স্থান ব্রাহ্মণপুকুর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। প্রসিদ্ধ জলাশয় প্রাচীন "বল্লাল দিঘির" বায়ুকোণে অনুমান এক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বর্ত্তমান নদীয়া নগর ও পারডাঙ্গা হইতে এই স্থান গঙ্গা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গাদিগাছা ও সিমলিয়া গ্রামদ্বয় "খড়িয়া" বা জলাঙ্গী নদী দ্বারাও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গাদিগাছা ও মাজিদা গ্রামদ্বয় হইতে পারডাঙ্গা গঙ্গা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গাদিগাছার দক্ষিণে মাজিদা এবং মাজিদা গ্রামের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে "পারডাঙ্গা" নামক প্রসিদ্ধ স্থান, বর্ত্তমান নবদ্বীপস্থ "মিউনিসিপালিটী" আফিসের নৈঋত কোণে সংলগ্ন স্থান বিশেষ। নবদ্বীপস্থ "যোগনাথ" নামক প্রসিদ্ধ মহাদেব ঐ পারডাঙ্গা হইতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এই পারডাঙ্গার উত্তর দিকেই "মালঞ্চ পাড়া" নামক প্রাচীন স্থান অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীসনাতন মিশ্রের বাসস্থান ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজিদলন দিবসে নগর-ভ্রমণ-সম্বন্ধীয় স্থানগুলির মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত স্থানচতুষ্টয় এখনও পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের নাম যথা,—সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা ও পারডাঙ্গা। এই সমস্ত স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা ও স্থিতি নির্দ্দেশ প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইল। এখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে পদকর্ত্তা উদ্ধব দাস বিরচিত একটী প্রাচীন পদ পাওয়া গিয়াছে ; তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর নগর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যে,—

"যে দিনেতে গৌর হরি, কাজিরে দলন করি,
নবীদ্বপে করিলা ভ্রমণ।
চারিঘাট উত্তরিয়া, গঙ্গা নগর গ্রাম দিয়া,
পরে জলাশয় সুশোভন॥
জলাশয় ঐশান্যেতে, চাঁদ কাজি করে স্থিতি,
সিমলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজিরে দলন করি, ভক্ত সঙ্গে গৌর হরি,
দক্ষিণ দিশা করিলা গমন॥
সংকীর্ত্তনে মত্ত হই, শঙ্খ তন্ত পল্লী ছুই,
মনানন্দে করিয়া ভ্রমণ
শ্রীধরের গৃহ হৈয়া, গাদগাছা মাজিদা দিয়া,
পশ্চিম দিশা পারডাঙ্গা স্থান॥
তাহার উত্তর দিয়া, রাজ পণ্ডিতের গৃহ হৈয়া,
ভক্তগণে মহা সুখী করি।
বায়ুকোণে কিছু দূরে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে,*
নিজ গৃহে গেলা গৌর হরি॥
উত্তরেতে নিজ ঘাট, তার পূর্ব্বে মাধাইর ঘাট,
নিকটেতে শ্রীবাস ভবন।
তাহার ঐশান্য কোণে, বারকোণা ঘাট নামে,
যাহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম॥
তার উত্তরে কিছু দূরে, নগরিয়া ঘাট বরে,
তার উত্তরে গঙ্গানগর গ্রাম।
এ উদ্ধব মন্দ মতি, শোধিতে আপন মতি,
নগর ভ্রমণ বিরচিল গান॥" (দিগ্‌দর্শন)

সিমলিয়ার স্থিতি স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে,—

"নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩ অঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীউদ্ধবদাস ঠাকুরের বর্ণিত স্থানগুলি ১৪৩১ শকাব্দার এক সমতলভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুবা শ্রীমহাপ্রভু বহু লোক

---

* গঙ্গার নিকটে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর।
(গোবিন্দ দাসের কড়চা)।

সঙ্গে কার্ত্তিক মাসে ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলির উপর দিয়া সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেন না। ঐ স্থানগুলি ভাগীরথার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। তাহাদের নাম যথা,—(১) শ্রীমহাপ্রভুর ঘাট ও বাড়ী, (২) মাধাইর ঘাট ও শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ, (৩) বারকোণা ঘাট ও শুক্লাম্বরাশ্রম, (৪) নগরিয়া ঘাট, (৫) গঙ্গানগর, (৬) বল্লালদিঘি, (৭) সিমলিয়া, (৮) শঙ্খবণিক পল্লী, (৯) তন্তুবায় পল্লী, (১০) শ্রীধরের গৃহ, (১১) গাদিগাছা, (১২) মাজিদা, (১৩) পারড়াঙ্গা ও (১৪) শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহ (মালঞ্চ পাড়া)।

এই মালঞ্চপাড়ার বায়ুকোণে "কিছুদূরে গঙ্গার দক্ষিণতীরে" শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ অবস্থিত ছিল। ইতিপূর্ব্বে ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মালঞ্চপাড়া ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরে "ব্রাহ্মণ-পল্লী" এবং তদুত্তরে "বৈদিক পল্লীতে" শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাসগৃহ ছিল। অতএব মালঞ্চপাড়া হইতে এই স্থান সম্ভবতঃ অর্দ্ধ কিম্বা পৌণে মাইল উত্তর পশ্চিমভাগে ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মণপল্লী নিবাসী ৺রামভদ্র শিরোমণি ১১৮৭ সালে নিজ বাসস্থান গঙ্গাগর্ভে লীন হওয়াতে দেওরাপাড়ায় চলিয়া আসেন। অতএব বৈদিকপল্লী যে ঐ সময়ের ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গা দ্বারা ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর ঐ সমস্ত জমীর উপর গঙ্গার চড়া উৎপন্ন হওয়ার কিছু সময় পরে "ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের" দেওয়ান পরম বৈষ্ণব ও গৌরগতপ্রাণ ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া প্রাচীন দলিলাদির সাহায্যে এবং প্রাচীন গণ্যমান্য জনসাধারণের মৌখিক সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসস্থান নির্ণয় করেন ও তথায় এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর সেবা স্থাপন করেন। কালক্রমে ঐ মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত ও প্রোথিত হইয়া যায়। পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে ১২৭৯ সালে ঐ মন্দির পুনরায় বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে দুইটী সংবাদ নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া গেল।

১। "পরম বৈষ্ণব ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীচৈতন্য গৃহ লুপ্ত হইবার ৪০।৪৫ বৎসর পরে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গৃহ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়েন। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের সাহায্যে এবং তৎকালের চিঠাদির দ্বারা ঐ স্থানও নির্ণয় করেন; এবং সেই স্থানের উপর এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ জীউর সেবা ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে (রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে) স্থাপন করেন। পরে গঙ্গাগর্ভে ঐ মন্দির পতিত হয়। যখন ভাগীরথী উত্তর দিকে সরিয়া যান, তৎকালে ঐ মন্দির বাহির হইয়া পড়ে। সে আজ ২০।২৫ বৎসর হইবে।"

"পূর্ণিমা" ১৩০৩ সাল ১ম ও দ্বিতীয়া সংখ্যা। ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর লিখিত "শ্রীধাম নবদ্বীপ ও গৌরগৃহ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীনবদ্বীপস্থ প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতিপত্রের একখণ্ড নকলও উঠাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যথা,—

শ্রীগুরবে নমঃ।

"যে মহাপুরুষের অপার করুণায় আজ সমগ্র বঙ্গভূমি হরিপ্রেমে মাতোয়ারা

হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহার একমাত্র মহামন্ত্র "নামে রুচি জীবে দয়া" নির্জ্জীব হিন্দু-হৃদয়ে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছে, সেই পতিতপাবন দয়াবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপের কোন্ স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং কোন্ কোন্ স্থানই বা প্রকট লীলায় পবিত্র করিয়াছিলেন, এই সমস্ত জানিবার নিমিত্ত ভক্ত মাত্রেরই হৃদয়ে মহান্ আগ্রহের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধুনা শ্রীবৃন্দাবন রাধাকুণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী ভাগীরথীর বালুকাময় চড়া ভূমিতে ঐ সকল লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই মহৎ কার্য্য ব্যয়-আয়াস-সাধ্য। আমরা সহৃদয় ভক্তমণ্ডলী ও স্বদেশ-প্রেমিক ধনিবর্গকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, তাঁহারা এই কার্য্যের জন্য শ্রীব্রজমোহন দাসের আনুকুল্য করিয়া বৈষ্ণবের মহাতীর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলীগুলি সুপ্রকাশিত করিয়া দেশের পরম মঙ্গল-সাধন করিবেন।

পাইকপাড়ার রাজপরিবারের সুবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ ৺দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমিতে ১১৯৯ সালে স্বকীয় অভীষ্টদেব শ্রীরাধাবল্লভ জীউর নবরত্ন চূড়াবিশিষ্ট বৃহৎ কায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কালক্রমে ঐ মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত ও প্রোথিত হইয়া যায়। পরে ১২৭৯ সালে গঙ্গার ভাঙ্গনে ঐ মন্দির পুনরায় বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে। যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ বহু লোক অদ্যাপি নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমরাও উক্ত সময়ে গঙ্গাসলিল-নিমগ্ন বৃহৎ শৃঙ্খলযুক্ত মন্দির নিজেও দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে ঐ স্থান নবদ্বীপের বায়ুকোণে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। যন্ত্রের সাহায্যে চেষ্টা করিলেই উক্ত অখণ্ড মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ইতি সন ১৩২৪ সাল, তারিখ ৮ই শ্রাবণ।

১।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন	শ্রীমন্দির দর্শক।
২।	শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি।	
৩।	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।	
৪।	শ্রীবিনোদলাল গোস্বামী।	

"দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির।"

(মুর্শিদাবাদ কাহিনীর ৫৩৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।)

দেবসেবায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের যথেষ্ট ভক্তি ছিল। তিনি নদীয়ার নিকট রামচন্দ্রপুরে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণজী ও শ্রীমদনমোহনজীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। কান্দীতে তাঁহার ভ্রাতা "রাধাকান্ত" নিজ নামে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ শ্রীরাধাবল্লভের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অভ্যাগতগণের বাসের উত্তম বন্দোবস্ত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাস-ভবন নদীয়া নগরের অন্তর্ভুক্ত শ্রীশ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে ৪৩২ বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তালিকা।

বিষয়।	বৎসরান্তর	শকাব্দা	বঙ্গাব্দ	মাস	মন্তব্য
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম		১৪০৭	৮৯২	ফাল্গুন	পূর্ণিমা সন্ধ্যার সময়।
কাজি দলন	২৪	১৪৩১	৯১৬	কার্ত্তিক	নদীয়া, সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদাও পারডাঙ্গা একসমস্তল।
নবদ্বীপে শ্রীনিবাসাচার্য্য	৭৫	১৫০৬	৯৯১	চৈত্র	শ্রীঈশানদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনবদ্বীপ পরিভ্রমণ।
শ্রীমায়াপুর গঙ্গা মগ্ন	১৬৩	১৬৬৯	১১৫৪	ভাদ্র	ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ মালঞ্চপাড়ায় স্থানান্তরিত।
নবদ্বীপে গঙ্গাগোবিন্দ	৪৫	১৭১৪	১১৯৯	অগ্রহায়ণ	মায়াপুরের চড়াভূমির উপর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের সেবা স্থাপন কালক্রমে ঐ মন্দির গঙ্গামগ্ন।
ঐ মন্দির গঙ্গায় প্রকাশ	৮০	১৭৯৪	১২৭৯	বৈশাখ	পুনর্ব্বার গঙ্গা চড়ায় মগ্ন।
বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থান	৪৫	১৮৩৯	১৩২৪	শ্রাবণ	পর্য্যন্ত সময় কৃষিকার্য্যে পরিণত।
মোট—	৪৩২	বৎসর মধ্যে শ্রীশ্রীমায়াপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।			

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দির যাহা বর্ত্তমান নবদ্বীপের বায়ুকোণে ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে সেই,—

মন্দিরের স্থিতি স্থান নির্ণয়।

শ্রীনবদ্বীপের পীরতলা ঘাটের প্রায় এক মাইল ব্যবধানে বায়ুকোণে রামচন্দ্রপুর গ্রামের অর্দ্ধ মাইল ঈশান কোণে, "নিদয়া ও রুদ্রপাড়ার অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে, ৺কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নিরূপিত মায়াপুর গ্রামের অনুমান দেড় মাইল নৈঋৎ কোণে, বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গার অনুমান তিন শত হাত দক্ষিণে (উত্তর দক্ষিণ) সারিবদ্ধ ক্রমে দুইটী বড় বাবলার গাছ রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ দুইটীর অনুমান চারিশত হাত দক্ষিণে একটী পড়া ছোট বাবলার গাছও রহিয়াছে। পশ্চিমে ছোট বড় দুইটী সিমুলের গাছও আছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দির ঐ চারিশত হাত দৈর্ঘ্য ও দুই শত হাত প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানের কোন অংশে অনুমান ২০।২২ হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নীচে রহিয়াছে।

এই সময় একটী জটীল ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সমালোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধে তাহা উপস্থিত করা হইল।

বিষয়—“শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ।”

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাসস্থানের উপর মন্দির প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ বিগ্রহের সেবা প্রবর্ত্তন না করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর সেবা স্থাপন করাতে শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে! এই আশঙ্কায় আমি শ্রীল বিনোদলাল গোস্বামী জীউকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বিবরণ অবগত হইয়াছি। তিনি বলিলেন—“তিনি প্রাচীনগণের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সেবাইত গোস্বামীগণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তথায় বর্ত্তমান শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ লইয়া সেবা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেবাইতগণ এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তিনি নূতন মন্দিরে স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন।”

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ সেবা প্রকাশ সম্বন্ধে শ্রীমন্মুরারি গুপ্তের বর্ণিত গ্রন্থ “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতের” চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দ্দশ সর্গের “প্রকাশরূপেণ” শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৫ শকাব্দায় কুলিয়া হইতে শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিয়া স্বয়ং নিকটে থাকিয়া ঐ বিগ্রহ প্রকাশ ক্রমে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থ ১৪৩৫ শকাব্দার আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। যথা,—“চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে।
আষাঢ় সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥”
(কৃঃ চৈঃ চঃ চঃ প্রঃ ১৪শঃ সর্গে ৩২ শ্লোক)।

এই গ্রন্থ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-বিহার-সম্বন্ধীয় প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস্ কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীলোচন দাস ঠাকুর প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। যথা,—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাস্থত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তেহোঁ ছাড়িল যে যে স্থান।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান॥”
(চৈঃ চঃ আঃ ১৩শঃ পঃ)।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে,—

“মুরারি গুপ্ত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানে সেই প্রভুর অন্তরিন।
গৌর পদারবিন্দে ভকত প্রবীন॥
জন্ম হৈতে বালক চরিত্র যে যে কৈল।
আগু অন্তে যেন মতে প্রেম প্রচারিল॥

দামোদর পণ্ডিত পুছিল সব তারে।
আদ্য অন্ত যত কথা কহিল তাহারে॥
শ্লোকবন্ধে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালী প্রবন্ধে করো চৈতন্য-চরিত॥" (চৈঃ মঃ সূঃ খঃ)।

অতএব "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্তগণের অতি আদরের বস্তু এবং অবশ্য পূজনীয় ও আদি গ্রন্থ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। ঐ গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দ্দশ সর্গে কুলিয়া আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা যাহা করিয়াছিলেন সেই শ্লোকগুলি উঠাইয়া শ্রীশান্তিপুর পর্য্যন্ত তাঁহার গমনের পর্য্যায় দেখান যাইতেছে। যথা,—

১। "এবং ক্রমেণ পথি গৌরচন্দ্রশ্চলন্ সমায়াৎ কুলিয়াহ্বপুরম্।
শ্রুত্বা যযুস্তত্র মহানিধে কিল, শ্রীমন্নবদ্বীপ নিবাসিনঃ পরে॥

২। দৃষ্ট্বা প্রভোঃ শ্রীমুখ পঙ্কজং মুহুঃ, পিবন্তি হর্ষেণ ন তৃপ্তিমাপিরে।
বদন্তি সর্ব্বেকৃতহস্তবাসসো, জগদ্গুরুং স্নেহবশং তমীশ্বরং॥

৩। শ্রীমন্নবদ্বীপমলঙ্কুরু প্রভোঃ সংকীর্ত্তনানন্দ সুমগ্নচিত্তৈঃ।
স্বভক্তবর্গৈরিতি প্রার্থিতঃ স্বয়ং হরির্যযৌ তত্রস্বনাম কৌতুকী॥

৪। আগত্যমাতুশ্চরণাভিবন্দনং, ভূমৌ নিপত্য কৃতবান্ মাতৃভক্তঃ।
তদৈবসা সত্বরমেব হর্ষাৎ বিস্মৃত্য সর্ব্বং চ তমালিলিঙ্গ॥

৫। সা চুম্বতী কৃষ্ণমুখারবিন্দং, সিসেচ তং বৎসল ভক্তিনীরৈঃ।
চতুর্ব্বিধেনাপি রসেন চান্নং, সং ভোজয়িত্বা মুদমাপবৎসলা॥

৬। নিত্যানন্দেন সার্দ্ধং সকল রসগুরু, শ্রীলগৌরচন্দ্রো,
মাত্রাদত্তং পরম মধুরমন্নমাদ্যং চ সায়ম্।
ভুক্ত্বা বৎসল ভক্তিপূর্ণতময়া বদ্ধস্তয়া শ্রীহরি,
র্মাত্রা সর্ব্বসুখপ্রদো জয়তি স শ্রীভক্তি বশ্যঃ প্রভুঃ॥

৭। নিত্যানন্দো জয়তি সততং গৌরপ্রেমাভিমত্তঃ,
সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলময় নবদ্বীপমালম্বমানঃ।
নানাভাবৈঃ প্রণয়ি নিকরৈঃ সেচ্যমানোনিজেশং,
তন্নামামৃত কীর্ত্তনৈস্ত্রিজগতাং তাপত্রয়ং নাশয়ন্॥

৮। প্রকাশরূপেন নিজপ্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ, সা লক্ষ্মীরূপাচ নিষেবতে প্রভুম্॥

*　*　*　*

১০। শ্রীবাসমুখ্যা যে ভক্তা স্তেষাং গৃহে গৃহে প্রভুঃ।
স্বপ্রকাশ তয়াপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দদায়কঃ॥

১১। বিদ্যাবিনোদ লোকাদ্যৈঃ সংপূর্ণঃ কৌতুকাদিভিঃ।
শ্রীধরেণ সমং নিত্যং ক্রীড়তি গৌর সুন্দরঃ॥

১২। ততো নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রৌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরৌ।
জয়তাং গৌরীদাসাখ্য পণ্ডিতস্য গৃহে প্রভুঃ॥

১৩। তস্য প্রেম্না নিবদ্ধৌ তৌ প্রকাশ্য রুচিরাং শুভাম্।
মূর্ত্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতাম্॥

১৪। দম্পতঃ পরম প্রীতৌ নিবসন্তৌ যথা সুখম্।
তাভ্যাং সহ ভুক্তবন্তাবন্নঞ্চ বিবিধং রসম্॥
১৫। দৃষ্ট্বা দ্বৌ সচ্চিতানন্দ বিগ্রহৌ দ্বিজসত্তমঃ।
শুদ্ধ সখ্যরসেনাপি সেবয়ামাস সর্ব্বদা॥" (১৪শঃ সর্গ)

* *

১৬। "ততশ্চ কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ জগদ্গুরু।
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যগেহং জগ্মতু প্রেমবিহ্বলৌ॥ ১॥" (১৫শঃ সর্গ)

শ্রীনবদ্বীপের বড় আখড়ার নাটমন্দিরের উত্তর দিকে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস বাবাজী, শ্রীমুরারি গুপ্তের গ্রন্থ-বর্ণিত "প্রকাশরূপেণ" এই শ্লোকের বিষয় বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া, হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থে ঐ শ্লোক আছে কি না অনুসন্ধান করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তদনুসারে অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে যাইয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, ঐ গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই,—

শ্রীশ্রীগৌরবিধূর্জয়তি।

"শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্নে ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনে হস্তলিখিত প্রাচীন মুরারি গুপ্তের কড়চা দৃষ্টে যে গ্রন্থ অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস হইতে মুদ্রিত হয়, তাহাতে কোনরূপ প্রক্ষেপ বা পরিহার করা হয় নাই। প্রাচীন পুঁথিতে যেমন ছিল তেমনই ছাপা হইয়াছে।"

২০শে মাঘ } শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
১৩২৩ সাল } কলিকাতা।

ইতিপূর্ব্বে ষষ্ঠ ও দ্বাদশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহ গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি ১১৫৪ সালের ভাদ্র মাসে মালঞ্চ পাড়ার গোসাঞি পাড়ায় আনিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত গোসাঞিগণ শ্রীযাদবের বংশধর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সেবাইত শ্রপ্যারীলাল গোস্বামী জীউর নিকট যে প্রাচীন বংশাবলী তালিকা পাইয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীসনাতন মিশ্রের এক কন্যা ও এক পুত্রসন্তান ছিলেন। কন্যার নাম "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী' ও পুত্রের নাম "শ্রীযাদব।" যাদবের পুত্রের নাম "শ্রীমাধব।" ইহার "বিদ্যাবাগীশ" উপাধি ছিল। মাধবের পঞ্চ পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা,—(১) ষষ্ঠিদাস বিদ্যাবাগীশ, (২) জগদীশ তর্কালঙ্কার, (৩) বাণীনাথ, (৪) রামচন্দ্র ও (৫) লক্ষ্মণ। ষষ্ঠিদাসের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা, (১) রামদেব ও (২) মহাদেব। এই দুই ভ্রাতা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবা প্রাপ্ত হওয়ার পর সেবাকার্য্য সম্বন্ধে অংশ ধার্য্য ক্রমে জ্যেষ্ঠ রামদেব ॥৶০

আনা এবং কনিষ্ঠ মহাদেব।৵০ আনা অংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বংশ তালিকার যে নকল উঠাইয়াছিলাম তাহা দেওয়া গেল,—

শ্রীসনাতন মিশ্র।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীযাদবাচার্য্য

শ্রীমাধবাচার্য্য (বিদ্যাবাগীশ)

১ শ্রীষষ্টিদাস বিদ্যাবাগীশ। ২ শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার। ৩ শ্রীবানীনাথ। ৪ শ্রীরামচন্দ্র। ৫ শ্রীলক্ষণ।

শ্রীরামদেব ॥৵০। শ্রীমহাদেব ।৵০।

শ্রীপ্যারীলাল প্রভুর নিকট হইতে যে আরো দুই লিখিত কাগজ পাইয়াছি, তাহা নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা,—

১। শ্রীকাশীধামে মুদ্রিত "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" গ্রন্থে মুদ্রিত শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কারের জীবনবৃত্ত উল্লিখিত হইল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, তাঁহার সময়ে কিরূপভাবে শ্রীচৈতন্য বিগ্রহের সেবা চলিত,—

"মাধবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশস্য পঞ্চপুত্রান্তেষু জগদীশস্তৃতীয়ঃ, যদা জগদীশঃ পঞ্চবর্ষদেশীয়স্তদাস্যপিতাস্বরারূঢ় স্তেন জগদীশাদীনাং লালনপালনভারঃ ষষ্ঠীদাস-স্যৈবাগ্রজস্য স্কন্ধমারূঢ়ঃ, পিতুর্ব্বিয়োগাদসৌগার্হস্থ্যকৃত্য নির্ব্বাহে ব্যাকুলীভূত কেবলং চৈতন্যদেব বিগ্রহ সেবয়োপার্জ্জিতেনার্থেন দুঃখ দুঃখেন দিনমনয়দিতি।"

(শব্দশক্তি প্রকাশিকা)

২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত পরিকর-গণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত * শ্রীবলরাম দাসের ভণিতাযুক্ত একটী পদ। যথা,—

শ্রীপ্রিয়াজীগণের বন্দনা।

১। প্রথমে বন্দিব আমি ঠাকুরাণীর ভাই। ১। শ্রীযাদব
বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট ভাই যাদব গোঁসাঞি॥
বিবাহের পরদিন মিশ্র সনাতন।
নিমায়ের হাতে কৈল যাদবে অর্পণ॥
সনাতন কহে নিমাঞি রাখিবা এ কথা।
মোর এই পুত্রটীকে রাখিবা সর্ব্বথা॥
তথাস্তু বলিলা গোরা শ্বশুর কথায়।
যাদবের গণে তাহে অন্নের দুঃখ নাই॥
মহিমা যাদবগণের কহিতে জানিনে।
গৌরে বাটা দেয় প্রতি ষষ্ঠিবাটা দিনে॥

* মহাত্মা শিশির ঘোষের নাম বলরাম দাস

২। তাপরে বন্দিব আমি শ্রীবংশীবদন॥ ২। শ্রীবংশীবদন
শাশুড়ী বধূর দুঃখ যে কৈল বর্ণন॥
প্রসাদ মাগিল বংশী জাহ্নবার ঠাঞি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস বলি না দিলা গোসাঞি॥

৩। তারপরে বন্দিব আমি ঠাকুর কানাঞি। ৩। ঠাকুর কানাঞি (গোপাল)
সব তেজি পড়ি রহে দেবীর রাঙ্গা পায়॥
যতনে বন্দিব আমি গদাধর দাস। ৪। দাস গদাধর
বিষ্ণুপ্রিয়া লাগি যেবা ন'দে কৈল বাস॥
দেবী অদর্শনে তবে ছাড়িলা নদীয়া।
কাটোয়ায় গিয়া তবে রহিলা পড়িয়া॥

৫। মনোসুখে বন্দি আমি দামোদর পণ্ডিত। ৫। দামোদর পণ্ডিত
প্রভু সংবাদ দিয়া দেবীর পরাণ রাখিত॥

৬। তা পরে বন্দিব আমি দুঃখিনী কাঞ্চনা।
সখীগণ মাঝে যার ললিতা গণনা॥
কৃষ্ণ পাগলিনী নাম দিল ন'দে বাসী। ৬। দুঃখিনী কাঞ্চনা
বিষ্ণুপ্রিয়া সনে যেই কান্দে দিবানিশি॥
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়।
বলরামে রেখ দেবী তব রাঙ্গা পায়॥

শ্রীযাদব বংশধরগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সম্পর্কীত বলিয়া তাঁহারা বিশেষ গৌরবও প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু কিম্বা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ব্যবহার্য্য একটী প্রাচীন চিহ্ন ও ভক্তগণকে দেখাই-বার নিমিত্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই! যদি তাঁহারা কোন প্রকার প্রাচীন চিহ্ন, (যথা—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর হস্তের শঙ্খ, অলঙ্কার, বস্ত্র ও আসন প্রভৃতি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদুকা এবং হস্তলিখিত কোনও গ্রন্থ কিম্বা শ্লোক প্রভৃতির যে কোন একটী নিদর্শন) দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের গৌরব রক্ষা হইতে পারিত।

১। শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কন্থা, পাদুকা ও মৃণ্ময় করঙ্গ প্রভৃতি।
২। শ্রীহট্টের বরুঙ্গায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্তে লিখিত "চণ্ডী" গ্রন্থ।
৩। দোগাছিয়া গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহার্য্য পাগড়ী।
৪। শ্রীপাট খড়দহে শ্রীমন্নিত্যানন্দের জপের মালা প্রভৃতি অতি যত্নে রক্ষা করিয়া সকলেই প্রভুদ্বয়ের সম্পর্কে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন; কিন্তু শ্রীযাদব-বংশধরগণ, যাঁহাদের সম্পর্কে বৈষ্ণবসমাজে পূজিত, তাঁহারা তাঁহাদের স্মৃতি-উদ্দীপক কোন একটী নিদর্শন রক্ষা করিতে পারিলেন না! ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে?

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকে কেহ কেহ "শ্রীবংশীবদনের সেবিত ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।" তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,—"শ্রীমহাপ্রভুর চরণ

বেদীতে শ্রীবংশীবদনের নাম ও শকাব্দা অঙ্কিত রহিয়াছে।" বিগত ১৩২৩ সালের পৌষ মাসের প্রথমে এই বিষয় লইয়া তর্ক উত্থাপিত হওয়াতে, আমি শ্রীপাদ প্যারীলাল গোস্বামী জীউর নিকটে এই বিষয় নিবেদন করি। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গরাগের সময় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া, আমাকে সঠিক উত্তর দিবেন।" অনন্তর অঙ্গরাগ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, "ধূলট" উৎসবের প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণ বেদীতে—"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নাম ও ১৪৩৫ শকাব্দা" অঙ্কিত রহিয়াছে।" অতএব শ্রীমুরারি গুপ্তের বর্ণিত "প্রকাশ রূপেণ" শ্লোকের সঙ্গে এই শ্রীবিগ্রহ সংস্থাপনের সময়ের ঐক্য হইতেছে।

"কুলিয়া পাহাড়" নিবাসী ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের অপর নাম ছিল "শ্রীমাধবদাস বিপ্র।" শ্রীবংশীবদন তাঁহারই পুত্র ছিলেন। এই শ্রীবংশীবদন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নিকট বাস করিয়া তদীয় সেবা ও আনুকূল্য বিধান করিতেন। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবা কার্য্য যে তদ্দারা নির্ব্বাহ হইত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকে শ্রীবংশীবদনের সেবিত ঠাকুর বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু যখন শ্রীনীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীখেতরী মহোৎসবের পর দ্বিতীয়বার ১৫০৬ শকাব্দায় আগমন করিয়া শ্রীঈশাণদাস ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের কোন প্রসঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। সম্ভবতঃ সেই সময় বিরুদ্ধবাদীগণ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ গোপনে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই কারণেই শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের কথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হয় নাই এবং এই সময় হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাকার্য্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতা শ্রীযাদব এবং তদীয় বংশধরগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। অতএব "শব্দশক্তিপ্রকাশিকার" বর্ণনা দ্বারা এই বিষয় আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহ গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্ব হইতেই যাদব-বংশধরগণ মালঞ্চপাড়ায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। গঙ্গার ভাঙ্গনে যাদব বংশধরগণের কেহ কেহ মালঞ্চপাড়া হইতে রামসীতা পাড়ায় আসিয়া বাস করায়, তাঁহাদের পালা অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকে মধ্যে মধ্যে এই স্থানেও লইয়া আসিতে হইত। অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীল তোঁতারাম দাস বাবাজীর উদ্যোগে মালঞ্চপাড়া হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে নবদ্বীপের বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তোঁতারাম দাস বাবাজী ৺দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শিক্ষাগুরু ছিলেন। পূর্ব্বে তোঁতারাম দাস বাবাজীর নাম "শ্রীরামদাস বাবাজী" ছিল। রাজা-কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "তোঁতারাম দাস" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে

শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

শ্রীবৃন্দাবনস্থ ৺ তোঁতারাম দাস বাবাজীর কুঞ্জ হইতে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজীর প্রেরিত ১১ই মাঘ ১৩২৩ সালের পত্রীর কতকাংশ—"(১) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত বর্ত্তমান শ্রীবিগ্রহ মালঞ্চ পাড়ায় পালানুসারে তদ্বংশীয় সেবাইতগণের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোথাও কোনও নির্দ্দিষ্ট মন্দির ছিল না। ৺ তোঁতারাম বাবাজীর যত্নে ও চেষ্টায় প্রথম বর্ত্তমান স্থানে কাঁচি মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং সেবাইতগণ পালানুসারে ঐ মন্দিরে আসিয়া সেবা পূজা করার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রদ্ধাপ্রীতিতে ভক্তগণ যাহা দিতেন তদ্দ্বারা সেবাকার্য্য চলিত।

(২) ৺ রায় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের ১৭৩৯ খৃঃ এবং ১১৪৬ সালে জন্ম। তিনি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। তৎপূর্ব্বে রেজাখাঁর অধীনে কানুনগো ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হইতে পরবর্ত্তীকালের লোক নহেন। তোঁতারাম বাবাজী তৎকালেও জীবিত ছিলেন। তাহার অনেক পরে দেহ ত্যাগ করেন।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ৺ তোঁতারাম দাস বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষার শিষ্য ছিলেন। "তিনিই বড় আখড়ার ও তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কতক জমির পাট্টা করিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বড় আখড়া শ্রীনিত্যানন্দ সন্তান কোনও প্রভুদের সমাজ বাড়ী ছিল।" এ সকল কথা কাগজ পত্রদ্বারা প্রমাণীত কথা।

বৃন্দাবনস্থ তোঁতারাম বাবাজীর আখড়াও তিনি তৈয়ার করিয়া দেন। অদ্যাপি তাঁহার নাতি লালাবাবুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির হইতে বৈকালী ভোগের এক পারস এবং প্রতি দ্বাদশীতে পারস আসিয়া থাকে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তোঁতারাম বাবাজীর প্রথম বয়স ছিল। বালকবৎ বৈরাগীর মধুরালাপে মুগ্ধ হইয়া তিনিই "তোঁতারাম দাস" নাম রাখেন। তাহার আগের নাম ছিল—"রামদাস বাবাজী।"

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের লিখিত ১১৮৭ সালের সনন্দের কথা ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় এবং তৎপুত্র মহারাজা শিবচন্দ্রের লিখিত সনন্দের কথা ১১৯৯ সালে বর্ণিত হইয়াছে (৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ ১১৮৭ সালের পূর্ব্বে যে মালঞ্চ পাড়া হইতে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদি বিগ্রহত্রয়ের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপস্থ বর্ত্তমান শ্রীবিগ্রহ তৃতীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

১। প্রথম বিগ্রহ শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে বিরাজ করিতেছেন। এই শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় শ্রীহট্টের "বরগঙ্গা" নামক প্রসিদ্ধ স্থানে চৈত্র মাসে ১৪২৭ শকাব্দায়ও ৯১২ সালে "চণ্ডী গ্রন্থ" লিখিবার দিনে আপন পিতামহী শোভা ঠাকুরাণী নামাঙ্ক র,

কলাবতী ঠাকুরাণীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রকটিত হইয়াছিলেন। যথা,—

"নবদ্বীপ হৈতে প্রভু আসি বঙ্গদেশে।
পদ্মার তীরেতে রহে মনের হরিষে॥
কিছুদিন থাকি, প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে॥
পিতৃ জন্মস্থান পিতামহেরে দেখিয়া।
পদ্মাবতী তীরে ঝাট আসিব চলিয়া॥
এত চিন্তি মহাপ্রভু শ্রীহট্টে চলিলা।
* * * * *
বরগঙ্গা গ্রামে প্রভু গিয়া উত্তরিলা।
পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রে প্রণমিলা॥
পরিচয়ে জানিলেন আপনার পৌত্র।
পিতামহী আসি মিলিলেন তত্র॥
পিতামহীরে প্রভু করিলা প্রণাম।
কিছুদিন তথি প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
উপেন্দ্র মিশ্র চণ্ডী লিখিবার তরে।
তালপাতা সংগ্রহ করিলা বহুতরে॥
প্রভু বসিয়াছেন পিতামহের নিকটেতে।
উপেন্দ্র মিশ্র পহিলা শ্লোক লিখে তালপাতে॥
উপেন্দ্র মিশ্র পত্নী আসিয়া তখন।
উপেন্দ্র মিশ্রেরে নিলা অন্দর ভবন॥
তিহোঁ কহে নাথ দেখি স্বপন অদ্ভুত।
সাক্ষাৎ নারায়ণ এই জগন্নাথ সুত॥
মিশ্র কহে প্রিয়ে ইহা নাহি প্রকাশিবা।
ভক্তি করি গৌরাঙ্গেরে ভিক্ষা করাইবা॥
এত কহি উপেন্দ্র মিশ্র বহির্ব্বাটী গেলা।
সম্পূর্ণ লিখিত চণ্ডী দেখিতে পাইলা॥
জগন্নাথ সুত গৌর সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
নৈলে ক্ষণকালে চণ্ডী লিখে সাধ্য কার?
এত চিন্তি শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র মহাশয়।
গৌরাঙ্গেরে নিয়া গেলা ভিতর আলয়॥
পিতামহী বলে ভাই তুমি নারায়ণ।
স্বপন যোগেতে মোরে দিলা দরশন॥
সেই মধুর রূপ মনে আছে লাগি।
দেখাও দেখাও রূপ তাহা মুঞি দেখি॥
ভক্তজনে কৃপা করি প্রভু গৌর রায়।
মধুর মুরতি দুই জনারে দেখায়॥" (প্রেঃ বিঃ ২৪ শঃ বিঃ)

চৈত্র মাসের প্রতি রবিবারে "ঢাকাদক্ষিণ" গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দর্শন উপলক্ষে নানা দিক্ হইতে লোকসমাগম হইয়া থাকে। অতএব এই সর্ব্ব আদি

বিগ্রহ যে চৈত্র মাসের রবিবারে প্রকট হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

২। দ্বিতীয়-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ বর্দ্ধমান জিলার কাল্না অম্বিকাতে শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের আলয়ে ১৪৩১ শকাব্দায় ও ৯১৬ সালের শেষভাগে (সম্ভবতঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমায়), "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ" সঙ্গে সেবা প্রকাশ করা হইয়াছিল। যথা,—

"মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌরীদাস।
যবে গৌর সঙ্গে কৈলা কীর্ত্তন বিলাস॥
গৌর নিতাই সঙ্গ বিনু ঘরে নাহি রয়।
তাঁর বন্ধুগণ মহাপ্রভুরে কহয়॥
এই বালকেরে আজ্ঞা কর দার গ্রহে।
সভার আনন্দ যদি থাকে নিজগৃহে॥
মহাপ্রভু কহে ভাল করিমু তাহাই।
সুস্থ হঞা থাক সবে কোন চিন্তা নাই॥
তবে সন্ধ্যায় পণ্ডিত ঠাকুর গৌরীদাস।
পুষ্পমালা লঞা আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥
* * *
মহাপ্রভু কহে শুন প্রাণ প্রিয়তম।
বিবাহ করিয়া তুঁহ রহ নিজাশ্রম॥
গৌরীদাস কহে তুয়া আজ্ঞা বেদসার।
তাহা যেই লঙ্ঘে সেই অতি দুরাচার॥
কিন্তু তোমা বিনে মুঞি রহিতে না পারি।
সলিল বিহনে যৈছে মীন যায় মরি॥
শুনি হাসি গোরা চাহে নিত্যানন্দ পানে।
তিহঁ কহে গৌরমূর্ত্তি করহ নির্ম্মাণে॥
গোরা কহে এক মূর্ত্তি নহে সুশোভন।
নিত্যানন্দের প্রতিমূর্ত্তি করহ স্থাপন॥
ইথে পাইবা মো দোঁহার সদা পরকাশ।
আনে না কহিবা মোর এই গূঢ় ভাষ॥
শুনি গৌরীদাস প্রেমানন্দে পূর্ণ হৈল।
গৌর নিত্যানন্দ পদে দণ্ডবত কৈল॥
শ্রীমান্ গৌরীদাস শিল্প কার্য্যে পটুতর।
ঐছে শিল্প নাহি জানে দেব শিল্পীবর॥
সাক্ষাতে রাখিয়া তিহ গৌর নিত্যানন্দে।
দারুব্রহ্মে দুই মূর্ত্তি গড়িলা আনন্দে॥
গৌর নিত্যানন্দের সেই অবিকল মূর্ত্তি।
দৃষ্টিমাত্রে জীবে হয় প্রেমানন্দ স্ফূর্ত্তি॥
তবে গৌর নিতাই আলিঙ্গিয়া গৌরীদাসে।
* নাম প্রেম প্রচারিতে গেলা অন্য দেশে॥

(অঃ প্রঃ বিংশঃ অঃ)

---

* "গেলা অন্যদেশে" এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীনীলাচলে যাইবার সময় এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

অতএব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদি-বিগ্রহত্রয়-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া গেল যথা,—

শ্রীবিগ্রহের নাম	প্রকাশের সময়		স্থান	মন্তব্য
	শকাব্দা	বঙ্গাব্দ		
১ম শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ●	১৪২৭	৯১২	শ্রীহট্টের ঢাকদাক্ষিণ	শ্রীশ্যামসুন্দর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ
২য় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ৪	১৪৩১	৯১৬	অম্বিকানগর	শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ
৩য় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ৪	১৪৩৫	৯২০	শ্রীনবদ্বীপ	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। যথা,—

"বাৎস্য মুনিবংশ্য বৈদিক বিশুদ্ধ মিশ্রনাম।
তার পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহট্টে কৈল ধাম॥
ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বরগঙ্গা গ্রামে।
বিয়ে করি মধুমিশ্র রৈল সেই গ্রামে॥
ক্রমে চারিপুত্র হৈল পণ্ডিত প্রধান।
উপেন্দ্র, রঙ্গদ, কীর্ত্তিদ, কীর্ত্তিবাস নাম॥
উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কলাবতী নাম।
সপ্তপুত্র হৈল তাঁর পণ্ডিত প্রধান।
কংশারি, পরমানন্দ, আর জগন্নাথ।
পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ॥
জগন্নাথের হৈল মিশ্র পুরন্দর পদ্ধতি।
গঙ্গাতীরে আসি নবদ্বীপে করয়ে বসতি॥
শ্রীহট্ট নিবাসী চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত।
শ্রীআচার্য্য রত্ন নামে হইলা বিদিত॥
গঙ্গাতীরে তিহোঁ আসি বসতি করিলা।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে গৌরাঙ্গ নাচিলা॥
শ্রীহট্ট নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
নবদ্বীপে নদীয়ায় করয়ে বসতি॥
বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাড়ী হয় তাঁর।
দুই পুত্র দুই কন্যা হইল তাঁহার॥
প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত দ্বিতীয় শচী হয়।
তৃতীয় রত্নগর্ভাচার্য্য চতুর্থ সর্ব্বজয়া কয়॥
শচীরে বিবাহ কৈলা মিশ্র পুরন্দর।
সর্ব্বজয়ায় বিয়ে করে শ্রীচন্দ্রশেখর॥
শচীগর্ভে অষ্ট কন্যা হইয়া মরিলা।
অবশেষে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ কৈলা॥

বিশ্বরূপের ছোট ভাই নিমাঞি পণ্ডিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জগত বিদিত॥"
(প্রেঃ বিঃ চতুর্ব্বিংশ বিঃ)

শ্রীসনাতন মিশ্র সম্বন্ধে প্রেম বিলাস গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি॥
তাঁহার দুই পুত্র অতি গুণধাম।
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর নাম।
পরাশর বিপ্র বড় কালী ভক্ত হয়।
কালিদাস বলি তাঁরে সকলে ডাকয়॥" (প্রেঃ বিঃ ২৭ বিঃ)
"সনাতনের পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
একমাত্র কন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রে তাঁরে কৈল দান॥
কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্র রত্ন অতি গুণধাম॥
একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস।
পৃথ্বি ছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ী॥
শুভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।
নানাবিধ শাস্ত্র তিহোঁ পড়িতে লাগিল॥
নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিহোঁ হইলা বিদিত।
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিষেক সময়।
মাধবাচার্য্য গেলা শ্রীবাস আলয়॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ রূপ হইলা উন্মত্ত।
সেই হৈতে হইলা তিহোঁ চৈতন্যের ভক্ত॥"
(প্রেঃ বিঃ ১৯ বিঃ)

"প্রভু মুখে হরিনাম মাধব শুনিল।
সংসারে থাকিতে তাঁর মন না রহিল॥
নবদ্বীপ হৈতে কৈলা কুলিয়া বসতি।
চৈতন্য চরণ পদ্ম চিন্তে দিবারাতি॥
শ্রীভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
গীতে বর্ণিলা তিহোঁ করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল॥
অন্য পুরাণ হৈতে কিছু করি আনয়ন।
কৃষ্ণমঙ্গলে তাহা কৈল সংযোজন॥

গ্রন্থ পড়ি মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইলা॥
কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র নীলাচল হৈতে।
গৌড়দেশে আসিয়া হইলা উপনীতে॥
গৌড়ে আসিয়া শ্রীল প্রভু গৌর রায়।
প্রথমে রাঘবের ঘরে পানিহাটি যায়॥
সেথা হৈতে কুমারহট্টে করিলা গমন।
শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥
তথা হৈতে বাসুদেব শিবানন্দ ঘরে।
অবস্থিতি করি প্রভু গেলা শান্তিপুরে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
সেথা হৈতে কুলিয়ায় করিলা গমন॥
মাধব আচার্য্য গৃহে হৈলা উপস্থিতি।
সাতদিন তাঁর গৃহে করিলা বসতি॥
সাতদিন ভরি সব নবদ্বীপবাসী।
গৌরাঙ্গে দেখয়ে অনন্দ-সায়রেতে ভাসি॥
নবদ্বীপবাসীরে শ্রীপ্রভু কৃপা করি।
চলিলেন বৃন্দাবন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রূপসনাতনে মহাপ্রভু কৃপা কৈলা॥
কানাইর নাটশালা হৈতে ফিরিয়া চলিলা॥
লোক ভিড় দেখি না গেলা বৃন্দাবন।
শীঘ্র করি নীলাচলে করিলা গমন॥
বনপথে প্রভুর বৃন্দাবন গমন।
শুনিয়া মাধবের হৈল সুবিষন্ন মন॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু আইলা নীলাচল।
শুনিয়া মাধবের মন হইল পাগল॥
মাধবের মাতা তারে গৃহে রাখিবারে।
বিবাহের উদ্যোগ করিলা ত্বরা করে॥
মাতার উদ্যোগ দেখি মাধব তখন।
পলায়ন করি চলি গেলা বৃন্দাবন॥"

(প্রেঃ বিঃ ২৪ বিঃ)

প্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন অনুসারে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহোদর ভ্রাতার কোন প্রসঙ্গ নাই। তাঁহার খোড়াতুত ভ্রাতা শ্রীমাধবাচার্য্যের নাম পাওয়া গেল। এই মাধবাচার্য্য বিবাহ না করিয়াই শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইত গোসাঞিগণ আপনাদিগকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহোদর ভ্রাতার বংশধর বলিয়া ও "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার" অর্থাৎ তদীয় শিষ্যানুশিষ্য বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কোন "গুরুপ্রণালী" তালিকা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কিম্বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পর্কিত কোন প্রাচীন বস্তুও পাওয়া গেল না। আবার তাঁহাদের যে যে বংশ তালিকা

আছে, তাহাতেও বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হইতেছে। সেবাইত শ্রীপ্যারীলাল গোস্বামীর নিকট হইতে যে তালিকা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতার নাম শ্রীযাদবাচার্য্য, ইহাঁর পুত্র শ্রীমাধবাচার্য্য।" অপর সেবাইত শ্রীল শরচ্চন্দ্র গোস্বামীর নব্যপ্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পরিচয়" গ্রন্থে যে বংশাবলীর বিষয় বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতা শ্রীমাধবাচার্য্য, ইহাঁর পুত্র শ্রীযাদবাচার্য্য। সেবাইত গোস্বামীগণের কোন্ বংশাবলী সত্য ও কোন্‌টী মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার; যাহা হউক নিম্নে তিনটী তালিকা উঠাইয়া দেওয়া গেল।

শ্রীবাস পণ্ডিত সম্বন্ধে প্রেমবিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"শ্রীহট্ট, নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
নবদ্বীপে করে বাস হইয়া সস্ত্রীক॥
তাঁর পাঁচ পুত্র হৈল পরম বিদ্বান্।
রূপে গুণে শীলে ধর্ম্মে অতি গুণবান্॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়।
যাঁহার কন্যার নাম নারায়ণী হয়॥
শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত।
শ্রীপতিপণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত॥
শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি হয়।
চারি সহোদর কৃষ্ণভক্ত অতিশয়॥

নারায়ণী যবে এক বৎসরের হৈল।
মাতাপিতা তাঁর পরলোকে চলি গেল॥
শ্রীবাসের পত্নী তাঁরে করয়ে লালন।
নারায়ণী হৈল প্রভুর উচ্ছিষ্ট ভাজন॥"
সন্ন্যাস করি মহাপ্রভু নীলাচলে রৈল।
শ্রীবাস শ্রীরাম কুমারহট্টে চলি গেল॥
কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যেঁহো।
তার সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা বৃন্দাবন দাস।
তিহোঁ হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেলা স্বর্গে॥
ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতি হীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস॥
বাসুদেবদত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন।
মাতাসহ বৃন্দাবনের করেন ভরণ পোষণ॥
নানাশাস্ত্র পড়ি হৈল পরম পণ্ডিত।
চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ যাহার রচিত॥
ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্যমঙ্গল।
দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভকত সকল॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম দিল তার।
যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার॥"

(প্রেঃ বিঃ ২৩ বিঃ)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সম্বন্ধে প্রেমবিলাস গ্রন্থের দ্বাবিংশ বিলাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"চট্টগ্রামে চক্রশালা গ্রামের জমিদার।
অতি ধনবান্ হয় অতি শুদ্ধাচার॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তাঁর নাম॥
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়।
বাহ্যে সদা বিষয়ির ব্যবহার করয়॥
তাঁর প্রিয় সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রামে তাঁহার আলয়॥
অতি শুদ্ধাচার ইহোঁ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
পরম পণ্ডিত ইহোঁ কুলাংশে উত্তম॥

নবদ্বীপে আসি তিহোঁ করিলা আলয়।
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥
মাধবের পত্নী রত্নাবতী কৃষ্ণ ভক্তা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সদা হয় অনুরক্তা॥
মাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র চট্টগ্রামে হয়।
জগন্নাথ আর বাণীনাথ তাঁর নাম রাখয়॥
মাধবের ছোট পুত্র নদীয়া মাঝারে।
বৈশাখের কুহু দিনে জন্মলাভ করে॥
রাখিলা তাঁহার নাম শ্রীল গদাধর।
তাঁর জ্যেষ্ঠ জগন্নাথাচার্য্য বিজ্ঞবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিলা বসতি।
তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
চট্টগ্রাম দেশে চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥"

(প্রেঃ বিঃ ২২ বিঃ)

ঐ গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে শ্রীনয়নানন্দ সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে, যথা,—

"গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর ভাই জগন্নাথাচার্য্য বিজ্ঞবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিলা বসতি।
তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
ভ্রাতষ্পুত্র বলি তাঁরে পুত্র স্নেহ করে।
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদীয়া নগরে॥
নিজ সেবিত গোপীনাথ তাঁহারে অর্পিল।
শ্রীনয়ন মিশ্র গোসাঞি আনন্দিত হৈল॥
পণ্ডিত গোসাঞির তিরোভাব হইবার পরে।
নয়ন মিশ্র গেলা রাঢ়দেশ ভরতপুরে॥"

(প্রেঃ বিঃ ২৪ বিঃ)

শ্রীনবদ্বীপের চাঁপাহাটী গ্রামে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের জন্ম স্থানে বিপ্র বাণীনাথের সেবিত শ্রীশ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহদ্বয় বিরাজিত আছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাসস্থান নির্ণয়, শ্রীশ্রীগৌর-বিগ্রহের প্রাচীনত্ব নিরূপণ এবং শ্রীনবদ্বীপবাসী প্রধান প্রধান পারকরগণের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ণিত হইল। এখন পণ্ডিত দেবানন্দাচার্য্য ও কুলিয়া সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করা যাইতেছে,—

কুলিয়া।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্য লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন যে,—

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।"

অতএব প্রথমে "নদীয়া নগরের" সীমা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায় তাহাই বর্ণিত হইতেছে,—

"NADIA"

"NADIA--The old Hindu capital, stands at the junction of its two upper-head-waters, about sixty five miles above Calcutta. * * * It was from Nadia that the last Hindu king of Bengal, on the approach of the Mahammadan invader in 1203, fled from his place in the middle of dinner, as the story runs, with his sandals snatched up in his hand. It was at Nadia that the Deity was incarnated in the fifteenth century A. D. The Great Hindu reformer, the Luther of Bengal. At Nadia, Sanskrit-colleges since the dawn of the History, have taught their abstruse philosophy to colonies of students, who calmly pursued the life of a learner from boyhood to white-haired old age."

(India of the Queen by Sir Wm. Hunter. Published with an introduction by F. H. Skrine. Edetion 1903 Pages 205—6).

নদীয়া।

যে স্থানকে আমরা "নবদ্বীপ" বলিয়া থাকি, তাহার অপর নাম "নদীয়া" বাঙ্গলার হিন্দু রাজা বল্লালসেন ও লক্ষণসেন প্রভৃতির সময়ে এই নবদ্বীপ বা নদীয়া বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। সুতরাং এই স্থান যে বহু পরিসরব্যাপী ও বহুজন-সমাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েও এই নগর বহু জনাকীর্ণ স্থান ছিল।

যথা,—

"নদীয়ার সম্পত্তি বা কে কহিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে॥
কতক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩য়ঃ অঃ)

"একালের কলিকাতার ন্যায় সেকালে নবদ্বীপে নয় লক্ষ লোকের বাস ছিল।"

(শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত ১৩২৩ সালে মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যলীলামৃত গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠার ১৯ ও ২০ পংক্তি হইতে উদ্ধৃত হইল)।

সেই সময় নদীয়া নগরের পশ্চিম দিয়া শ্রীভাগীরথী প্রবাহিতা ছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিমতীর-সংলগ্ন স্থানগুলির সম্পর্কে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ছিল, যথা,—(১) কুলিয়া, (২) সমুদ্র গড়, (৩) চাঁপাহাটী, (৪) রাতুপুর, (৫) বিদ্যানগর, (৬) জান্নগর, (৭) মামগাছি, (৮) বৈকুণ্ঠপুর, (৯) মহৎপুর, (১০) রুদ্রপুর ও নিদয়া গ্রাম প্রভৃতি। তিন দিক পরিবেষ্টিত নদীয়া নগর শ্রীভাগীরথীর পূর্ব্বতীর সম্পর্কে অবস্থিত ছিল। ঐ নগরের পূর্ব্ব ও উত্তর সীমায় (১) গঙ্গানগর, (২) সিমলিয়া, (৩) গাদিগাছা ও (৪) মাজিদা প্রভৃতি গ্রামগুলি এক সমতলভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীনদীয়া নগরের চারিদিকে যে চারিটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, তাহাদের নাম এখন পর্য্যন্তও প্রসিদ্ধ আছে। তাহাদের নাম, যথা,

নদীয়া নগরের উত্তরে "পূরাণগঞ্জ," পূর্ব্বে "মহেশগঞ্জ" দক্ষিণ দিকে "কোলের গঞ্জ" এবং পশ্চিমে "দেওয়ানগঞ্জ ছিল।" পুরাণগঞ্জ যেরূপ নদীয়া ও ব্রাহ্মণপুকুর (নামান্তর সিমলিয়া) গ্রামের মধ্যস্থলে প্রসারিত ছিল, সেইরূপ "কোলের গঞ্জ"ও দক্ষিণে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব চারি গঞ্জের সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন রাজধানী এই "নদীয়া নগর" অন্ততঃ "ছয় মাইল দৈর্ঘ্য ও চারি মাইল প্রশস্ত" ভূমিখণ্ডের উপর বিরাজিত ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অতএব নদীয়া হইতে কুলিয়া অধিক দূরে ছিল না, কেবলমাত্র গঙ্গা এই উভয় স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকিয়া স্থান দুইটীকে পৃথক করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইজন্যই বর্ণন করিয়াছেন,—

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়॥"

বাঘনা পাড়ার হস্তলিখিত কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,—

"নদীয়ার দক্ষিণেতে নগর কুলিয়া।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কুলিয়ায় আগমন করিয়া, সাত দিবস শ্রীমাধবদাস বিপ্রের গৃহে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐ সময় শ্রীনবদ্বীপবাসীগণ ও পণ্ডিত দেবানন্দ প্রভৃতি এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ও এই স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দেবানন্দের অপরাধ-ভঞ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন সম্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ সমুদয়ে যে সমস্ত প্রমাণ আছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা উঠাইয়া দেওয়া গেল, যথা,—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন বৃত্তান্ত।

গ্রন্থের নাম।	অধ্যায়।	যে যে স্থান দিয়া আগমন।
১। শ্রীমন্মুরারি গুপ্ত প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রম ...	১৩।১৪ সর্গ	রাঢ়দেশ হইয়া কুলিয়া আগমন।
২। শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের ...	অন্ত্য খণ্ডে	রাঢ়দেশ হইয়া কুলিয়া আগমন।
৩। কবি জয়ানন্দ বিরচিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের ...	১৪০ পৃঃ	বর্দ্ধমানের আমাইপুরা গ্রাম হইয়া *রয়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে একরাত্রি বিশ্রাম করিয়া কুলিয়া আগমন।
৪। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত	মধ্য১৬শঃ প	পানিহাটি, কুমারহট্ট, কাঁচড়াপাড়া ও শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির গৃহ † (বিদ্যানগর) হইয়া কুলিয়া আগমন।
৫। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে	অন্তঃ তৃঃঅঃ	বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ (বিদ্যানগর) হইতে কুলিয়া আগমন।
৬। শ্রীনিত্যানন্দ দাস কৃত প্রেমবিলাস গ্রন্থের ...	২৪শ বিলাশ	পাণিহাটি, কুমারহট্ট, কাঁচড়াপাড়া ও শান্তিপুর হইয়া কুলিয়া আগমন।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীল মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলে, শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ও সার্ব্বভৌমে যে সমস্ত আলাপ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত আছে। যথা,—

* রয়ড়া গ্রাম—অনুসন্ধান ক্রমে জ্ঞাত হওয়া গেল যে, ঐ গ্রাম পূর্ব্বস্থলী গ্রামের নিকটে ছিল।

† বিদ্যানগরে যে শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ী ছিল, তাহা "শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের ১১৮ পৃষ্ঠার ৮ ও ২২ পংক্তিতে বর্ণিত আছে।

"গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাই কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।" (চৈঃ চঃ মঃ ষষ্ঠ পঃ)

বিদ্যানগর ও কুলিয়া যে গঙ্গার এক তীর-সংলগ্ন অদূরবর্ত্তী স্থান এবং শ্রীনবদ্বীপ বা নদীয়া নগরের সমীপবর্ত্তী গ্রাম বিশেষ, তাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত প্রমাণ উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

"নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আসিলেন ন্যাসীমণি॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
হেনমতে গঙ্গাপার হই সর্ব্বজন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥
সবা লই আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে॥
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরম হরিষে।
হইলেন বাহির পরম ভাগ্যবশে॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হউক মতি॥
ভজ কৃষ্ণ জপ কৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥
নানাদিক থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায়॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিলা বচন॥

চৈতন্য গোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥
সর্ব্বলোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে॥
কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি।
সেই ক্ষণে সর্ব্ব দিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সব্ব লোক মহানন্দে ধায়॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলাকোলি করিয়া কয়েন হরিধ্বনি॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিহোঁ নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকিয়া আনিলা প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সবে আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ॥
গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে বতেক করিলেন দেবানন্দ॥
প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস না দেখিল এ কারণে॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তবে তান ভাগ্য হৈতে বক্রেশ্বর আইলা॥
দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তিবশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্রে দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥

কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য তৃতীয় অঃ)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে কুলিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যে কেবল গঙ্গামাত্র ব্যবধান, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কুলিয়াতে উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত দেবানন্দ আচার্য্য তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই স্থানেই শ্রীদেবানন্দের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীনবদ্বীপ সম্পর্কীত "কুলিয়াই" প্রকৃতপক্ষে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট।"

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন উপলক্ষে বর্ণিত আছে যে,—

মাধব দাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দরশন॥
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধী গণে প্রকারে তারিলা॥
তথায় গোপাল চাপাল প্রভুর লইল শরণ।
তাঁর কৃপায় হৈল তার অপরাধ ভঞ্জন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬ পঃ)

প্রেমবিলাস গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে শ্রীমহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন উপলক্ষে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
সেথা হৈতে কুলিয়ায় করিলা গমন॥
মাধব আচার্য্য গৃহে হৈলা উপস্থিতি।
সাত দিন তাঁর গৃহে করিলা বসতি॥
সাত দিন ভরি সব নবদ্বীপ বাসী।
গৌরাঙ্গে দেখয়ে আনন্দ সায়রেতে ভাসি॥
নবদ্বীপ বাসীরে শ্রীপ্রভু কৃপা করি।
চলিলেন বৃন্দাবন পথে গৌর হরি॥"
(প্রেঃ বিঃ)

অতএব প্রেমবিলাসের বর্ণন দ্বারা—"শ্রীশান্তিপুর ও নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে "কুলিয়া" নিরূপিত হইতেছে।

কবি জয়ানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় শ্রীমহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন উপলক্ষে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"বাল বৃদ্ধ যুবা যত নবদ্বীপে বসে।
ধাইল আর্ব্বুদ লোক আউদর কেশে॥
আই ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া সুলোচনা।
মুরারি গুপ্ত, গোপীনাথ, বুদ্ধি মন্ত খানা॥
চন্দ্র শেখর, গঙ্গাদাস, পাটুয়া শ্রীধর।
হিরণ্য, জগদীশ, মুকুন্দ সঞ্জয়, পুরন্দর॥
রাজ পণ্ডিত সনাতন, আচার্য্য পুরন্দর।
শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, কাশীনাথ, শুক্লাম্বর॥
নন্দন আচার্য্য, দেবানন্দ আচার্য্য।
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি জানে রাজ্য॥
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে সর্ব্বলোকে।
সোনার পর্ব্বত যেন দোলমঞ্চে দেখে॥
আই ঠাকুরাণী মূর্চ্ছা গেলা বিষ্ণুপ্রিয়া।
চৈতন্য দেখিয়া কান্দে সকল নদীয়া॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু হৈলা নমস্কার।
বধূ লঞা ঘরে যাহ না হইও গঙ্গাপার॥" (জঃ চৈঃ মঃ)

অতএব শ্রীজয়ানন্দের বর্ণিত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল যে, শ্রীদেবানন্দাচার্য্য শ্রীনবদ্বীপবাসী প্রভু-পরিকরগণের সঙ্গে কুলিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণ্ডিত দেবানন্দ ঐ সময় শ্রীমহাপ্রভুর নিকট হইতে "হরিনাম মহামন্ত্রে" দীক্ষিত হইয়া, তদীয় শিষ্য হইয়াছিলেন, যথা,—

"ভাগবতিয়া দেবানন্দ বৈষ্ণব নিন্দক।
"হরিনাম" দিয়া তাঁরে করিলা সেবক॥ (জঃ চৈঃ মঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন উপলক্ষে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মঙ্গলগ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন যে,—

"গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
পথক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
প্রভু আগমন শুনি নবদ্বীপ লোক।
পুনঃ নেউটিয়া পাসরিল দুঃখ শোক॥
হা হা গৌরচন্দ্র বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবতী ধায় তাঁরা পাছু নাহি চায়॥
বিহ্বল চেতনে শচী ধায় উর্দ্ধমুখে।
আলুইল কেশ বস্ত্র নাহি রয় বুকে॥

প্রভুরে দেখিয়া বলে শুনয়ে নিমাঞি।
ঘরে আইস বাপু সন্ন্যাসে কাজ নাই॥
মায়ের বচনে প্রভু আস্ত ব্যস্ত হৈয়া।
মায়েরে জিনিতে নারি উভরয়ে দয়া॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মায়ে প্রণমিয়া প্রভু প্রভাতে চলিল।" (চৈঃ মঃ)

অতএব কুলিয়া, শ্রীনবদ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই কুলিয়া—শ্রীনবদ্বীপের "নয়টী দ্বীপের" একটী দ্বীপ বিশেষ। উহা "কোলদ্বীপ" নামে বিখ্যাত। এ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা প্রসঙ্গে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"গঙ্গার পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, এ চতুষ্টয়॥
কোল, ঋতু, জহ্নু দ্বীপ, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ, এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥" (ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

অতএব কোলদ্বীপ বা কুলিয়া গঙ্গার পশ্চিমস্থ একটী দ্বীপবিশেষ। এই স্থান "হাটডাঙ্গা" গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ ভাগে গঙ্গার পরপারবর্ত্তী গ্রাম বিশেষ। ঐ স্থান "কুলিয়া পাহাড়" নামেও পরিচিত ছিল। যথা,—

"হাটডাঙ্গা হৈতে ঈশান লঞা শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে॥
পূর্ব্বে "কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য" এ প্রচার।
এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার॥
"পর্ব্বত প্রমাণ কোল" বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু "কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য" হৈল॥ (ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

"কুলিয়া" যে কারণে "কুলিয়া পাহাড়" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গেল। কুলিয়া বস্তুতঃ উন্নত পর্ব্বত ছিল না; কিন্তু সমতল ভূমিই ছিল। কেবল "কোল" অর্থাৎ "শ্রীবরাহ দেবকে" স্মৃতিপথে জাগ্রত করিবার জন্য, এই স্থান "কুলিয়া পাহাড়" নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর "সাত দিবস" বিশ্রাম হেতু, এই "শ্রীকুলিয়া" যে, তদীয় প্রিয় ভক্তগণ দ্বারা পরবর্ত্তী সময়ে "সাত কুলিয়া" নামে সুপরিচিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের "বিমল কুলিয়া" সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়া

হইয়াছিল. সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ মাত্রও নাই। সেই প্রাচীন "সাত কুলিয়া" গ্রাম বর্ত্তমান সময়েও শ্রীনবদ্বীপের শ্রীবাসাঙ্গন ঘাটের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণে প্রাচীন গঙ্গার দক্ষিণ সংলগ্ন তীরে পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্প্রতি ঐ স্থান নূতন প্রবাহিতা গঙ্গার অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

এই "কুলিয়া পাহাড়" গ্রামে "শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায়" নামান্তর "শ্রীমাধব দাস বিপ্র" নামে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এক প্রিয়ভক্ত বাস করিতেন, তাঁহারই একমাত্র পুত্র "শ্রীবংশীবদন" শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবা পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে বাস করিতেন। শ্রীবংশীবদন ১৪১৬ শকাব্দা ও ৯০১ বঙ্গাব্দে "কুলিয়া পাহাড়" গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীবংশীবদনের জন্ম উপলক্ষে প্রেমদাস ঠাকুর যে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা, —

"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান ॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমণী কুলেতে যাঁর,
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান ॥
দশ মাস দশ দিনে, রাকাচন্দ্র লগ্ন মীনে,
চৈত্রমাসে সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ডাকে, তুষিতে আপন মাকে,
গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥"

এই "ছকড়ি চট্ট" ও "শ্রীমাধবদাস বিপ্র" যে একই ব্যক্তি ছিলেন, তাহা "বংশীবিকাশ" নামক শ্রীবাঘনা পাড়ার নব্য সংগৃহীত গ্রন্থে এরূপে বর্ণিত আছে। যথা,—

"নবদ্বীপ সন্নিধানে সজ্জন সেবিত।
কুলিয়া নামেতে গ্রাম সদা সুশোভিত ॥
তথায় মাধব নামে ছিল দ্বিজবর।
"ছকড়ি" বলিয়া তাঁরে জানে সব নর ॥" (বং বিঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাঁহাকে "মাধবদাস" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাকেই শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী—"মাধবদাস বিপ্রস্তু বাট্যাং" বলিয়া "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার এই "সাত-

কুলিয়া" গ্রামই যে শ্রীবংশীবদনের আবির্ভাব স্থান, তাহা তদীয় বংশধর শ্রীপাট বাঘনাপাড়া ও বৈঁচী ভবনস্থ তেত্রিশ জন প্রভুসন্তানের নাম স্বাক্ষরযুক্ত পত্রী-দ্বারাও প্রমাণীত হইতেছে।

পত্রের নকল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণ ভজনপরায়ণ * * বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীমান্ ব্রজমোহন দাস বাবাজী ভজনানন্দ কলেবরেষু।

মহাত্মন! আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও পরমাহ্লাদিত হইলাম। আপনি যে মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীভগবৎকৃপায় আশাপূর্ণ হউক। এই মহানুষ্ঠানে আমাদেরও সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বয়সের আধিক্য বশতঃ শারীরিক দৌর্ব্বল্য সত্বেও কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য যোগদানে প্রস্তুত আছি। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বংশীবদনের পবিত্র জন্মভূমি ও অপার মহিমার প্রকৃত-তত্ত্ব জনসাধারণে প্রচারিত হইবে, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? মহাপ্রভু বংশীবদনের আবির্ভাব স্থান "কুলিয়া গ্রাম" (সাতকুলিয়া) তাহা "শ্রীমুরলীবিলাস" এবং "বংশীশাখা" প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। আমরাও সেই সকল প্রমাণ আবশ্যক হইলে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইব। নবপ্রকাশিত "শ্রীবংশীবিকাশ" নামক গ্রন্থে ঐ প্রাচীনগ্রন্থ সমূহের সার সংগ্রহ হইয়াছে, বোধ হয় তাহা দেখিয়া থাকিবেন। উৎকল প্রদেশ এবং বাঁকুড়াদি জেলায় ঐ মহাপ্রভুর বহু শাখা-সন্তান গোস্বামী বিরাজমান আছেন; তাঁহারা উহাঁর মহিমাদিসূচক অনেক পদাবলী গান করেন। আপনার এই মহৎকার্য্যের যথোচিত সাহায্য তাঁহারাও করিতে পারেন। যথাসময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া এই পরমোৎসবে যোগদান করিতে আমাদের মধ্যেও অনেকেরই ইচ্ছা রহিল, অলমিতিবিস্তরেণ— সন ১৩২৩।৯ই ফাল্গুন।

শ্রীপাট বাঘনাপাড়া।

১। ভাগবতরত্ন শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী। ২। শ্রীভাগবত কুমার শাস্ত্রী গোস্বামী। ৩। শ্রীবংশীবদন গোস্বামী। ৪। শ্রীমুরলীমোহন গোস্বামী। ৫। শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী। ৬। শ্রীগৌর গোবিন্দ গোস্বামী। ৭। শ্রীদানুহরি গোস্বামী। ৮। শ্রীগণেশচন্দ্র গোস্বামী। ৯। শ্রীরাম কৃষ্ণ গোস্বামী। ১০। শ্রীবলাই চাঁদ গোস্বামী। ১১। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী। ১২। শ্রীনীলমণি গোস্বামী। ১৩। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। ১৪। শ্রীপ্রবোধানন্দ শিরোমণি গোস্বামী। ১৫। শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামী। ১৬। শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী। ১৭। শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী। ১৮। শ্রীরাধা-শ্যাম গোস্বামী। ১৯। শ্রীগোলচন্দ্র গোস্বামী। ২০। শ্রীভূতনাথ গোস্বামী। ২১। শ্রীতিনকড়ি গোস্বামী। ২২। শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী। ২৩। শঙ্করাচার্য্য গোস্বামী। ২৪। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

বৈঁচী ভবনস্থ।

১। ভাগবতাচার্য্য শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী। ২। শ্রীহরিদাস গোস্বামী। ৩। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গোস্বামী। ৪। শ্রীপূর্ণানন্দ গোস্বামী। ৫। শ্রীতুলসী

দাস গোস্বামী। ৬। শ্রীহরিদাস গোস্বামী। ৭। শ্রীললিত মোহন গোস্বামী। ৮। শ্রীসন্তোষ কুমার গোস্বামী। ৯। শ্রীকালীদাস গোস্বামী।

প্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণিত শ্রীমাধবাচার্য্য এবং প্রেমদাস বিরচিত পদোক্ত শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায় নামক শ্রীমাধবদাস বিপ্র স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও তাঁহারা যে, শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গার পশ্চিমতীর সম্পর্কীত "কোলদ্বীপে" বাস করিতেন এবং ঐ "কোলদ্বীপ" (১) কুলিয়া ও (২) কুলিয়া পাহাড় নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্ত্তী সময়ে ঐ স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর "সাতদিবস" অবস্থিতি হেতু "সাতকুলিয়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কেহ কেহ বর্ত্তমান "নবদ্বীপ-রেল-ষ্টেশনের" নৈঋত কোণবর্ত্তী "কোব্‌লা" নামান্তর "ছোট চাঁপাহাটী" নামক স্থানকে প্রাচীন কুলিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চারিশত বৎসরের মধ্যে যে "কুলিয়া" নাম অপভ্রংশ হইয়া "কোব্‌লা" হইবে এবং "পাহাড়" নামের পরিবর্ত্তে যে, "ছোট চাঁপাহাটী" হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষতঃ এই স্থান বিদ্যানগরের পূর্ব্বে দেড়মাইল ব্যবধানে প্রাচীন গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এই স্থান "কুলিয়া" হইলে, শ্রীমহাপ্রভুকে নৌকাযোগে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইতে হইত। ঐ স্থান কুলিয়া নহে কিন্তু প্রাচীন নদীয়া নগরের এক সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত স্থান বিশেষ। কালক্রমে গঙ্গাধারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে উহা স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এইস্থান কুলিয়া হইলে ঠাকুর শ্রীবংশীবদনের বংশধর শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার প্রভু-সন্তানগণ কখনই "সাতকুলিয়া" গ্রামকে শ্রীবংশীবদনের আবির্ভাবস্থান বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। বিশেষতঃ "হাটডাঙ্গা" হইতে এই স্থান এত অধিক ব্যবধানে অবস্থিত যে শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে স্থানের কোনরূপ ঐক্যভাবও পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব প্রাচীন "কুলিয়া" যে বর্ত্তমান সময়ে "সাতকুলিয়া" নামে সুপরিচিত এবং যে কারণে "কোলদ্বীপ" (কুলিয়া পাহাড়) ও (সাতকুলিয়া) নামে পরিচিত হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইল।

পণ্ডিত দেবানন্দ যে শ্রীনবদ্বীপবাসী ছিলেন সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ বর্ণিত আছে, যে,—

"একদিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তি হীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥
দৈবে প্রভু ভক্তসঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূত হৃদয় জানয়ে সব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বলে প্রভু বেটা কি ব্যাখ্যা বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
* * * *
কতদূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ।
মহা ক্রোধে কিছু তারে কহে গৌরচন্দ্র॥
অহে অহে দেবানন্দ বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত॥
কোন অপরাধে তারে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহির লঞা এড়িলা টানিয়া॥
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ ঘর॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১ অঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন বৎসর পরিমিত সময় শ্রীনবদ্বীপ বিলাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে কোন দিবস বিশারদের জাঙ্গালে পরিভ্রমণ করিবার সময় ১৪৩১ শকাব্দার মধ্যভাগে পণ্ডিত দেবানন্দ সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর এই সমস্ত প্রসঙ্গ হইয়াছিল। অনন্তর ১৪৩৫ শকাব্দায় পৌষ কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রীনবদ্বীপবাসী প্রভু-পরিকরগণের সঙ্গে পণ্ডিত দেবানন্দাচার্য্য কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব অপরাধ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী "কোলে" নামক স্থান, যাহা বর্ত্তমান সময়ে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" নামে পরিচিত, ঐ স্থান নদীয়া জেলায় রাণাঘাট

মহকুমার অন্তর্গত স্থান বিশেষ। ঐ স্থানের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং প্রেম-বিলাস গ্রন্থের বর্ণনের অনৈক্য দোষ ঘটিতেছে।

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" শ্রীচৈতন্য ভাগবতোক্ত প্রমাণের সঙ্গে সীমা নির্দ্দেশ লইয়া মতানৈক্য হইতেছে। যেহেতু, "কোলে"—নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি স্থান বিশেষ। যদি গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে নদীয়া জিলার সীমা থাকিত এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে অপর জিলার অন্তর্গত স্থানে ঐ "কোলে" গ্রাম থাকিত, তাহা হইলেও "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়" এই প্রাচীন মহাজনবাক্যের সত্যতা রক্ষা পাইতে পারিত। প্রেমবিলাস গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে জানিতে পারা যায়—"শ্রীমহাপ্রভু (১) পানিহাটি গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইয়া পরে (২) কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করিলেন, অনন্তর (৩) কাঁচড়াপাড়ায় সেন শিবানন্দের গৃহ ও বাসুদেবের গৃহ হইয়া (৪) শ্রীশান্তিপুরে গমন করিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর গৃহে বিশ্রাম করিলেন, তদনন্তর (৫) কুলিয়া গ্রামে শ্রীমাধবাচার্য্য গৃহে সাত দিবস পরিমিত সময় অবস্থান করিয়া শ্রীনবদ্বীপবাসীগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত দেবানন্দও নবদ্বীপ হইতে কুলিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব যে কুলিয়ায় গলিত কুষ্ঠরোগী গোপাল-চাপাল ও কুলবধূগণ প্রভৃতি সকলেই শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন, সেই কুলিয়া যে নদীয়া নগরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান বিশেষ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভ্রমক্রমে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন যাহাতে প্রকৃত স্থানটী বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণের দৃষ্টিনিক্ষেপ করা ও তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়।

১৩২০ সালে ২৭শে ভাদ্র তারিখের হিতবাদী পত্রিকায় কুলিয়া ও দেবানন্দের পাট সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ ও ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া কুলিয়া-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। যথা—

কুলিয়া ও দেবানন্দের পাট।

"প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে (কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী কুলিয়ায়) এক উদাসীন বৈষ্ণব বাস করিতেন তিনি এইস্থানে "নিতাইচৈতন্য ও অন্যান্য বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনা করিতেন। পরে শ্রীপাট খড়দহের কোন গোস্বামী * * তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এখানে থাকেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর, তাঁহার দৌহিত্রগণ আসিয়া ঠাকুর সেবা গ্রহণ করেন। * * * * মাধবচাঁদ রায় মহাশয় সুবিখ্যাত জর্জ ব্যারেটো সাহেবের—"সুখসায়ের কন্‌সারন্" নামক নীলের কুটী চালাইতেন। সুতরাং এতদঞ্চলে তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। এই মাধবচাঁদের সহিত বলাগড়ের ৺অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাই অচ্যুতানন্দের অনুরোধে বন্ধুর খাতিরে মাধবচাঁদ তাঁহার লাটীয়াল দিয়া উদীয়মান কুলিয়ার পাটটী শ্রীপাট খড়দহের গোস্বামীগণের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া অচ্যুতানন্দকে দেওয়াইলেন। এই অচ্যুতানন্দ ও

তদ্বংশীয়গণের যত্নে কুলিয়ার পাটের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে কলিকাতা মলঙ্গা বৌবাজারের কিষণদয়াল ধর মন্দিরাদি করিয়া দেওয়ায়, এখন ইহা বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। * * * এ কুলিয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" নহে।"

ইতি শ্রীশ্রীমায়াপুর ও কুলিয়া বিচার প্রসঙ্গ বর্ণন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ গ্রন্থের বর্ণিত স্থানগুলি বিগত ১৩২৩ সালের ১৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লাসপ্তমী হইতে একাদশী রবিবার পর্য্যন্ত ক্রমে পাঁচ দিবস পরিমিত সময় শতাধিক যাত্রীক প্রতি স্থানে পরিভ্রমণ ও স্থানগুলির বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, যাত্রীকগণের পক্ষ হইতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে, তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণ নাম লিখিয়া এই গ্রন্থের বর্ণিত স্থানগুলি অনুমোদন করিয়াছেন। (১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসের তৃতীয় সংখ্যার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ১৭৩—১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১। শ্রীশ্রীশ্রীলাদ্বৈত বংশসম্ভূত শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী, শ্রীনবদ্বীপ।

২। শ্রীলাদ্বৈতবংশ্য ভাগবত শিরোমণ্যুপাধিক শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

৩। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-সন্তান ও তদীয় পাদানুগ, শ্রীহরিপদ গোস্বামী, সাদীপুর, বর্দ্ধমান।

৪। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভোঃ কন্যা শ্রীশ্রীগঙ্গা গোস্বামিণ্যাঃ বংশোৎপন্ন শ্রীধাম কণ্টকনগরী বাস্তব্য নিবাসিনঃ ভাগবত ভূষণোপনামক শ্রীলালগোপাল গোস্বামিণঃ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ ভজনকুটুরী বাসী।

৫। শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজী।

৬। শ্রীভক্তিচরণ দাস বাবাজী।

৭। শ্রীযদুনাথ দাস বৈরাগী, সাং দিঘুলিয়া, জেলা ঢাকা।

শ্রীধাম নবদ্বীপ ষোল ক্রোশি পরিক্রমার অন্তর্গত শ্রীশ্রীমায়াপুর ও কুলিয়া সম্বন্ধীয় জটীল তর্ক ও সমস্যাপূর্ণ বিষয় দুইটীর মীমাংসা করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রমাণ ও দলিলাদির সন্ধান পাইয়াছি, তাহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় ভক্তগণের বিদিতার্থে এই নিবেদন পত্রে সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থবর্ণিত স্থান যাহা শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশি পরিক্রমার অন্তর্গত আছে, তাহার স্থিতি স্থান ও দূরত্ব সম্বন্ধে একটী তালিকা নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

স্থিতি ও দূরত্ব নির্ণয়

স্থান	প্রাচীন মায়াপুর হইতে	কোন দিকে	মাইল কতদূরে	স্থানের	কোন দিকে	মাইল কতদূরে
রুদ্রদ্বীপ বা রুদ্রপাড়া ..	,,	উত্তরে	½	বর্ত্তমাননবদ্বীপের	বায়ুতে	১½
বেলপুকুর	,,	,,	৩½	রুদ্রপাড়া গ্রামের	ঈশানে	৩
সিমলিয়া ব্রাহ্মণ পুকুর ...	,,	ঈশানে	২	বেলপুকুরের	অগ্নিতে	২
ভারুই ডাঙ্গা	,,	,,	১¾	ব্রাহ্মণপুকুরের	নৈঋতে	১
গাদিগাছা	,,	অগ্নিতে	১½	ভারুই ডাঙ্গার	অগ্নিতে	২
সুবর্ণ বিহার	,,	পূর্ব্বে	৩½	গাদিগাছার	পূর্ব্বে	২
মাজিদা	,,	অগ্নিতে	২½	গাদিগাছার	দক্ষিণে	½
ব্রাহ্মণ পুষ্কর বা ব্রাহ্মণপুরা...	,,	,,	৩½	মাজিদাগ্রামের	অগ্নিতে	২
হাটডাঙ্গা	,,	,,	৪½	ব্রাহ্মণপুরার	নৈঋতে	২
কোলদ্বীপ বা সাতকুলিয়া...	,,	দক্ষিণে	৫	হাটডাঙ্গার	দক্ষিণে	½
সমুদ্র গড়	,,	,,	৪	সাতকুলিয়ার	পশ্চিমে	২½
চাঁপাহাটি	,,	,,	৪	সমুদ্রগড়ের	পশ্চিম	সংলগ্ন
রাতুপুর	,,	নৈঋতে	৩½	চাপাহাটির	,,	,,
বিদ্যানগর	,,	,,	৩	রাতুপুরের	উত্তরে	১
জান্নগর	,,	পশ্চিমে	২	বিদ্যানগরের	,,	২
মামগাছি	,,	,,	২	জান্নগরের	উত্তর	সংলগ্ন
বৈকুণ্ঠপুর	,,	,,	১½	মামগাছির	পূর্ব্বে	½
মহৎপুর	,,	,,	১	বৈকুণ্ঠপুরের	পূর্ব্ব	সংলগ্ন
অন্তর্দ্বীপ	,,	দক্ষিণ	সংলগ্ন	মহৎপুরের	অগ্নিতে	১

বর্ত্তমান নবদ্বীপ, চিনাডাঙ্গা, পারডাঙ্গা ও মালঞ্চপাড়া প্রভৃতি অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত স্থান।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীব্রজমোহন দাস,

শ্রীধাম নবদ্বীপ ২৭শে ভাদ্র ১৩২৪।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ দর্পণ

মঙ্গলাচরণ।

জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া পতি গৌরচন্দ্র।
জয় বসু জাহ্নবার প্রাণ নিত্যানন্দ॥
জয় শ্রীসীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর॥
জয় জয় দাস গদাধর নরহরি।
জয় বক্রেশ্বর জয় মুকুন্দ মুরারি॥
জয় জগদীশ শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় হরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমময়।
জয় বাসুদেব ঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয়॥
জয় রায় রামানন্দ সর্ব্বগুণে বর্য্য।
জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য॥
জয় জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাবাচস্পতি।
জয় শ্রীবিজয় বনমালী বিজ্ঞ অতি॥
জয় কাশীমিশ্র শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ।
জয় শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত॥
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর ধনঞ্জয়।
জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময়॥
জয় সনাতনরূপ রসিক শেখর।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট গুণের সাগর॥
জয় শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু।
জয় রঘুনাথ রঘুনাথ কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীরাঘব প্রিয় শ্রীপ্রভুর।
জয় জয় শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুর॥
জয় জয় শ্রীজীব শ্রীদাস বৃন্দাবন।
জয় কৃষ্ণদাস শ্রীগোপাল নারায়ণ॥
জয় জয় প্রভুগণ প্রিয় শ্রীনিবাস।
জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তম দাস॥
জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র।
জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রাণ শ্যামানন্দ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিব শুন হইয়া সদয়॥
(ভঃ রঃ ১২শ তঃ)

আরম্ভ।

একদিন শ্রীনিবাস কহি শিষ্যগণে।
যাজিগ্রাম হৈতে যাত্রা কৈলা শুভক্ষণে॥
শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা।
নবদ্বীপ গমন প্রসঙ্গ জানাইলা॥
তেহোঁ স্নেহে শ্রীনিবাসে লইয়া বিরলে।
না জানি কি কহি সিক্ত হৈলা নেত্রজলে॥
বিদায় করিতে অতি অধৈর্য্য হিয়ায়।
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায়॥
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
নবদ্বীপে চলে মহা প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন।
নবদ্বীপ পানে চাহে সজল নয়ন॥
নবদ্বীপ ভূমি প্রণময়ে বারবার।
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
নবদ্বীপে গঙ্গা শোভা করি দরশন।
করয়ে এ ভারতের সৌভাগ্য বর্ণন॥

* * *

গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোল ঋতু জহ্নু দ্বীপ মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভু প্রিয় শিব শক্ত্যাদি শোভয়ে সদায়॥

থাহি প্রাচীনৈরুক্তম্

"ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকম্।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবী তটে
শিবপঞ্চ স্থিতং শক্তি সহিতং ভক্তি-
ভূষিতং।
অন্তর্মধ্যাদি নবধাদ্বীপ দিব্যত্মোকবম॥

তৎপঞ্চ যোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশ
যোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম্ ॥”

* * *

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নানামতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার ॥
* * পূর্ব্বপূর্ব্বাবতারে যে ধামে
যে যে লীলা।
গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপধামে যে বিহার।
সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার ॥
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ লীলা।
যারে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা ॥
** সর্ব্ব প্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় ॥
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
** যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য্য হইয়া ॥
প্রভুর অঙ্গন ধূলে হইলা ধূসর।
নয়নের জলে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে ধৈর্য্য নারে ধরিবারে।
দেখেন ঈশানে সূর্য্য সম তেজ তাঁরে ॥
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদিত নয়নে ॥
ক্ষণে বিশ্বম্ভর বলি লোটায় ভূমিতে।
ক্ষণে কহে থুইলা প্রভু কি সুখ পাইতে।
এত কহি কাতরে চাহয়ে চারিপাশে।
দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে ॥
আইস বাপু বলি দুই বাহু পশারিয়া।
হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া ॥
নরোত্তম রামচন্দ্রে করি আলিঙ্গন।
যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র তিনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে ॥
শ্রীঈশান ঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া ॥
শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া।
নিজ অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥
শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজ ভ্রমণ করিতে।
মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এইমতে ॥
শুনি শ্রীঈশান কহে মনে কৈলে যাহা।
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা ॥
এই নবদ্বীপধাম অতিশয় গূঢ়।
যারে কৃপা সে জানে না জানে তত্ত্ব মূঢ় ॥
নবদ্বীপ লীলাস্থান অতি মনোহর।
আনের কা কথা ব্রহ্মাদির অগোচর ॥
দেখিনু যে শুনিনু প্রাচীন লোক স্থানে।
এহেন দুঃখেতে তাহা আছে মোর মনে ॥
তোমারে জানাব অকস্মাৎ হৈল চিতে।
তেঞি নরোত্তম দ্বারা কহিনু আসিতে ॥
ভাল হৈল শীঘ্র আইলা কি আর কহিতে।
নদীয়া ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে ॥
**ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেইক্ষণে,
মিলাইলা যে আছেন প্রভু প্রিয়গণে ॥
সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্ব্বজন।
রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥
রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়।
নদীয়া ভ্রমণে চলে উল্লাস হৃদয় ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র।
ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ ॥
প্রণমিয়া বারবার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হইতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে ॥
প্রথমেই আতোপুরস্থান নিরখিয়া।
কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস পানে চাহিয়া ॥
(ভঃ রঃ দ্বাঃ ৩)

(এই অন্তর্দ্বীপ সম্বন্ধে ঘটকপ্রবর মুলো পঞ্চাননের বিরচিত একটী পদ দৃষ্ট হয়। তাহাতে শ্রীনবদ্বীপ অর্থাৎ নদীয়া নগর-কেই অন্তর্দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যথা,—
“মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নুনগরোত্তরে করয়ে বাসস্থান ॥
নিজ সভাসদে দেন নবদ্বীপে
(অন্তর্দ্বীপে) ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস কিম্বা দ্বিজে তর ॥”
১৩০১ সালের “পূর্ণিমা” পত্রিকার
৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অন্তর্দ্বীপ বর্ণন (আতোপুর)।

শ্রীঈশানঠাকুর বলিলেন,—
"ব্রজের কৃষ্ণ দ্বাপর যুগেত বিহরয়।
তাঁর মায়াবশে কেবা মোহিত না হয় ?"
আনের কা কথা ব্রহ্মা মোহিত হইলা।
সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা ॥
করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে।
সকল গোবৎস সখা হইলা আপনে ॥
কৃষ্ণের এ লীলা ব্রহ্মা বুঝিতে না পারে
পড়িয়া কাঁপরে ব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে ॥
সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল।
স্তুতিবশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল ॥
তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কৈলু অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর ॥
মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জ্জনে।
না দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে ॥
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অবতীর্ণ হইয়া করিব জীব ধন্য ॥
নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা।
করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা ॥
ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতোপুরে।
প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে ॥
ভকত বৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয় ॥
অঙ্গের ছটায় দশ দিক আলো করে।
কিছার কনক কন্দর্পের দর্প হরে ॥
* * দেখি প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥
করি বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে।
লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে ॥
দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন।
কহে সুমধুর বাক্য করি আলিঙ্গন ॥
তুমি প্রিয় সদা আমি প্রসন্ন তোমাতে।
এবে যেই ইচ্ছা বর মাগহ আমাতে ॥
ব্রহ্মা কহে এই কলিযুগে নদীয়াতে।
করিবে প্রকট লীলা স্বগণ সহিতে ॥
সে সময়ে প্রভু মোরে করি অঙ্গীকার।
জন্মাইবা নীচকুলে এ ইচ্ছা আমার ॥
ওহে প্রভু মোর অভিমান অতিশয়।
লোকে ঘৃণা করে যেন ঐছে দণ্ড হয় ॥
* * পূর্ব্বে যৈছে মায়ায় মোহিত
কৈলা মোরে।
তাহা না করিবা মোরে এই অবতারে ॥
অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই।
জীবনে মরণে যেন তোমায় ধিয়াই ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস।
প্রভু কহে পূর্ণ হবে সব অভিলাষ ॥
পাইয়া প্রভুরে বড় উল্লাস অন্তরে।
প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুন কহে ধীরে ধীরে ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর।
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর ॥
নানা লীলা কৈলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে।
না জানি কি লীলা এই নদীয়া নগরে ॥
জীব নিস্তারিবা প্রভু এ অল্প বিষয়।
ইথে সে বিশেষ কিছু কহ সুনিশ্চয় ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা পানে।
অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে ॥
ভক্ত ভাব লৈয়া ভক্তিরস আস্বাদিব।
পরম দুর্লভ সংকীর্ত্তন প্রকাশিব ॥
নানাবতারের নানা ভাবে ভক্ত যে তে।
করাব ব্রজানুগত মধুর রসেতে ॥
ঐছে বাক্যে রাধাপ্রেম হৃদয়ে উথলে।
বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্র জলে ॥
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাকে জানাইল।
প্রভুর যে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈল ॥
পুন প্রভু সংক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা।
দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপ লীলা ॥
কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম ॥
ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধ হয় ॥"
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ দর্পণ গ্রন্থে শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত অন্তর্দ্বীপ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

অনন্তর পরিক্রমা কার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রীভক্তিরত্নাকর বর্ণিত গঙ্গার পশ্চিমস্থ পঞ্চমদ্বীপ যাহা "শ্রীশ্রীরুদ্রদ্বীপ" নামে উক্ত হইয়াছে তথায় যাওয়া যাইতেছে। ১৫০৬ শকাব্দায়

শ্রীশ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া) বর্ণন।

শ্রীঈশান ঠাকুর বলিলেন,—
রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞ মুখে যে শুনিল॥
গৌরচন্দ্র প্রকট হইবে নদিয়ায়।
ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায়॥
নিজগণ সনে রুদ্রদেব এইখানে।
হইলা উন্মত্ত গৌর চরিত্র কীর্ত্তনে॥
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর॥
** দেবের অন্তরে মোদ বাঢ়ে অনিবার।
সবে কহে জীবের খণ্ডিল দুঃখ ভার॥
প্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভুগুণ গায়।
এবে প্রভু অবশ্য জন্মিবে নদীয়ায়॥
দেখি প্রভু জন্মলীলা জুড়াব জীবন।
এত কহি স্বর্গেও নাচয়ে দেবগণ॥
প্রভু গুণ গানে রুদ্র আত্ম বিস্মরিত।
হইলা অধৈর্য্য প্রভু দেখি রুদ্র রীত॥
অন্য অলক্ষিতে রুদ্রদেবে দেখা দিয়া।
রুদ্রদেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া॥
তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব।
অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব॥
শ্রীগৌর সুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
নিজগণ সহ রুদ্র বসি এই খানে।
করে সুধাবৃষ্টি গৌর চরিত্র কথনে॥
এ স্থান দর্শন মাত্র ঘুচয়ে দুর্ম্মতি।
গৌর পাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি॥
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থে শ্রীশ্রীভক্তি-রত্নাকর বর্ণিত রুদ্রদ্বীপ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

শ্রীঈশান ঠাকুর এই শ্রীরুদ্রদ্বীপে যাই-বার সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া মহৎপুর গ্রাম হইতে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিয়া-ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও রুদ্রদ্বীপ বা "রুদ্র পাড়ায়" যাইবার সময় শ্রীনবদ্বীপ বা নদীয়া নগর হইতে বায়ু-কোণের গঙ্গাপারের ঘাট ("নিদয়া-ঘাট" নামে পরিচিত ঘাট) দিয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। রুদ্র-দ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গা, উত্তরে (প্রাচীন গঙ্গা) গুড়্গুড়ে খাল ও পূর্ব্বে অনুমান সোয়া-মাইল ব্যবধানে ভারুইডাঙ্গা ও বল্লাল-দিঘির মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন গঙ্গার খাল রহিয়াছে। রুদ্রপাড়ার পূর্ব্ব-সংলগ্ন গ্রামের নাম "নিদয়া" শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ১৪৩১ শকাব্দায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় এই স্থান দিয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কাঁটোয়ায় গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে শ্রীশ্রীশচীমাতা ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণ এই স্থানকে "নির্দ্দয়া" বা 'নিদয়া" নাম রাখিয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এই স্থান প্রাচীন মায়াপুরের অনুমান অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রুদ্রপাড়া ও নিদয়ায় গোয়ালাগণের বাস।

মহৎপুর (মাতাপুর) হইতে রুদ্র-দ্বীপ বা রুদ্রপাড়া অনুমান দেড় মাইল ঈশাণকোণে অবস্থিত। মহৎপুর হইতে রুদ্রদ্বীপ যাইবার সময় শ্রীঈশাণ বলিয়াছিলেন,—

"গঙ্গা পূর্ব্ব পারে রাতুপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাতুপুরে রুদ্রপুর কয়॥
এই রাতুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান॥
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

অনন্তর রুদ্রপাড়ার তিন মাইল ঈশাণকোণবর্ত্তী "বিল্বপক্ষ" নামান্তর বেলপুকুর নামক স্থানে গমন করিতে হইবে। যাইবার সময় রুদ্রপাড়ার উত্তর দিকে "গঞ্জি ডাঙ্গা" নামক গ্রাম

হইয়া ঈশাণকোণে বেলপুকুর গ্রাম পাওয়া যায়। এই স্থানে শ্রীমন্মাহা প্রভুর মাতামহ শ্রীশ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী ছিল। (এই গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠার ২৬শ হইতে ৩২শ পংতি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) বেল পুকুর গ্রামে প্রাচীন গঙ্গা "গুড়গুড়ে" খালের উত্তর তীরে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীর ভিটা জঙ্গল-সমাকীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। বাড়ীর দক্ষিণে "শ্রীচক্রবর্ত্তীর ঘাটের কথা" গ্রামবাসীগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই গ্রাম বিশিষ্ট লোকের বাসস্থান।

শ্রীশ্রীবিল্বপক্ষ-
(বেলপুকুর) বর্ণন।

শ্রীঈশান ঠাকুর বলিলেন,—

"দেখ শ্রীনিবাস এই বেল পোখেরা গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীনে বিল্বপক্ষ পূর্ব্বনাম॥
পঞ্চবক্ত্র শিবমূর্ত্তি ছিলেন এখানে।
তাঁর যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যেবা যে কায্য প্রার্থয়।
তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময়॥
এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ।
মনোরথ সিদ্ধি হেতু করে শিবার্চ্চন।
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে।
হইলেন শিব মহা প্রসন্ন অন্তরে॥
কৃপাদৃষ্টে চাহি পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর।
বিপ্রগণে কহে লহ নিজাভীষ্ট বর॥
বিপ্রগণ কহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহা।
অনুগ্রহ করি মোসবারে দেহ তাহা॥
বিপ্রগণে কহে শিব কহিলা আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণ পরিচর্য্যা বিনু নাহি শ্রেষ্ঠ কার্য্য॥
বিপ্রগণ কহে পরিচর্য্যা শ্রেষ্ঠ হয়।
কিরূপে হইবে লভ্য কহ কৃপাময়॥
পঞ্চবক্ত্র কহে কিছু চিন্তা না করিবে।
অনায়াসে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা লভ্য হবে॥
এই কতো দিনে এই নদীয়া নগরে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্র ঘরে॥
তোমরাও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা।
তাঁর বাল্যাবেশে মহা সুখ জন্মাইবা॥
করিয়া তাঁহার স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন।
জানিবা তাঁহারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥
তাঁর প্রিয় ভক্ত সহ সদা কুতূহলে।
তাঁর পরিচর্য্যা রত হইবা সকলে॥
শুনি পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ॥
করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম চিন্তে নিভৃতে বসিয়া॥
ওহে শ্রীনিবাস গৌরকৃষ্ণের ইচ্ছায়।
কতো দিনে পঞ্চবক্ত হৈলা লুপ্ত প্রায়॥
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ।
এই হেতু বিল্বপক্ষ নাম বিজ্ঞে কন॥
এ স্থান দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে।
মিলায়েন পরম দুর্লভ গৌরচন্দ্রে॥"
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থে শ্রীশ্রীবিল্বপক্ষ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থবর্ণিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

অনন্তর বেলপুকুর হইতে "সিমলিয়া" বা ব্রাহ্মণপুকুর গ্রাম দুই মাইল ব্যবধানে অগ্নি কোনে অবস্থিত। যাইবার সময় "গুড়গুড়ে"খালের তীরে তীরে "সোনাডাঙ্গা" গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। ব্রাহ্মণপুকুর গ্রামের উত্তরাংশে "শ্রীশ্রীসামন্তদেবীর পীঠস্থান" অবস্থিত। ঐ গ্রামের পশ্চিমাংশে ও বল্লালসেন টীলার উত্তরে "সিমলপুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী ছিল, ঐ পুষ্করিণীর উত্তরদিগ্বর্ত্তী স্থানকে প্রাচীনগণ "সিমলিয়া"বলিয়া নির্দ্দেশ করেন "বল্লালসেন টীলা" রাজা বল্লালসেণের রাজবাড়ীর (গঙ্গাভাঙ্গনের) ভগ্নাবশেষ মাত্র। "মহারাজ বল্লালসেনের "পঞ্চগৌড়" রাজ্যের রাজধানী এই শ্রীনবদ্বীপ ছিল। এইস্থানেই তাঁহার পুত্র লক্ষণসেনও রাজত্ব করেন। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীবৈষ্ণব কবি শ্রীল জয়দেব-

জীউ, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্রের রাজত্বকালে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর কুতুবুদ্দীনের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী এইস্থান অধিকার করিয়া মুসলমান শাসনান্তর্ভুক্ত করেন। (গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) এই স্থান সেই সময় হইতে গৌড়রাজ্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের প্রধান বাসস্থান ও রাজধানী ছিল। মুসলমান রাজকর্ম্ম চারীগণ তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ঐ স্থানে তিনটী স্থান নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—(১) কাজিপাড়া, (২) (মুলবী বা) মুল্লাপাড়া এবং (৩) মিয়াপাড়া বা মিয়াপুর। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইবার কিছু পূর্ব্বে রাজধানী শ্রীনবদ্বীপ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া গৌড়নগরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (শ্রীনবদ্বীপ নিবাসী শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত ১৩২৩ সালের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলামৃত গ্রন্থের ১০।১১ পৃষ্ঠা হইতেও কিছু সংগৃহীত হইল।) বল্লালসেন টীলার অগ্নিকোণে নিকটবর্ত্তী স্থানে বৈষ্ণব প্রসিদ্ধ চাঁদ কাজির বাড়ীও সমাধিস্থান রহিয়াছে। ১৪৩১ শকাব্দার কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব এই চাঁদকাজিকে স্বীয় মতের অনুকূলে আনয়ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মানুরক্ত করিয়াছিলেন। বল্লাল টীলার দক্ষিণে অল্প ব্যবধানে "বল্লাল দিঘি" নামক প্রসিদ্ধ জলাশয় রহিয়াছে। ঐ দিঘির নৈঋৎকোণে একদিবস শ্রীচাঁদ কাজি হিন্দুগণকে ভয় দেখাইয়া সংকীর্ত্তন বন্ধ করিবার নিমিত্ত "খোল' অর্থাৎ "মৃদঙ্গ" ভঙ্গ করিয়াছিলেন। সেই অবধি এইস্থান "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থান চাঁদ কাজির বাড়ীর অর্দ্ধমাইল অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যবধানে নৈঋৎ কোণে এবং মিয়াপাড়া বা মিয়াপুর গ্রামের পশ্চিম সংলগ্ন স্থান বিশেষ। যদি এইস্থানে শ্রীবাস পণ্ডিত কিম্বা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসভবন হইত, তাহা হইলে কাজিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত লোকগণ তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ তাঁহাদিগকে দিতে বিরত হইতে না এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীর ৪০।৫০ হাত দূরে কাজি আসিয়া যে ঐ সময় শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতিকে কোন একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিতেন তাহাও সম্ভবপর নহে। অতএব শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসভবন "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" হইতে বহুদূরে যে অবস্থিত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। যদি বল্লাল দিঘির দক্ষিণ সংলগ্ন স্থান "শ্রীশ্রীমায়াপুর" হইত ও গঙ্গাস্রোতে নিমগ্ন না হইয়া অখণ্ডভাবে বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত পরম বিরক্ত ও উদাসীন মহাত্মা তোতারাম দাস বাবাজী প্রভৃতি প্রতিভাশালী পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আরাধ্যতম শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্পর্কিত শ্রীশ্রীমায়াপুরের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান শ্রীনবদ্বীপের বড় আখড়া নামক স্থানে বাস করিতেন না, এবং গৌরগত প্রাণ মহাত্মা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও বল্লালদিঘির সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীশ্রীমায়াপুর স্থানকে উপেক্ষা করিয়া "নিদয়া।"*

*"তবে সবে পারঘাটে দৌড়িয়া যাইল।
নে'য়েরে ডাকিয়া তথা কহিতে লাগিল
ওহে নেয়ে, পার হয়ে গেছে কি
নিমাঞি।
নেয়ে বলে ভোরে ভোরে যাইল
গোসাঞি॥
তবে সবে কপালেতে করি করাঘাত।
জাহ্নবীরে ডাক দিয়া কহে এক বাত॥
ওহে দেবি নিরদয়া হইয়া যেমন।
নিমাইরে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ॥

গ্রামের অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিতেন না। অতএব নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—"খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গা ও মিয়াপুর সংলগ্ন স্থানের উপরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসভবন ছিল না। মিয়াপুর গ্রামের নৈঋৎ কোণবর্ত্তী গঙ্গা নগরের চড়ার নৈঋৎ কোণে, কিছু দূরে শ্রীশ্রীমায়াপুর বিরাজিত ছিল।" সিমলিয়ায় বিশিষ্ট-গণের বাস।

শ্রীশ্রীসীমন্তদ্বীপ

(সিমলিয়া) বর্ণন।

এই স্থান গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ দ্বিতীয় দ্বীপ বিশেষ। এই স্থান নদীয়া নগরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। যথা,—
"নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।"
(চৈঃ ভাঃ)

এই স্থান সম্বন্ধে শ্রীঈশান ঠাকুর বলিলেন,—

"ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
দেখ এই সিমলিয়া গ্রাম শোভাময়॥
পূর্ব্বে এ সীমন্তদ্বীপ বিখ্যাত জগতে।
সীমন্তদ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে॥
একদিন কৈলাসপর্ব্বতে মহেশ্বর।
ভক্তনামামৃত পানে অধৈর্য্য অন্তর॥

তেঁই আজ হইতে তোর নিরদয়া নাম।
অবনী ভরিয়া লোক করিবেক গান॥
আর তোর এ ঘাটের নাম আজ হৈতে।
নিরদয়া ঘাট হইল জানিহ নিশ্চিতে॥"
(বংশীশিক্ষা চতুর্থ উল্লাস)

"নিদয়া" গ্রামের সান্নিধ্যহেতু দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের স্থানই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসভবনের সম্পর্কিত স্থান বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়।
সেই সব নাম ব্যক্ত করি উচ্চরায়॥
গায় প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হিয়া উথলয়ে সুখে॥
পরম অদ্ভূত নৃত্য করে দিগম্বর।
পদভরে কম্পয়ে কৈলাস গিরিবর॥
প্রভু শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্ব্বতী।
হইলা বিহ্বল কিছু নাহি বুদ্ধিগতি॥
নৃত্যাবেশে স্থির হৈলা দেব ত্রিলোচন।
ঝরয়ে আনন্দ অশ্রু নহে নিবারণ।
রজত পর্ব্বতপ্রায় বসি চর্ম্মাসনে।
প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে॥
পার্ব্বতি পরমানন্দে কহে ওহে প্রভু।
আজি যে করিলা কৃপা ঐছে নহে কভু॥
যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে।
এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে॥
কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বারবার।
ইথে বুঝি কলিতে প্রকট এ সবার॥
শুনি পার্ব্বতীর কথা মনের উল্লাসে।
কহেন পার্ব্বতীপ্রতি সুমধুর ভাষে॥
এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে।
হইবে প্রকট শচী দেবীর গর্ভেতে॥
শ্রীরাধিকার অঙ্গ কান্তি করিবে ধারণ।
ত্রৈলোক্য বিজয়রূপ অতি রসায়ন॥
সে অঙ্গ শোভায় কন্দর্পের দর্প নাশ।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস॥
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সঙ্গে।
আস্বাদিবে ব্রজের দুর্লভ প্রেমরঙ্গে॥
প্রকাশিব সংকীর্ত্তন সুখের পাথার।
নিজগুণে করিবেন জগত উদ্ধার॥
এই অবতারে দুঃখী কেহ না রহিবে।
যার যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হবে॥
পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে কেহ করিল কোন দোষ।
তাহা ক্ষমাইয়া তার করিবে সন্তোষ॥
জানাইবে ভক্তের মহিমা অতিশয়।
কহিল তোমারে ঐছে নাহি দয়াময়॥
নবদ্বীপে পার্ব্বতী আসিয়া এইখানে।
আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে॥
দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর।
সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ সুধাকর॥

দেখিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবারে।
নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রু ধারে॥
পার্ব্বতীর চেষ্টা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইল নিকটে অতি উল্লাস অন্তর॥
সুমধুর বাক্যে পার্ব্বতীর প্রতি কয়।
কৈলা আরাধনা স্থির নহিল হৃদয়॥
মোর আগে তুমি যে কহিবে মন কথা।
তাহাই করিব আমি কহিল সর্ব্বথা॥
ইহা শুনি পার্ব্বতীর আনন্দাতিশয়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা উপমা না হয়॥
দুই কর যুড়ি কহে প্রভু বিশ্বম্ভরে।
করিবা এ কলি ধন্য প্রকট বিহারে॥
জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা।
সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী প্রভু জানহ সকল।
নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল॥
ভক্ত স্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর।
শাপ দিনু চিত্রকেতু হইল অসুর॥
তোমার ভক্তের গুণ কহনে না যায়।
দোষ কৈনু তবু স্তুতি করিল আমায়॥
সে সকল সহ বিলসিবা নদীয়াতে।
এই করো সে সব প্রসন্ন হন যাতে॥
কহিতে না আইসে প্রভু যে করে অন্তর।
দেখি যেন নদীয়া বিহার নিরন্তর॥
প্রভু কহে হবে পূর্ণ যে করিলা মনে।
মোর যত কার্য্য তাহা নহে তোমা বিনে।
এত কহি প্রভু হইতেই অন্তর্ধান।
পার্ব্বতী পড়িয়া পদে করিলা প্রণাম॥
প্রভুর চরণ ধূলা সীমন্তে ধরিল।
এহেতু সীমন্ত দ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল॥
ওহে শ্রীনিবাস এ সীমন্ত দ্বীপ স্থান।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় পরাণ॥
অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ ভব ভয়।
পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥"
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ গ্রন্থে শ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীসীমন্ত দ্বীপ-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

অনন্তর সিমলিয়া হইতে এক মাইল নৈঋৎ কোণে "ভারই ডাঙ্গা" গ্রাম অবস্থিত। যাইবার সময় বল্লাল দীঘি ও খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা হইয়া "প্রাচীন গঙ্গাখাদ" অতিক্রম করিয়া শ্রীনাথপুর ও "ভারই ডাঙ্গা" নামক গোপপল্লী পাওয়া যায়। ভারই ডাঙ্গার দক্ষিণ-সংলগ্ন স্থানেই গঙ্গা অবস্থিত। গঙ্গা প্রবাহে যেরূপ স্থান ভাঙ্গিতেছে, তাহাতে "ভারইডাঙ্গা" গ্রাম শীঘ্র গঙ্গা মগ্ন হইবার আশঙ্কা আছে। গ্রামের পূর্ব্ব-সংলগ্ন স্থানে শ্রীনাথপুর গ্রাম অবস্থিত। শ্রীনাথপুরের পূর্ব্ব ভাগেই প্রাচীন গঙ্গাখাদ, ঐ খাদের পূর্ব্ব সংলগ্ন তীরেই বল্লালদীঘি, খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা ও ৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ মহাশয়ের নিরূপিত নূতন মায়া-পুর ও শ্রীবাসভবন অবস্থিত।

শ্রীশ্রীভরদ্বাজ টীলা

(ভারইডাঙ্গা) বর্ণন।

"উল্লাসে ঈশান কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
এ ভারইডাঙ্গা দেখ অপূর্ব্ব বসতি॥
পূর্ব্বে ভরদ্বাজ টীলা নাম ব্যক্ত যৈছে।
প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে কহি তৈছে॥
ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হৈতে।
আইলেন চক্রদহে গঙ্গা সমীপেতে॥
এবে চক্রদহে লোক "চাকদা" কহয়।
তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয়॥
ওহে শ্রীনিবাস মুনি আসি এই খানে।
হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে॥
এই উচ্চ টীলারণ্যে রহি কত দিন।
আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া দীন হীন॥
ভরদ্বাজ প্রেমে বশ হই গৌরহরি।
হইলা সাক্ষাৎ মহা অদ্ভুত মাধুরী॥
ভরদ্বাজ নতি স্তুতি করিলা বিস্তর।
প্রভু আজ্ঞা হৈল লহ নিজাভীষ্ট বর॥

মুনি কহে প্রভু এই প্রার্থনা আমার।
নবদ্বীপে দেখি যেন তোমার বিহার ॥
প্রভু কহে হবে যে তোমার মনে হয়।
এত কহি অদর্শন হৈলা দয়াময় ॥
নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভরদ্বাজ মুনি।
চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে অবনী ॥
এই উচ্চ স্থানে ভরদ্বাজ নিবসিল।
এই হেতু ভরদ্বাজ টীলা নাম হৈল ॥
এথা গৌরচন্দ্রের অতি অদ্ভুত বিলাস।
এ স্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥
এত কহি শ্রীঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে।
চলিলেন সুবর্ণ বিহার গ্রাম পাশে ॥”

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ গ্রন্থে শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ নিরূপিত ভারুইডাঙ্গা সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

সুবর্ণ বিহার গ্রাম ভারুই ডাঙ্গার তিন মাইল ব্যবধানে অগ্নিকোণে অবস্থিত। যাইবার সময় স্বরূপগঞ্জের ঘাট দিয়া “জলাঙ্গী” বা খড়ে নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঘুরিয়া যাইতে হয় গতিকে প্রায় সাড়ে চারি মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। স্বরূপগঞ্জের দক্ষিণ-সংলগ্ন গ্রাম গাদিগাছা বা “গোদ্রুম দ্বীপ” নামে সুপরিচিত। স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রী ভাগীরথী ও খড়ে নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই স্থানই যাত্রীক কিম্বা দর্শকগণের পক্ষে মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন সময়ে দুই মাইল পূর্ব্বদিকে বান্ধা রাস্তার উত্তর-সংলগ্ন স্থানে সুবর্ণ বিহার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার স্বরূপগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রি বিশ্রাম করিলে দর্শকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

(ভারুই ডাঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে “গঙ্গানগর” গ্রাম গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে ছিল ৩০।৪০ বৎসর হইল এই গ্রাম গঙ্গামগ্ন হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজিদলন দিবসে এই গ্রামের উপর দিয়া শ্রীসংকীর্ত্তনরঙ্গে সিমলিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ভারুই ডাঙ্গার দক্ষিণে গঙ্গায় মধ্যবর্ত্তী চড়াকে স্থানবাসীগণ এখন গঙ্গানগরের চড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।)

স্বরূপগঞ্জ হইতে সুবর্ণ-বিহার যাইবার সময় রাস্তায় “তিয়রখালি” ও “আমবাটা গ্রাম” পাওয়া যায়। সুবর্ণ বিহার স্বরূপগঞ্জের দুই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

সুবর্ণ বিহার বর্ণন।

শ্রীঈশান ঠাকুর বলিলেন,—
“সুবর্ণ বিহার নাম যেরূপে হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞগণে যে কহিল ॥
এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণেতে অনন্য ভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান ॥
নারদের শিষ্য প্রশিষ্য আদি মহাশয়।
তার মধ্যে আইলা কেহ রাজার আলয় ॥
রাজা তাঁরে অতিশয় সম্মান করিয়া।
বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া ॥
প্রভু অবতার কথা তাঁহারে জিজ্ঞাসে।
তেহোঁ সব জানাইলা সুমধুর ভাষে ॥
কলিতে হইয়া পীতবর্ণ অবতার।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার ॥
ব্রহ্মাদির পরম দুর্লভ সংকীর্ত্তন।
সংকীর্ত্তনে মত্ত হৈয়া মাতাবে ভুবন ॥
যৈছে মহারাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে।
তৈছে নৃত্যে সুখ দিবে প্রিয় ভক্তগণে ॥
নবদ্বীপে হইবেক সুখের অবধি।
এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি ॥
নবদ্বীপ ধাম তত্ত্ব অন্য অগোচর।
জানিবে সে জানাইলে প্রভু পরিকর ॥
ঐছে কত কহি সে বৈষ্ণব মহাশয়।
করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয় ॥
এসব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে।
ধিক্ এ মনুষ্য জন্ম ধিক্ এ জীবনে ॥

রাজ্য বিষয়েতে মত্ত হইনু অনিবার।
না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দ্দৈব আমার॥
বিনা সাধুসঙ্গে কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়।
এতদিনে কৃপা কৈল সাধু দয়াময়॥
এবে সে জানিনু প্রভু-ধাম এ নদীয়া।
এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া॥
নবদ্বীপ পানে চাহি বহে অশ্রুধার।
নবদ্বীপ ভূমে প্রণময়ে বারে বার॥
নবদ্বীপ ধামে রাজা প্রার্থনা করয়।
এই করো সে সময়ে যেন জন্ম হয়॥
এ বাক্যে আকাশ বাণী হইল রাজায়।
অবতীর্ণ কালে জন্ম হবে নদীয়ায়॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
স্বপ্নচ্ছলে লীলাশ্চর্য্য দেখান রাজায়॥
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ।
বায় নানা বাদ্য গানে মোহয়ে ভুবন॥
সে সবার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী।
শ্যামল সুন্দর রূপ যেন সুধারাশি॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন।
সেইক্ষণে দেখে তাঁরে সুবর্ণ-বরণ॥
হইয়া অধৈর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে।
সুবর্ণ বিগ্রহ কে বিহরে সংকীর্ত্তনে॥
ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার।
স্থির হৈয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার॥
সুবর্ণ-বিগ্রহের বিচার হৈল ধ্যান।
এই হেতু সুবর্ণ বিহার নামে স্থান॥
**সুবর্ণ বিহার স্থান যে করে দর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ বিহারে ডুবয়ে তার মন॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ দর্পণ গ্রন্থে শ্রীশ্রী-ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ বর্ণিত শ্রীসুবর্ণ-বিহার সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

গোদ্রুম দ্বীপ—
(গাদিগাছা) বর্ণন।

এইস্থান গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ তৃতীয় দ্বীপ।
"ঈশান কহয়ে এই গাদিগাছা গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে এ গোদ্রুম দ্বীপ নাম।
গোদ্রুম দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে।
শুনিনু যে পূর্ব্ব বিজ্ঞগণের মুখেতে॥

একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হৃদয়।
সুরভী গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয়॥
প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু॥
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে।
তথাপিহ চিত্ত স্থির নারি করিবারে॥
নহিল উচিত দণ্ড দণ্ড দিয়া প্রভু।
নিজসেবা যোগ্য কি করিবে মোরে কভু॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভী হরিষে।
ইন্দ্র প্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে॥
জানিনু অন্তর কিছু চিন্তা না করিবে।
এই অবতারে মনোরথ সিদ্ধ হবে॥
অবতীর্ণ হইতে অল্প দিবস আছয়।
এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয়॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বিহরিবে নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর॥
যারে জানাইবে প্রভু সেই সে জানিবে।
অখিল লোকের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিবে॥
এত কহি ইন্দ্রসহ সুরভী এথায়।
দেখে নবদ্বীপ শোভা উল্লাস হিয়ায়॥
আরাধিতে সুরভী শ্রীপ্রভুর চরণ।
হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
ভুবনমোহন গৌর মূর্ত্তি নিরখিয়া।
মহানন্দে সুরভী ধরিতে নারে হিয়া॥
মন্দ মন্দ হাসি নবদ্বীপ সুধাকর।
কহয়ে সুরভী প্রতি বুঝিনু অন্তর॥
দেখিবে প্রকট মোর নবদ্বীপ বিহার।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হইবে তোমার॥
এতেক বচনে ইন্দ্র আসি হেন কালে।
অতি দীনপ্রায় পড়ি প্রভু-পদতলে॥
দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর।
অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর॥
কোনই সঙ্কোচ চিত্তে না করিহ আর।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়।
তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয়॥
ব্রজ বিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে।
নবদ্বীপ বিহারে বা কর প্রভু তৈছে॥
শুনি মন্দ মন্দ হাসি প্রভু গৌররায়।
ইন্দ্রে যে করিল কৃপা কহনে না যায়॥

ইন্দ্রসহ সুরভী অনেক স্তব কৈল।
প্রভু অন্তর্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল ॥
** এথা ছিল অশ্বথ বৃক্ষ অতি উচ্চতর
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর ॥
শ্রীসুরভী গাভী দ্রুমতলে বিলসয়।
এ হেতু গোদ্রুম দ্বীপ পূর্ব্ব বিজ্ঞে কয় ॥
এবে গাদিগাছা নাম এ গ্রাম দর্শনে।
উপজে নিৰ্ম্মল ভক্তি প্রভুর চরণে ॥
এত কহি ঈশান শ্রীনিবাসে সঙ্গে লৈয়া
দেখে শোভা মাজিদা গ্রামের হর্ষ হৈয়া ॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ-গ্রন্থে শ্রীশ্রী-ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণিত শ্রীশ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

মাজিদা গ্রাম গাদিগাছার দক্ষিণে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। গাদি-গাছা ও মাজিদা গ্রামে অনেক গোয়া-লার বাস। কাজিদলন দিবসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব (সিমলিয়া) চাঁদ কাজির বাড়ী হইতে দক্ষিণ অভিমুখে এই মাজিদা পর্য্যন্ত সাড়ে তিন মাইল রাস্তা শ্রীসংকীর্ত্তন রঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া এই স্থানের প্রায় এক মাইল পশ্চিমস্থ পাবডাঙ্গা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিয়া অনন্তর নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ১৪৩১ শকাব্দায় সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা ও পাব-ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে এক সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ের ৪০৯ বৎসর পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৮৩৯ শকাব্দায় সেই স্থান-গুলি এখন গঙ্গা ও খড়ে নদীর প্রকোপে তিন খণ্ডে বিভক্ত দেখা যাইতেছে। (১) সিমলিয়া গ্রাম—গঙ্গার পূর্ব্ব ও খড়ে নদীর উত্তর তীর সম্পর্কে রহিয়াছে। (২) গাদিগাছা ও মাজিদা গ্রাম গঙ্গার পূর্ব্বে ও খড়ে নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। (৩) পারডাঙ্গা—বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাজিদা গ্রামের দক্ষিণে ও পূর্ব্বভাগে "হংস-বাহন বিল" অবস্থিত। এই বিলের জলের মধ্যে এক মহাদেব আছেন, তিনি "শ্রীশ্রীহংসবাহন শিব" নামে সুপরিচিত। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এই শ্রীমহাদেবকে তিন দিব-সের জন্য উপরে উঠাইয়া আনা হয়। যে পর্য্যন্ত তিনি উপরে থাকেন, সে পর্য্যন্ত সময় তাঁহার উপরে অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঢালিতে হয়।

এই মাজিদা গ্রাম গঙ্গার পূর্ব্ব তীরস্থ চতুর্থ দ্বীপ। উহার নাম "শ্রীশ্রীমধ্যদ্বীপ"। শ্রীভক্তিরত্নাকর-বর্ণিত "অন্তর্দ্বীপ" সম্প্রতি গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীমধ্যদ্বীপ—

(মাজিদা) বর্ণন।

শ্রীঈশানঠাকুর শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া গাদিগাছা হইতে অগ্রে গমন করিয়া,—
"শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ মাজিদা গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীন পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম ॥
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে।
মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহি যে সংক্ষেপে ॥
এথা সপ্তঋষি প্রভু-গুণে মুগ্ধ হৈয়া।
নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া ॥
কেহ কহে দেখ নবদ্বীপ শোভাময়।
প্রভুর বিলাস স্থান সুখের আলয় ॥
আছয়ে যতেক তীর্থ জগত ভিতরে।
সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া নগরে ॥
কেহ কহে নবদ্বীপ মহিমা অপার।
প্রকটা প্রকটে এথা অদ্ভুত বিহার ॥
প্রকটে প্রভুরে করে সবে দরশন।
অপ্রকটে দেখে মাত্র ভাগ্যবন্ত জন ॥
কেহ কহে এই কলি ধন্য করিবারে।
হইবে প্রকট জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ॥

এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা।
জগত মাতিবে দেখি সর্ব্বাঙ্গ সুষমা ॥
কেহো কহে কৃষ্ণের এ নদীয়া বিহার।
ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার ॥
কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহা যত্ন।
বিতরিবে পরম দুর্লভ প্রেমরত্ন ॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত সঙ্গে লৈয়া।
সংকীর্ত্তনে মাতিবে জগত মাতাইয়া ॥
কেহো কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি।
করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী ॥
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি অভিলাষ।
জগন্নাথ প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস ॥
ঐছে মহানন্দে কত কহি পরস্পর।
প্রভুপাদপদ্ম চিন্তা করে নিরন্তর ॥
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়।
ভকত বৎসল প্রভু অধৈর্য্যাতিশয় ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম মধ্যাহ্ন কালেতে।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে পারে কহিতে ॥
ভুবন মোহন ভঙ্গি করিতে দরশন।
হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন ॥
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার।
ভূমে পড়ি প্রভুরে প্রণমে বারবার ॥
করিল অনেক স্তুতি কহনে না যায়।
করি প্রদক্ষিণ পুন প্রভুরে কহয় ॥
ওহে প্রভু বহু অভিলাষ মো সবার।
নেত্র ভরি দেখি এই নদীয়া বিহার।
নবদ্বীপ ধ্যান যেন করিয়ে সদাই।
নিরন্তর তোমার ভক্তের গুন গাই ॥
ঋষি স্তুতিবশে প্রভু কহে ঋষিগণে।
হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে ॥
নবদ্বীপ লীলা মোর অতি গোপ্য হয়।
রাখিবা গোপনে ইথে মোর সুখোদয় ॥
শুনি ঋষিগণ কহে কি বলিব প্রভু।
করতলে সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু ॥
ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে।
শুনি গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে ॥
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি।
হইলেন অদর্শন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রভু অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ।
এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেইখানে ॥
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয়।
সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিও লোকে কয় ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম মধ্যাহ্ন সময়।
দেখা দিলা প্রভু তেঞি মধ্য দ্বীপ কয় ॥
এ স্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল নাশ ॥
মিলয়ে নির্ম্মল ভক্তি এথা কৈলে বাস ॥
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এইখানে।
মাতাইলা জীবেরে দুর্লভ প্রেমদানে ॥
ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামন পোখেরা গ্রামে চলে শীঘ্র গতি ॥
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থে শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীশ্রীমধ্যদ্বীপ-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বর্ণন।

মাজিদা হইতে “বামন পোখেরা” বা “ব্রাহ্মণপুরা” গ্রাম দুই মাইল অগ্নি কোণে ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট লোকের বাস-স্থান। যাইবার সময় হংসবাহন বিল, বসানেংগ্র, (বাছামারি ও খয়রা বিল দুইটার মধ্যবর্ত্তী রাস্তা) হইয়া ব্রাহ্মণ-পুরা গ্রামে যাইতে হয়। ঐ গ্রামের পূর্ব্ব দিকে দেবপাড়া নামক স্থানে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচীন বিগ্রহ অবস্থিত আছেন।

ব্রাহ্মণ পুষ্কর (বামন পোখেরা) বর্ণন।

শ্রীঈশান বলিলেন,—
“বামন পোখেরা এই গ্রাম নাম হয়।
পূর্ব্ব নাম “ব্রাহ্মণ পুষ্কর” বিজ্ঞে কয় ॥
এইখানে ছিলা পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম তপস্বী সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
শ্রীপুষ্কর তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি।
তথা যান এ ইচ্ছা চলিতে নাহি শক্তি ॥
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বারবার।
শ্রীপুষ্কর তীর্থ সেবা নহিল আমার ॥

নহিল দর্শন খেদ রহিল হিয়ায়।
মোরে কি করিবে অনুগ্রহ তীর্থ রায়॥
ঐছে কত কহি শ্রীপুষ্কর নাম লৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া॥
দেখি বিপ্রদশা শ্রীপুষ্কর তীর্থ বর্য্য।
দিলেন দর্শন ইথে হইয়া অধৈর্য্য॥
অকস্মাৎ কুণ্ড এক তথা প্রকটিল।
নির্ম্মল সলিল শোভা অধিক হইল॥
ব্রাহ্মণ অগ্রেতে শীঘ্র করি বারি ব্যাজ।
হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ॥
বিপ্রে কৃপা করি কহে মধুর বচন।
না করিও খেদ কর কুণ্ডাবগাহন॥
শুনি বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান।
স্নান মাত্রে বিপ্রের হইল দিব্য জ্ঞান॥
শ্রীপুষ্কর তীর্থে বিপ্র করি বহু স্তুতি।
ভূমে পড়ি করিলেন অশেষ প্রণতি॥
যোড়হস্ত করি পুন কহে বার বার।
মোর লাগি দূর হৈতে গমন তোমার॥
পুষ্কর কহেন দূর হৈতে না আসিয়ে!
নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে॥
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ ধামে।
নবদ্বীপ মহিমা ব্রহ্মাদি নাহি জানে॥
প্রেম ভক্তিময় নবদ্বীপ ধাম নিত্য।
নদীয়া কৃপায় জানে নবদ্বীপ তত্ত্ব॥
নবদ্বীপে সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস।
যেহোঁ বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস॥
বৃন্দাবনে শ্যাম গৌরবর্ণ নবদ্বীপে।
নবদ্বীপে প্রভুর বিহার গোপ্যরূপে॥
প্রকটিবে প্রভু এই কলির প্রথমে।
বিলসিবে সর্ব্বাবতারের ভক্ত সনে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম জীবে বিতরিবে।
সংকীর্ত্তনে সকল জগত মাতাইবে॥
উদ্ধারিবে দীন হীন পাষণ্ডীগণেরে।
নহিবে বঞ্চিত কেহ এই অবতারে॥
করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার।
দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার॥
এ সব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়।
কহে পুন জন্ম কি হইবে নদীয়ায়॥
বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ।
হইলেন অন্তর্ধান করি কোন ব্যাজ॥
বিপ্র মহা কাতর শ্রীপুষ্কর অদর্শনে।
হইল আকাশবাণী বিপ্রে সেই ক্ষণে॥
নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ।
হবে মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন॥
শুনি হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস অন্তরে।
নিরন্তর চিন্তে নবদ্বীপ সুধাকরে॥
করয়ে নর্ত্তন প্রভু চরিত্র গাইয়া।
অন্যোহন্যে বিস্ময় বিপ্র চেষ্টা নিরখিয়া॥
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈলা অতিশয়।
এই হেতু ব্রাহ্মণ পুষ্কর নাম কয়॥
প্রভু আরাধিল হেথা বিপ্র ভাগ্যবান্।
দেখ এই পুষ্কর তীর্থের চিহ্ন স্থান॥
যে করে দর্শন যে করে হেথা বাস।
প্রভু পদে হয় তার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
এথা শ্রীগৌরচন্দ্রের অদ্ভুত বিলাস।
যে দেখিনু তাহা কি কহিব শ্রীনিবাস॥
এত কহি নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশাণ।
বামন পোখেরা হৈতে করিলা পয়ান॥
"হাটডাঙ্গা" গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাত সান দিয়া॥
দেখ শ্রীনিবাস এই হাটডাঙ্গা গ্রাম।
পূর্ব্ব বিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট নাম॥"

(ভঃ রঃ ঘাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ গ্রন্থে শ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থ-বর্ণিত ব্রাহ্মণ পুষ্কর তীর্থ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

বামন পুরা গ্রামের দুই মাইল ব্যবধানে দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশা স্থানে) হাটডাঙ্গা গ্রাম অবস্থিত। যাইবার সময় সিমলগাছি ও আনন্দবাস গ্রাম দুইটীর মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

উচ্চহট্ট (হাটডাঙ্গা) বর্ণন।

শ্রীঈশান বলিলেন—

"উচ্চহট্ট গ্রাম নাম হৈল যে প্রকারে।
তাহা কিছু কহি যে শুনিনু সাধু দ্বারে॥
ইন্দ্রাদি সকল দেব হেথায় রহিয়া।

পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া ॥
কেহ কহে এই কলিযুগ ধন্য ধন্য।
হইবে প্রকট প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥
অদ্বৈত ঈশ্বর নিত্যানন্দ বলরামে।
করিবে প্রকট পূর্ব্ব নিয়মিত ধামে ॥
কেহ কহে নবদ্বীপে সকলের স্থিতি।
অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি শকতি ॥
কেহ কহে প্রভু পরিকরগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তনে মাতিবে জগত মাতাইয়া ॥
বহিবে আনন্দ নদী এই নদীয়ায়।
জীবের কল্মষ নাশ হইবে হেলায় ॥
কেহ কহে হবে যে মঙ্গল নাই অন্ত।
দেখিবে অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত ॥
মোসবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায়।
তবে সে মনের মহা দুঃখ দূরে যায় ॥
কেহ কহে হেথা জন্ম অবশ্য হইব।
প্রভুর বিহার নেত্রভরি নিরখিব ॥
নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মোসবায়।
করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায় ॥
ঐছে কত কহে যেন হাট বসাইল।
এই উচ্চস্থানে উচ্চ কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥
সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত্ত চিত্তে।
বিলম্ব না কর প্রভু অবতীর্ণ হৈতে ॥
ঐছে কহি পরম উল্লাসে দেবগণ।
বিবিধ ভঙ্গিমা করি করয়ে নর্ত্তন ॥
প্রভুর শ্রীনামাবলী সবে করে গান।
এই দুই হেতু হৈতে উচ্চহট্ট নাম ॥
এ স্থান দর্শনে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল।
প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম বাড়ে অনর্গল ॥
হেথা ভক্তসঙ্গে প্রভু শচীর কুমার।
বিহরয়ে দেব মুনীন্দ্রাদি অগোচর ॥
এত কহি ঈশান হইতে নারে স্থির।
সোঙরি গৌরাঙ্গলীলা নেত্রে বহে নীর ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে ॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস ॥"

(ভঃ রঃ ম্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ-গ্রন্থে শ্রীশ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীশ্রীহাটডাঙ্গা সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

এই কোলদ্বীপ বা কুলিয়া, হাটডাঙ্গা গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পশ্চিম-দিশা স্থানে) প্রাচীন গঙ্গার দক্ষিণ তীর-সংলগ্ন স্থান বিশেষ। এই স্থান নদীয়া নগর ও শ্রীশান্তিপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই স্থান শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থোক্ত গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ (পঞ্চদ্বীপের) প্রথম দ্বীপ বিশেষ। নাম "শ্রীকোলদ্বীপ"। সম্প্রতি প্রবাহিতা গঙ্গার অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে পূর্ব্বতীর-সম্পর্কিত স্থানে অবস্থিত ও "সাতকুলিয়া নামে সুপরিচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে এইস্থানে শ্রীমাধবাচার্য্যের গৃহে সাত দিবস পরিমিত সময় অবস্থিত থাকিয়া, শ্রীনবদ্বীপ-বাসীগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন ও শ্রীনবদ্বীপ আগত পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দাচার্য্য ও গোপাল চাপাল প্রভৃতি গলিত কুষ্ঠরোগীগণকে দর্শনদান ক্রমে, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। (এই কুলিয়া সম্বন্ধীয় বিচার নিবেদন পত্রের ২৮-৪১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) এইস্থানে ১৪১৬ শকাব্দায় শ্রীশ্রীবংশীবদন, চৈত্রী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায় নামান্তর শ্রীমাধবদাস বিপ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উনি শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবা করিতেন।

শ্রীশ্রীকৌলদ্বীপ (কুলিয়া) বর্ণন।

শ্রীঈশান বলিলেন,—

"পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার।
এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার ॥
শ্রীকোলদেবের ভক্ত বিপ্র একজন।
এথা আরাধয়ে কোল দেবের চরণ ॥

** ভক্তাধীন প্রভু অবতরি গৌরহরি।
হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী॥
পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য্য।
দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য্য॥
এইখানে বিপ্রে কোলদেব দেখা দিতে,
বিপ্রের আনন্দ যে তা কে পারে বর্ণিতে॥
ভকত বৎসল কোলদেব বিপ্র প্রতি।
কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি॥
হইবেক পূর্ণ মনে যে আছে তোমার।
দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার॥
ঐছে কহি অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে।
অন্তর্ধান কোলদেব হৈলা ততক্ষণে॥
** পর্ব্বত প্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল।
এইহেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য হৈল॥
এস্থান দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।
মিলয়ে দুর্লভ ভক্তি প্রেম সুনির্ম্মল॥
এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ঐছে কত কহি চলে কোলদ্বীপ হৈতে।
প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে।
সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয়॥"
(ভঃ রঃ ঘাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ-গ্রন্থে শ্রীশ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীশ্রীকোলদ্বীপ-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

সাতকুলিয়া হইতে সমুদ্রগড় আড়াই মাইল পশ্চিমে (কিঞ্চিৎ উত্তর দিশা স্থানে) অবস্থিত উহা প্রাচীন গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান। যাইবার সময় জালইডাঙ্গার ঘাট দিয়া গঙ্গা পার হইতে হয়। এই স্থান যাত্রীক-গণের মধ্যাহ্ন বিশ্রাম ও ভোজনের উপযুক্ত স্থান। এই স্থান হইতে সমুদ্র-গড়ে যাইবার সময় প্রাচীন গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ও রেলওয়ে লাইনের পূর্ব্ব সংলগ্ন স্থানে একটী প্রাচীন ও প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ পাওয়া যায়। সর্ব্ব সাধারণ লোক ঐ বৃক্ষাবৃত স্থানকে "সিদ্ধেশ্বরী তলা" বলিয়া থাকে। সমুদ্রগড়ে, প্রাচীন ঠাকুর শ্রীশ্রীলছমনজী বিরাজমান।

সমুদ্রগড়ি (সমুদ্রগড়) বর্ণন।

শ্রীঈশান বলিলেন,—
("দেখ শ্রীনিবাস এই সমুদ্রগড়ি হয়।)
বিজ্ঞগণে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়।
এথা গঙ্গা সমুদ্র প্রসঙ্গ সুখময়॥
একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা প্রতি।
জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট বিহার সবে গায়।
তোমার তীরেতে হবে অশেষ আনন্দ।
গণ সহ সদা বিলসিবে গৌরচন্দ্র॥
ব্রজে জলক্রীড়া যৈছে করে যমুনায়।
তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌর রায়॥
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
মোর যে দুর্ভাগ্য তাহা কব কার কাছে।
সুখ দিয়া প্রভু মহা দুঃখ দিবে পাছে॥
করিয়া সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িবে নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া॥
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিবে।
নিরন্তর তোমার আনন্দ বাড়াইবে॥
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব্বজন।
তাহা না কহিয়া কর মোর বিড়ম্বন॥
সমুদ্র কহেন তথা যে কহিলা বটে।
দেখিব সন্ন্যাসী বেশ যাতে প্রাণ ফাটে॥
সোউরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া,
তোমার আশ্রয় তেজি লইনু আসিয়া॥
তুমি দেখাইবা এই নদীয়া নগরে।
ভুবন মোহন গৌরচন্দ্র নটবরে॥
যৈছে প্রভু তৈছে তাঁর প্রিয় সঙ্গীগণে।
তোমা হৈতে তাসবার হবে দরশনে।
ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গা সিন্ধু এইখানে।
সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে॥
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়।
জানিল প্রভুর হৈল প্রকট সময়॥

প্রকট সময় সর্ব্বমতে সুলক্ষণ।
চন্দ্রগ্রহণের ছলে শ্রীনাম কীর্ত্তন ॥
নবদ্বীপ ভূমি হৈল মহা তেজোময়।
শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয় ॥
**হইলা প্রকট প্রভু শচীর তনয়।
প্রভুর প্রকটধ্বনি ভুবন ব্যাপয় ॥
** হইয়া সমুদ্র মহা বিহ্বল আনন্দে।
গণ সহ প্রভুলীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে ॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার ॥
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্র গতি নাম।
এবে লোকে কহয়ে সমুদ্র গড়ি গ্রাম ॥
এ সমুদ্রগড়ি গ্রাম বাস দর্শনেতে।
উপজে নির্ম্মল ভক্তি শ্রীগৌর চন্দ্রেতে ॥
এত কহি ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে।
পরম আনন্দে চলে চম্পক হট্টেতে ॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ-গ্রন্থে শ্রীশ্রী-ভক্তিরত্নাকর-বর্ণিত শ্রীসমুদ্রগড়ি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

চাঁপাহাটি সমুদ্রগড়ের পশ্চিম সংলগ্ন ও প্রাচীন গঙ্গার তীরবর্ত্তী গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ১৪০৯ শকাব্দার বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে জন্ম হয়। শ্রীগদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্র বাণীনাথের সেবিত মহাপ্রভু ঐ স্থানে বিরাজিত আছেন। তদীয় পুত্র শ্রীনয়নানন্দ মিশ্রও এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকটের পরে রাঢ় দেশে ভরতপুর নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচম্পকহট্ট (চাঁপাহাটি) বর্ণন।

"শ্রীঈশান কহে এ চম্পকহট্ট গ্রাম।
চাপাহাটি নাম এ বিদিত রম্যস্থান ॥
এইখানে আছিল চম্পক বৃক্ষগণ।
পুষ্প আহরণ সদা করে মালীগণ ॥
মালীগণ চম্পক কুসুম সজ্জ করি।
এথাই বৈসয়ে হাট পাতি সারি সারি ॥
চাঁপা পুষ্প হাটে চাঁপাহাটি নাম হয়।
ইথে সে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয় ।
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্য ভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান ॥
একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহা হর্ষ হৈয়া ॥
শ্যামল সুন্দর রূপ ধিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে ॥
গৌরকান্তি চাঁপা পুষ্প পুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
গৌর রূপ অন্তর্দ্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়।
একদৃষ্টে চম্পক পুষ্পের পানে চায় ॥
চম্পক পুষ্প পত্রের রুচি নিরখিয়া।
বেদাদি প্রমাণ পাঠে উমড়য়ে হিয়া ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়।
যুগ মধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয় ॥
এই কলিযুগে কৃষ্ণ হবে অবতীর্ণ।
ধরিবেন ভুবনমোহন পীতবর্ণ ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে যজিবেন বিজ্ঞ তাঁরে।
জগৎ ভাসিবে প্রভু লীলার পাথারে ॥
শাস্ত্র বিচারিয়া পুন করিল নির্দ্ধার।
নবদ্বীপে হবে মহাপ্রভু অবতার।
অবতীর্ণ হৈতে বহুদিন আছে জানি।
না দেখিব সে গৌর সুন্দর তনুখানি ॥
এত কহি অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য়।
মুখ বুক ভাসে দুই নেত্রে ধারা বয় ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তাঁরে ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি।
চম্পক কুসুম সম রূপের মাধুরী ॥
শোভা দেখি বিপ্র মহা উল্লসিত মনে।
করিল অনেক স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥
বিপ্রে কৃপা করি প্রভু অদর্শন হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া দ্বিজরায়।
অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায় ॥
চম্পক কুসুম প্রতি চাহে বেরি বেরি।
তুমি স্ফুরাইলে মোর গৌর অবতারি ॥

চম্পক প্রশংসা বাক্য ঘটা হট্ট মতে।
চম্পক হট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ জগতে॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা।
আজ্ঞা হৈল হবে পূর্ণ মনে যে করিলা॥
এই দেখ বিপ্র বাণীনাথের আলয়।
যেহোঁ গৌরচন্দ্রের অতি প্রিয় প্রেমময়॥
ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ স্থান।
চম্পকহট্টগ্রাম হৈতে চলয়ে ঈশাণ॥
রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেখ ঋতুদ্বীপ এ পরম শোভাময়॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থে শ্রীশ্রী-ভক্তিরত্নাকর-বর্ণিত শ্রীশ্রীচম্পকহট্ট-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্তবৃত্তান্ত বর্ণন।

ঋতুদ্বীপ বা রাতুপুর—চাঁপাহাটির পশ্চিমসংলগ্ন ও প্রাচীন গঙ্গার নৈঋৎ কোণ-সংলগ্ন তীরবর্ত্তী গ্রাম বিশেষ। এই স্থান মুসলমানগণের বাসস্থান। রাতুপুর—গঙ্গার পশ্চিমস্থ দ্বিতীয় দ্বীপ "শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ" নামে পরিকীর্ত্তিত।

শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর) বর্ণন।

শ্রীঈশান বলিলেন,—

"পূর্ব্বে বৃহদ্‌গ্রাম এবে গ্রাম নাম মাত্র।
এথা ছিলা কৃষ্ণের অনেক ভক্তিপাত্র॥
রাতুপুর প্রদেশ পরম চমৎকার।
এথা গৌরচন্দ্রের অতি অদ্ভুত বিহার॥
এথা ছয় ঋতু বর্ষা শরৎ হেমন্ত।
শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম সবে মূর্ত্তিমন্ত॥
কেহ কারো প্রতি কহে মধুর ভাষায়।
হইবে প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায়॥
কেহ কহে করিবেন অদ্ভুত বিহার।
তিলে তিলে মোদ বাড়াবেন মোসবার॥
কেহ কহে ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি।
কতদিনে মোদ জন্মাইবে অবতরি॥
কেহ কহে কলির প্রথমে অবতার।
শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্ব্বত্র প্রচার।
কেহ কহে কহ অবতারের সময়।
কেহ কহে বসন্তের ভাগ্য অতিশয়॥
হইলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার।
আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার॥
ঋতুরাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ।
প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়।
এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয়॥
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
দেখয়ে প্রভুর যত লীলা নদীয়ায়॥
এত কহি শ্রীঈশাণ ঋতুদ্বীপ হৈতে।
করিলা বিজয় বিদ্যা নগরের পথে॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থে—শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ বর্ণিত শ্রীশ্রীঋতু-দ্বীপ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

ঋতুদ্বীপ হইতে বিদ্যানগর যাইবার সময় "দক্ষিণপাটি" গ্রাম হইয়া প্রাচীন গঙ্গার পশ্চিম তীরে তীরে যাইতে হয়। এই স্থানে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহ ছিল। শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গদেব এই স্থানে প্রত্যহ বিদ্যা অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেন। প্রাচীন মায়াপুর হইতে এই স্থান তিন মাইল অপেক্ষা অল্প ব্যবধানে নৈঋৎকোণে অবস্থিত। এই স্থান দুইটীর মধ্যবর্ত্তী অংশে শ্রীরামপুর নামে গ্রাম আছে। সর্ব্বসাধারণ লোক এই স্থানকে "শ্রীবিশ্রামতলা" বলিয়া উল্লেখ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রত্যহ বিদ্যানগরে গমনাগমন সময়ে এই স্থানে বিশ্রাম করিতেন। তথায় প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ অবস্থিত। মালঞ্চপাড়া হইতে এই স্থান এক মাইল পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিশা স্থানে অবস্থিত। এই বিদ্যানগরের শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি গৃহ হইতে শ্রীমহাপ্রভু কুলিয়ায় গমন করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য-লীলার তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এ

সম্বন্ধে নিবেদনপত্রের কুলিয়া প্রসঙ্গেও সমালোচিত হইয়াছে, (তাহা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবিদ্যানগর বর্ণন।

শ্রীঈশান বলিলেন,—

"দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত।
বিদ্যানগরব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
দেব সভামধ্যে বৃহস্পতি একদিন।
হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন॥
বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে।
দেবগণ প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
এই কলিযুগে প্রভু নদীয়া নগরে।
জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথ মিশ্র ঘরে॥
প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়।
নানা অবতারে নানা রঙ্গে বিলসয়॥
শ্রীরামাবতারে অস্ত্র শিক্ষা সুনৈপুণ্য।
শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য॥
গৌরাঙ্গাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়নে।
ইথে যে কৌতুক তা না বুঝে অন্য জনে।
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু।
বিলসিবে যৈছে না বিলসে ঐছে কভু॥
রহিতে নারিয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া।
প্রভু আরাধিব প্রভু প্রকট লাগিয়া॥
ঐছে কত কহি যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি।
প্রভুর শ্রীবিদ্যা ক্রীড়া চিন্তে নিতি নিতি॥
করিবেন প্রভু বিদ্যা ক্রীড়া নদীয়ায়।
এই হেতু বৃহস্পতি আইলা এথায়॥
ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবিদ্যা নগরে।
বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌর সুন্দরে॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি প্রতি।
হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ সংহতি॥
অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার।
শুনি বৃহস্পতি চিত্তে হর্ষ অনিবার॥
প্রভু ক্রীড়া লাগি এথা বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু শ্রীবিদ্যনগর গ্রাম হৈল॥
এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গগণ সঙ্গে।
বিলসয়ে ভক্তের আলয়ে মহা রঙ্গে॥
এত কহি ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে।
প্রবেশ করিলা উল্লাসেতে জান্নগরে॥"
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

বিদ্যানগরে শ্রীবিদ্যা বাচস্পতির সেবিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ বিরাজমান। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে এক প্রান্তে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপবেশন স্থান রহিয়াছে।

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থে শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ বর্ণিত শ্রীশ্রীবিদ্যানগর-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

জান্নগর—বিদ্যানগরের দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। বিশিষ্ট লোকের বাসস্থান ও প্রাচীন গঙ্গার পশ্চিম তীর সংলগ্ন ভূমি। গঙ্গার পশ্চিমস্থ পঞ্চদ্বীপের মধ্যে এই স্থান তৃতীয় দ্বীপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উহার নাম—"শ্রীজহ্নু দ্বীপ।" গঙ্গাতীরে শ্রীজহ্নু মুনির আশ্রম ছিল।

শ্রীশ্রীজহ্নুদ্বীপ (জান্নগর) বর্ণন।

শ্রীঈশান কহে দেখ গ্রাম জন্নগর।
পূর্ব্বে জহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥
জহ্নুমুনি পরম আনন্দে এই খানে।
দেখি নবদ্বীপ শোভা বিচারয়ে মনে॥
অন্য কলি যুগ হৈতে এই কলি ধন্য।
যাতে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব প্রিয়গণ সনে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে॥
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস।
তাহা দেখি পূর্ণ কি হইবে অভিলাষ॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে।
আরাধয়ে ভুবন মোহন গৌরচন্দ্রে॥
মুদিত নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান।
হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু দয়াবান্॥
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিভুবন মোহে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোহে॥
ঐছে দেখি দেখে তাঁরে সন্ন্যাসী নবীন।
দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে শিখা হীন॥
পরিধেয় অরুণ কোপীন বহির্ব্বাস।
অঙ্গতেজ জিনি কোটি সূর্য্যের প্রকাশ॥

ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে।
নেত্র মেলিতেই তেহোঁ উদয় সাক্ষাতে।
সুচারু চাঁচর কেশে মাতায় ভুবন।
ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ॥
জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়।
স্বর্ণাদি মলিন সে উপমা নহে তাঁয়॥
* * মুনি মহানন্দে পড়ি প্রভু পদতলে
করিলেন পাদপদ্ম সিক্ত নেত্র জলে॥
করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে।
সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে॥
প্রভু আলিঙ্গন করি কহে বার বার।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার॥
ঐছে কত কহি প্রভু অন্তর্ধান হৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা॥
আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে।
হৈল মোর তপস্যা সফল এত দিনে॥
* * জহ্নু মুনি মহানন্দে রহে এই খানে।
এই হেতু জহ্নু দ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে॥
* * এস্থান দর্শনে সর্ব্ব তাপ দূরে যায়।
বাড়য়ে নির্ম্মল ভক্তি প্রভুর শ্রীপায়॥
এত কহি জান্নগর হইতে ঈশান।
চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান॥"
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণগ্রন্থে শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীশ্রীজহ্নুদ্বীপ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

মাউগাছি—জান্নগরের উত্তর-সংলগ্ন গ্রাম। বিশিষ্ট লোকের বাসস্থান। এই স্থান গঙ্গার পশ্চিমস্থ চতুর্থ দ্বীপ, নাম "শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ।" এই গ্রামে তিনটী পাটবাড়ী আছে (১) ঠাকুর সারঙ্গের পাট এই স্থানে ঠাকুর সারঙ্গ বিষধর সর্প সম্মুখে রাখিয়া "শ্রীহরিনাম মহা-মন্ত্র" গ্রহণ করিতেন। সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দংশনের জন্য অনবরত চেষ্টা করিত। কিন্তু নাম স্মরণের কোন রূপ ছিদ্র না পাইয়া দংশন করিতে পারিত না। সংখ্যা নাম পূর্ণ হইলেই সর্প কুণ্ডলী বেষ্টন করিয়া বিশ্রাম করিত!! যে বকুল গাছের নীচে ঠাকুর সারঙ্গ প্রত্যহ এরূপ নাম স্মরণ করিতেন, সেই বৃক্ষ এখনও আঙ্গিনায় বিরাজ করিতেছে। ঠাকুর সারঙ্গ শ্রীচৈতন্য শাখা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সারঙ্গের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ মন্দিরে বিরাজমান।

(২) শ্রীশ্রীনারায়ণী ঠাকুরাণীর পাট—শ্রীবাস পণ্ডিতের অগ্রজ শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী ঠাকুরাণী, পাঁচ বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাসকে লইয়া এই স্থানে বাস করিতেন। শ্রীল বাসুদেব দত্ত তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেন। শ্রীনারায়ণী ঠাকুরাণী প্রত্যহ যে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিতেন, সেই শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান সময়ে ঠাকুর সারঙ্গের পাট বাড়ীতে অবস্থিত। শ্রীনারায়ণীর পাট-বাড়ী এখন নিবীড় জঙ্গল সমাকীর্ণ স্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পশ্চিমেই,— (৩) শ্রীশ্রীবাসুদেব দত্তের পাট বাড়ী। এই স্থানও যত্নের অভাবে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাসুদেব দত্তের সেবিত শ্রীশ্রীমদন গোপালজীউ এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। (১৩২৪ সালে বৈশাখ মাসের তৃতীয় সংখ্যার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকার "শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ১৮৩—১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) মাউগাছি গ্রামের উত্তরাংশে "ব্রহ্মাণীতলা" ও "পোলের হাট" হইয়া পূর্ব্বমুখী রাস্তায় শ্রীবৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর (মাতাপুর) গ্রামে যাওয়া যায়। প্রতি বৎসর শ্রাবণী সংক্রান্তি উপলক্ষে ব্রহ্মাণী তলায় শ্রীমনসা দেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। এই স্থানে দেবী পূজার যে ঘট আছেন, তাহা শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের স্থাপিত বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। (ব্রহ্মাণী তলা ও

পোলের হাটের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া রেলওয়ে লাইন গিয়াছে।)

শ্রীশ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ

(মাউগাছি) বর্ণন।

মাউগাছি প্রদেশের শোভা নিরখিয়া।
শ্রীঈশান ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
এই মাউগাছি গ্রাম লোকেতে প্রচার।
মোদদ্রুম দ্বীপ নাম পূর্ব্বে সে ইহার।
পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যা তনয়।
অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয়॥
* * অগ্রে রাম রাজা দশরথের নন্দন।
মধ্যে শ্রীজানকী পাছে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন।
চতুর্দ্দিকে চাহি চলে গজেন্দ্র গমন॥
কতো দূর হৈতে নবদ্বীপ পানে চায়।
মন্দ মন্দ হাসে অতি কৌতুক হিয়ায়॥
শ্রীরামচন্দ্রের দেখি সহাস্য বদন।
জিজ্ঞাসে জানকী কহ হাস্যের কারণ॥
শুনি শ্রীসীতার প্রৌঢ় বাক্য রসাবেশে।
কহয়ে জানকী প্রতি সুমধুর ভাষে॥
দ্বাপরের শেষে কলিযুগের প্রথমে।
হবে মহা কৌতুক এ নবদ্বীপ গ্রামে॥
নবদ্বীপে করি অতি অদ্ভুত বিহার।
তদুপরি করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥
এবে যৈছে ভ্রমি ঐছে করিব ভ্রমণ।
করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন॥
* * কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে।
জানকী লক্ষ্মণসহ আইলা এইখানে॥
এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল হেথায়।
তার তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব্ব ছায়ায়॥
পুন শ্রীজানকী কহে নিজ প্রাণনাথে।
সংকীর্ত্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে॥
জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন॥
প্রিয়া প্রতি কহে কর মুদিত নয়ন॥
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে।
নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে॥
গীত বাদ্য নৃত্যের অবধি নদীয়ার।
প্রভুভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তার॥
পরিকর মধ্যে গৌর বিগ্রহ সুন্দর।
কৈশোর বয়স মহা রসের সাগর॥
ভুবন মোহয়ে সে না অঙ্গ ভঙ্গিমাতে।
সে শোভা দেখিয়া সীতা নারে স্থির হৈতে॥
নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ পানে।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির কৈলা তানে॥
সর্ব্ব তত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রা নন্দন।
হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ॥
হেথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়।
এই হেতু মোদদ্রুম দ্বীপ পূর্ব্বে কয়॥
এই মোদদ্রুম দ্বীপ যে করে দর্শন।
তারে সুপ্রসন্ন রাম জানকী লক্ষ্মণ॥"
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

শ্রীঈশান এইরূপ বলিতে বলিতে, এই স্থানের শ্রীরাম-মন্ত্র উপাসক এক বৃদ্ধ বিপ্রের অদ্ভুত চরিত্র যাহা তিনি স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া ঐ বিপ্রের গৃহ দর্শন করাইলেন। তদনন্তর বৈকুণ্ঠপুর গমন করিলেন।

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ-গ্রন্থে শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীশ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

বৈকুণ্ঠপুর — মাউগাছির এক মাইল পূর্ব্বে গঙ্গার পশ্চিমস্থ স্থান। সম্প্রতি ঐ স্থান প্রাচীন গঙ্গা খাদের উত্তর তীরে ও বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গার দক্ষিণ সংলগ্ন তীরে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সংলগ্ন স্থানে কুবাজপুর গ্রাম এবং পূর্ব্বভাগে মাধাইতলার শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির। বৈকুণ্ঠপুর অতি ক্ষুদ্র গ্রাম বিশেষ ঐ স্থানে শ্রীল পূর্ণচন্দ্র কুরি মহাশয়ের বাড়ী আছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাইবে। তাঁহার বাড়ীর উত্তর সংলগ্ন রাস্তার উপরে একটি প্রকাণ্ড অশ্বথ

বৃক্ষ রহিয়াছে। পোলের হাট হইতে আসিবার সময় প্রথমে কুবাজপুর পাওয়া যায়। অনন্তর শ্রীবৈকুণ্ঠপুর গ্রাম। (চারি মাস যাবৎ সন্ধান করিয়া এই প্রাচীন স্থান বাহির হইয়াছে)। গঙ্গাস্রোতে যেরূপ জমি ভাঙ্গিতেছে, তাহাতে এই বৈকুণ্ঠপুর স্থান শীঘ্র গঙ্গামগ্ন হইবার আশঙ্কা আছে।

শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠপুর বর্ণন।

শ্রীঈশান বলিলেন,—

"বৈকুণ্ঠ পুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার।
তাহা কিছু কহি লোকে কহে যে প্রকার
একদিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আইসে শিবের পাশ কৈলাস পর্ব্বতে॥
নিজগণ সহ শিব বসি চর্ম্মাসনে।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত কহে শ্রীপঞ্চ আননে॥
দূর হৈতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া।
হইলা বিহ্বল ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥
নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন।
জিজ্ঞাসেন কোথা হৈতে হৈল আগমন
নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে।
গিয়াছিনু শ্রীবৈকুণ্ঠে প্রভুদরশনে॥
শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ প্রিয় পরিকর সনে।
নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণে॥
ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্য স্থান।
গণ সহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান॥
দেখি মহারঙ্গে মুঞি আইনু ত্বরায়।
না জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায়॥
শুনি নারদের কথা দেব মহেশ্বর।
মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর॥
নবদ্বীপ লীলাগত মহেশে দেখিয়া।
চলিলা নারদ মুনি বিদায় হইঞা॥
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীনারদ এইখানে।
নবদ্বীপ-শোভা দেখি বিচারয়ে মনে॥
এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্ব ধামময়।
সর্ব্ব ধাম নাথ এথা সদা বিলসয়॥
দেখি আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে।
এথা কি বৈকুণ্ঠ নাথে দেখিব নয়নে॥
মুনি-মনোরথ মাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে।
গণ সহ শ্রীবৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠের নাথে॥
হইলা নারদ মুনি প্রেমায় বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥
নবদ্বীপ ধামে কত প্রার্থনা করিয়া।
কৃষ্ণ সন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া॥
নারদের আগমনে রুক্মিনীর নাথ।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া করে দৃষ্টিপাত॥
নারদেরে সন্তোষ করিয়া নানা মতে।
জিজ্ঞাসয়ে আগমন হৈল কোথা হৈতে॥
মুনি কহে নবদ্বীপ হৈতে আগমন।
এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন॥
মুনি মনোবৃত্তি জানি কৃষ্ণ কৃপাময়।
হইলেন গৌরমূর্ত্তি ভুবন মোহয়॥
দেখিয়া নারদ মুনি নদীয়ার চান্দে।
নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
হইলেন যৈছে কিছু না যায় কহনে।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণে দেখে সেইক্ষণে॥
গৌর কৃষ্ণ মূর্ত্তি অতি অমূল্য রতন।
হৃদয় সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন॥
ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া।
প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরাখিয়া॥
নারদে করিয়া স্থির কহে মৃদুভাষে।
শিবের নিকটে শীঘ্র যাইবে কৈলাসে॥
নবদ্বীপ গমন জানাবে সব ঠাঁই।
হইল সময় বিলম্বের কার্য্য নাই॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মহা মধুর বচন।
বিদায় হইয়া মুনি করিলা গমন॥
শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল।
শুনি মহাদেব মহা বিহ্বল হইল॥
ওহে শ্রীনিবাস মুনি সর্ব্বত্র জানাই।
পুন শ্রীনারদ মুনি আইলা এথাই॥
মনে মনে মুনি বিচারয়ে মনকথা।
দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি চারিদিকে চায়।
দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখয়ে নদীয়ায়॥
নারদে কহয়ে প্রভু মধুর বচনে।
দেখিবে প্রকট লীলা এথা অল্পদিনে॥
তুমি যে করিলে মনে হবে সর্ব্বথায়।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিব হেলায়॥

ঐছে কিছু কহি নারদে কৃপা করি।
হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি॥
এই নারায়ণ পীঠ স্থানে মুনিবর।
কিছুদিন রহি হৈলা ভ্রমণে তৎপর॥
নারায়নে নারদ দর্শন এথা কৈল।
এইহেতু নারায়ণপীঠ নাম হৈল॥
বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এই থানে।
তেঞি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর দর্শনেতে আর্ত্তি যার।
অনায়াসে সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি তার॥
(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

এই বলিয়া শ্রীঈশান এই স্থানের লক্ষী-নারায়ণ-মন্ত্রোপাসক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরিত্র, যাহা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠপুরকে প্রণাম করিয়া চতুর্দ্দিকের শোভা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমহৎপুরে গমন করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীনবদ্বীপদর্পণ-গ্রন্থে শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থের বর্ণিত শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠপুর সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।

মহৎপুর বৈকুণ্ঠপুরের পূর্ব্ব-সংলগ্ন গ্রাম। এই স্থান বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গার দক্ষিণসংলগ্ন তীরে ও প্রাচীন গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী স্থানবিশেষ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে প্রাচীন মায়াপুর ও মহৎপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া শ্রীশ্রীভাগীরথী জান্নগরের দিকে প্রবাহিতা ছিলেন। নদীয়া নগরের সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়াপুর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এবং এই মহৎপুর গ্রাম গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থান বলিয়া শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মহৎপুরের পশ্চিমস্থ মাধাইতলার "শ্রীশ্রীমহাপ্রভু" মাধাই ঘাটের উপরে প্রতিষ্ঠিত এ কথা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু মাধাইর ঘাট নদীয়া নগরের সম্পর্কে গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ঘাট-বিশেষ এবং "মাধাই তলা" স্থান প্রাচীন গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থান বিশেষ। সম্ভবতঃ এই মাধাই তলা স্থানে জগাই মাধাই ভ্রাতৃযুগলের বাসভবন ছিল। মাধাইর ঘাট শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ঘাটের পূর্ব্বে এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীর নিকটে মাধাই কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল। (শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থের ৮।৯ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বিচার হইয়াছে।)

এদিকে শ্রীরুদ্রদ্বীপ প্রাচীন গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থান হইলেও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু যখন ১৫০৬ শকাব্দায় শ্রীনবদ্বীপ পরিভ্রমণার্থ শ্রীঈশান দাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন গঙ্গাস্রোত রুদ্রদ্বীপ ও মহৎপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। যেহেতু, মহৎপুর হইতে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপে যাইতে হইয়াছিল। তখন গঙ্গা মহৎপুরের (উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ) তিন দিক বেষ্টন করিয়া পশ্চিম অভিমুখে জান্নগরের দিকে প্রবাহিতা ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। তখন নদীয়া ও মহৎপুর স্থান দুইটী গঙ্গা দ্বারা পৃথক ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান ১৮৩৯ শকাব্দায় ৩৩৩ বৎসর পরে নদীয়া ও মহৎপুর স্থান দুইটী এক সমভূমির অন্তর্ভুক্ত দেখা যাইতেছে। সেই সময় গঙ্গা নদীয়ার পশ্চিমে ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শ্রীভাগীরথীকে নদীয়ার পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীশ্রীমহৎপুর বর্ণন।

শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈশান ঠাকুর।
এই আগে গ্রাম দেখ নাম মাতাপুর॥
পূর্ব্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়।
মহৎপুর প্রসঙ্গ কহি লোকে যে কহয়॥

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পাণ্ডব বনবাস।
বনবাসে হৈল মহা কৌতুক প্রকাশ॥
* * ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিলা।
রাঢ়ে একচক্রা নাম গ্রামে স্থিতি কৈলা॥
* * একচক্রা নির্জ্জনে রহয়ে মহানন্দে।
সদা সেওয়য়ে বলরাম কৃষ্ণচন্দ্রে॥
দেখি একচক্রা ভূমি শোভা মনোহর।
মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর॥
দেখিনু অনেক দেশ ঐছে না দেখিল।
ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথাও নহিল॥
ইথে বুঝি কৃষ্ণ লীলাস্থলী এই স্থান।
কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইহাঁন॥
স্বপ্নচ্ছলে রোহিণী নন্দন বলরাম।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপাম॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদু ভাসে॥
এই কতো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্যস্থান॥
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্র কুলে।
জন্মিবে আচ্ছন্ন রূপে মহাকুতুহলে॥
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয় ভক্ত তাঁর।
তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার॥
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান।
এত কহি বলদেব হৈলা অন্তর্ধান॥
দেখিতেই রাত্রি শেষ নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল॥
এই একচক্রা হৈতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
নবদ্বীপে আসি উত্তরিলা এই ঠাঁই॥
দেখিয়া এ নবদ্বীপ শোভা ক্ষণে ক্ষণে।
মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয়ে মনে॥
একচক্রা গ্রামে যাহা দেখিনু স্বপ্নেতে।
এথা কি দেখিব বলি নারে স্থির হৈতে।
স্বপচ্ছলে কৃষ্ণ বলদেব ভ্রাতাদ্বয়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়॥
রাজা যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কহেন হাঁসিয়া।
মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া॥
কলিযুগে প্রকট হইয়া সংকীর্ত্তনে॥
মাতাইব জগত মাতিব সংকীর্ত্তনে॥
তোমা সবা সহ সিন্ধুতীরে বিলসিব।
ব্রজের দুর্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব॥
এত কহি রাজার জানিয়া মনোবৃত্তি।
হইলেন পরম সুন্দর গৌর মূর্ত্তি॥
কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেন রূপ।
আত্ম বিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্তভূপ॥
পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে।
লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে॥
দুই প্রভু রাজায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈলা অদর্শন॥
এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভক্তগণে।
কতোদিন আনন্দে রহিলা এইখানে॥
মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়।
তাঁর বাসস্থান হেতু মহৎপুর হয়॥
দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
দেখি নবদ্বীপশোভা অধৈর্য্য এথাই॥
যে বারেক মহৎপুর করে দরশন।
অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

এইরূপে ঠাকুর শ্রীঈশানদাস (১) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, (২) শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও (৩) শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজকে শ্রীধাম নবদ্বীপের ষোল ক্রোশি পরিক্রমার অন্তর্গত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিহারভূমির এক একটী স্থান পরম যত্ন ও প্রীতির সহিত দর্শন করাইয়া অবশেষে শ্রীমহৎপুরের এক মাইল পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্পর্কীত স্থানগুলি দর্শন করাইয়া ও সেই সমস্তের সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে সমস্ত অদ্ভুত লীলাকাহিনী আছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে করিতে অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অঝোর নয়নে রোদন ও ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের নবদ্বীপ সম্পর্কিত স্থানগুলির বিবরণ যাহা শ্রীভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীনবদ্বীপ পরিভ্রমণকারীগণের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইল। শ্রীশ্রীমায়াপুর সম্বন্ধীয় বিবরণ শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

এই শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ গ্রন্থ ১৮৩৮ শকাব্দার কার্ত্তিক অমাবস্যা তিথিতে প্রতি স্থানের অবস্থা ও দূরত্ব অনুসন্ধানক্রমে অবগত হইয়া ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোল ক্রোশির সঠিক মানচিত্র, (বর্ত্তমান সময়ে স্থানগুলি ও শ্রীভাগীরথী যেরূপে আছেন, তাহা শ্রীনবদ্বীপ--তত্ত্ব--পিপাসুগণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত) অঙ্কন ক্রমে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থালিপি কার্য্য শেষ করিয়াছিলাম; কিন্তু অবশেষে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম বর্ত্তমান সময়ের "নবদ্বীপ" বা নদীয়া নগরের এবং শ্রীশ্রীমায়াপুরের সঠিক মানচিত্র ও বৃত্তান্ত সংগ্রহ ক্রমে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে শ্রীনবদ্বীপের স্থানগুলির বিষয় লইয়া ভবিষ্যতে আবার মতবিরোধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব এই শ্রীনবদ্বীপে আরো এক বৎসর পরিমিত সময় এই স্থান, দেবালয় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত (জন এই শ্রীধাম) নবদ্বীপবাসীগণের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সম্বন্ধে যাহা যাহা অবগত হইলাম, তাহা এই শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থলিপি-কার্য্য সম্পাদন করিলাম। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ আমার এই সমস্ত অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

যে "শ্রীভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থ প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা নরহরি দাস ঠাকুরের অশেষ করুণায় শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ও এই শ্রীধাম নবদ্বীপ ষোল ক্রোশি পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির সন্ধান পাইয়া আজ সেই স্থান গুলির বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও মানচিত্রাদি অঙ্কন কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, আত্মশোধনের জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রথমে বর্ণন করিয়া পরে অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইবে।

শ্রীশ্রীনরহরি দাস ঠাকুর।

জেলা মুর্শিদাবাদের নশীপুর সমীপে পাণিশালার নিকট "রেঞা" নামক স্থানে শ্রীজগন্নাথ বিপ্র বাস করিতেন। নরহরি তাঁহারই পুত্র। শ্রীমদ্ভাগবত টীকাকার সুবিখ্যাত শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিপ্র জগন্নাথের মন্ত্রগুরু ছিলেন।

শ্রীনরহরি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, অনুমান ১৫৮৫—৯০ শকাব্দার মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পারম্পরিক শিষ্য ছিলেন। যথা,—(শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অনুগত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, তদনুগত শ্রীহরিরামাচার্য্য, তদনুগত শ্রীগোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী, তদনুগত শ্রীমনোহর চক্রবর্ত্তী, তদনুগত শ্রীনন্দকুমার চক্রবর্ত্তী, তদনুগত শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী, তদনুগত শ্রীনরহরি দাস বা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী।) নরহরির পিতৃগুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পারম্পরিক শিষ্য। যথা,—(শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, তদনুগত শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, তদনুগত শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী, তদনুগত শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী, তদনুগত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।) এদিকে শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের সৌহার্দ্দভাব অবলোকন করিয়া, শ্রীবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে "অভিন্ন-কলেবর" বলিয়া বর্ণন করিতেন। যথা,—

"জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম, প্রেমভকতি মহারাজ। যাকো মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ॥ প্রেম মুকুটমণি, ভূষণ ভাবাবলী, অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ। নৃপ আসন, খেতরী মাহা বৈঠত, সঙ্গহি ভকত সমাজ॥ সনাতনরূপ কৃত, গ্রন্থ ভাগবত, অনুদিন করত বিচার। রাধামাধব, যুগল উজ্জ্বল রস, পরমানন্দ সুখ সার॥ শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয় রসে উনমত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান। যোগদান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত, রোয়ত করম গেয়ান॥ ভাগবত শাস্ত্র জ্ঞান, যো দেই ভকতি ধন, তাক গৌরব করু আপ। সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক মত, কম্পিত দেখি পরতাপ॥ অভকত চৌর, দূরহি ভাগিরহু, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধন, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥"

শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নির্ম্মল চরিত্র রচনা কার্য্যে যে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আবিষ্টচিত্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের

বিষয় কি ? নরহরি ব্রাহ্মণ হইয়াও যে সর্ব্বত্র "দাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ আপনাদিগকে "দাস" বলিয়া পরিচয় দিতেই অধিক আনন্দ ও গৌরবের বিষয় বলিয়া সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকেন। যথা—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পিতা বর্দ্ধমানের "চাকন্দী" নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনাকে "শ্রীচৈতন্য দাস" নামেই সর্ব্বত্র পরিচয় দান করিতেন।

শ্রীমন্নরহরি দাস ঠাকুর ১৬৩০ শকাব্দার মধ্যভাগেই "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তম বিলাস" গ্রন্থ দুই খানা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। (এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক ১৩০২ সালে প্রকাশিত নরোত্তম বিলাসের ১৯৭—২২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং ১৩০০ সালে মুদ্রিত ঐ গ্রন্থের ১ম সংখ্যার বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য)।

মহৎ কৃপায় শ্রীনরহরির জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মহা বৈরাগ্য ছিল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে থাকিবার সময় স্বপ্নে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় পাচক হওয়াতে তিনি "রসুইয়া পূজারী" নামেও পরিচিত হইয়াছিলেন। গৌর ও চরিত্র চিন্তামণি, অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস ও বহির্ম্মুখ প্রকাশ, এই পাঁচ খানি গ্রন্থ শ্রীল নরহরি দাস ঠাকুরের স্বপ্রণীত গ্রন্থ।"

(এখন বিশেষ আবশ্যকীয় বিবেচনায় ১৩২৪ সালের ভাদ্রমাসের ৭ম সংখ্যার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার "নবদ্বীপে গৌর-গৃহ-নির্ণয়" প্রবন্ধের ৪৪০—৪৪৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অংশটুকু উঠাইয়া দেওয়া গেল)। যথা,—

"এখন শ্রীনরহরিদাসের "ভক্তি-রত্নাকর" এবং "নবদ্বীপ পরিক্রমা-পদ্ধতি" লইয়া একটু বিচার করিতে হইবে। শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মের প্রায় ১৭০ বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি—"মায়াপুর" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগ পীঠ সুমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

(ভঃ রঃ)

কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দ দাসের কড়চা, শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা প্রভৃতি গ্রন্থে "মায়াপুরের" নাম গন্ধও নাই, তবে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে "মায়াপুরের" নাম কোথা হইতে আসিল ? এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ। তিনি উপরি উদ্ধৃত এবং নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—"যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে। সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া ভিতরে॥ নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়। অচিন্ত্যধামের শক্তি সব সত্য হয়॥ নবদ্বীপ ধাম পদ্মপুষ্প প্রায় রীত। ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥ নবদ্বীপ ধাম যৈছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নব বিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "শ্রীভক্তিরত্নাকরকার শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় "মায়াপুর" আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান যেমন যোগপীঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানও "মায়াপুর" নামে অভিহিত হইয়াছে। ফলতঃ মায়াপুর নামে কোনও স্বতন্ত্র স্থান ছিল না—এই নবদ্বীপই "মায়াপুর"। নবদ্বীপকে "মায়াপুর" বলিবার একটী কারণও আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে সেই কারণ ছিলনা, তজ্জন্য তৎসাময়িক গ্রন্থে ঐ শব্দ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী সময়ে "শ্রীচৈতন্য অবতারত্ব" সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে একটা গোল পড়িয়া গেল ; সুতরাং তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহার অবতারত্ব প্রতিপাদন জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইল। শাস্ত্রীয় বচন না থাকিলে, কেহই অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। তজ্জন্য ভক্তগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং কোন গ্রন্থে "মায়াপুরে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন", এইরূপ প্রমাণ পাইয়া, নবদ্বীপকেই "মায়াপুর" বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপই মায়াপুর ; মায়াপুর বলিয়া আর কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই।" মায়াপুর ও নবদ্বীপ অভেদ করিবার আরও কারণ আছে। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিক্রমা পদ্ধতির একঃ স্থলে বর্ণিত আছে যে,—

"অন্তর্দ্বীপ হইয়া মায়াপুরে। প্রবেশহ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে॥ মায়াপুর মহিমা অপার। বিবিধ প্রকারে প্রচারিলা গ্রন্থকার॥ নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত। এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত॥ তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গা পারডাঙ্গা আদি রম্য স্থান॥" (ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

গ্রন্থকার ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপের সমস্ত দ্বীপগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিয়া মায়াপুরে প্রবেশের পর উক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। উহাতে "চিনাডাঙ্গা" "পারডাঙ্গা" প্রভৃতি রম্য স্থান মায়াপুরান্তর্গত নবদ্বীপের মধ্যে বলিয়াছেন। ১১৮১ সালের ১লা শ্রাবণ নদীয়ার শ্যামসুন্দর চৌধুরী মহাশয়, কৃষ্ণনগরের মহারাজ দিগের নিকট হইতে যে সনন্দ পান, তাহাতে লিখিত আছে যে,—"নদীয়ার চিনাডাঙ্গায় বেদজ্ঞ ভট্টাচায্যদিগের আওলাত বাটীর দক্ষিণে তোমার বসত বাটীর ভূমি দেওয়া হইল।"

উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণ আজিও বুড়াশিব তলায় সেই ভিটায় বাস করিয়া আসিতেছেন। তাহা হইলে এই স্থান তৎকালে চিনাডাঙ্গা নামে এবং তাহার উত্তরবর্ত্তী ভূমি বৈদিকপল্লী নামে অভিহিত হইত। এই বৈদিক পল্লীতেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহ অবস্থিত ছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও "পারডাঙ্গার" উল্লেখ আছে। যথা,—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়। গাদিগাছা মাজিদা পারডাঙ্গা দিয়া যায়॥" (চৈঃ ভাঃ) গত বৈশাখ মাসের শ্রীপত্রিকায় ব্রজমোহন দাস মহাশয় নবদ্বীপান্তর্গত মণিপুরের নিকট এই পারডাঙ্গার নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের রেনল্ড সাহেবের অঙ্কিত মানচিত্রে দৃষ্ট হয় যে, পারডাঙ্গা বর্ত্তমান নবদ্বীপের মিউনিসিপালিটি অফিসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ঐ স্থান খনন কালে যে শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা "পারডাঙ্গার শিব" নামে অভিহিত হইয়া আজিও "যোগনাথ শিবমন্দিরে রক্ষিত হইতেছেন।"

(শ্রীনবদ্বীপে গৌরগৃহ-নির্ণয়), শ্রীফণিভূষণ দত্ত কৃত।

উপরের বর্ণিত প্রবন্ধ দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, "শ্রীনবদ্বীপের যে

অংশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানই শ্রীশ্রীমায়াপুর"। চিনাডাঙ্গা ও পারডাঙ্গা নামক স্থানদ্বয় তাৎকালিক নদীয়া নগরেরই অংশ বিশেষ। কারণ, ১৪৩১ শকাব্দায় শ্রীনবদ্বীপ পরিভ্রমণ সময়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন পারডাঙ্গার উপর দিয়া সংকীর্ত্তনচ্ছলে ভ্রমণ করিয়াছেন, তখন এই স্থান প্রাচীন নদীয়া নগরেরই সম্পর্কীত স্থান। এই পারডাঙ্গার উত্তরে চিনাডাঙ্গা এবং তদুত্তরে প্রাচীন নদীয়া নগর অবস্থিত ছিল। অনন্তর গঙ্গার ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়াবাসীগণ সেই স্থান হইতে উঠিয়া চিনাডাঙ্গা ও পারডাঙ্গার উপরে আসিয়া বাস করেন। অতএব বর্ত্তমান নদীয়া নগর চিনাডাঙ্গা ও পার-ডাঙ্গার উপর অবস্থিত আছে ও "শ্রীনবদ্বীপ" নামে পরিকীর্ত্তিত। শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ" বর্ত্তমান সময়ে "চিনাডাঙ্গা" নামক স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ঐ স্থান সম্প্রতি "মহাপ্রভু-পাড়া" নামে পরিচিত। পূর্ব্বে ঐ শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে ভক্তগণকে কিছু দর্শনী বাবতে দেওয়ার রীতি ছিল না। ভক্তগণ আপন শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুসারে যাহা দিতেন তদ্দারাই শ্রীসেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। যথা,—

(১) "মাধবচন্দ্র বিদ্যাবাসীস্য পঞ্চপুত্রাস্তেষুজগদীশস্তৃতীয়, যদা জগদীশঃ পঞ্চ বর্ষদেশীয়স্তদাস্য পিতাস্বরারূঢ় স্তেন জগদীশাদীনাং লালনপালনভার ষষ্টিদাস্তেবা-গ্রজস্যস্কন্ধমারুঢ়ঃ পিতুর্ব্বিয়োগাদসৌ গার্হস্থ্য কৃত্য নির্ব্বাহে ব্যাকুলীভূত কেবলং চৈতন্যদেব বিগ্রহ সেবয়োপার্জ্জিতেনার্থেন দুঃখ দুঃখেন দিনমনয়দিতি।" (শব্দশক্তি প্রকাশিকা)।

(২) শ্রীবৃন্দাবনস্থ ৺ তোঁতারাম দাস বাবাজীর কুঞ্জ হইতে ১৩২৩ সালের ১১ই মাঘ তারিখের পত্রের অংশ। যথা,—

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত বর্ত্তমান শ্রীবিগ্রহ মালঞ্চ পাড়ায় পালা-নুসারে তদ্বংশীয় সেবাইতগণের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট মন্দির ছিল না। ৺ তোতারাম দাস বাবাজীর যত্নে ও চেষ্টায় বর্ত্তমান স্থানে প্রথম কাঁচি মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং সেবাইতগণ পালানুসারে ঐ মন্দিরে আসিয়া সেবা পূজা করার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রদ্ধা প্রীতিতে ভক্তগণ যাহা দিতেন, তদ্দারা সেবা কার্য্য চলিত।"

(১) কালনা অম্বিকার শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের পাটে "শ্রীশ্রী-নিতাই গৌর" বিগ্রহ দর্শন করিতে এক আনা দর্শনী দেওয়ার নিয়ম আছে বটে; কিন্তু এই পয়সা দেওয়া না দেওয়া দর্শকের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। কাহাকেও কোনরূপ বাধ্য করা হয় না। কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ কতই না আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। (২) শ্রীখণ্ডে শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সেবিত "শ্রীমহাপ্রভুর"ও কোন দর্শনী আদায় হয় না। (৩) কণ্টক নগরে (কাঁটোয়ায়) শ্রীশ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের সেবিত "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শনী এতাবৎকাল যাবৎ লাগিত না। কিন্তু গত বৎসর হইতে তথায়ও নবদ্বীপের অনুকরণে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শনী দুই আনা হইয়াছে। আর শ্রীমন্নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত "গৌরভক্তগণের প্রাণকোটি সর্ব্বস্ব" শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে হইলে, প্রতি দর্শককে চারি আনা হিসাবে দর্শনী দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, অনুরাগী ভক্তের প্রাণে যে দারুণ

দুঃখ ও মনোবেদনা সমুপস্থিত হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। এই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দির দর্শন বিষয়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য সকলকেই দর্শনী দিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে হয়। যে প্রভু পতিত, দুর্গত ও দীন দুঃখীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া কাঙ্গালবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া নিখিল জীবগণকে দর্শন দানে অযাচিতভাবে কৃপা প্রকাশ করিয়া "পতিত পাবন" ও "কাঙ্গালের ঠাকুর" নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন! আজ তাঁহার বিহার-কানন এই শ্রীনবদ্বীপে, তদীয় চরণাশ্রিত দূরদেশাগত ভক্তগণকে, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য, জনপ্রতি চারি আনা হিসাবে দর্শনী দিতে হয়. ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? দর্শনী বাবতে যাহা আয় হইয়া থাকে, তাহা যদি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবায় এবং তাঁহার নবদ্বীপস্থ লীলাস্থলী গুলির সংস্কারার্থ ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আজ শ্রীনবদ্বীপস্থ প্রাচীন স্থান প্রকাশের জন্য এত দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। (বিগত ১৩২৩ সালের রাস পূর্ণিমার দুই দিনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শনী বাবতে ১৬০০৲ ষোল শত টাকা আয় হইয়াছিল! ঐ টাকা দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গভূষণাদি প্রস্তুত হইয়াছিল!!) সেবাইতগণ স্বীয় পালা অনুসারে দর্শনীসম্বন্ধীয় আয়ের সমস্ত টাকাই গ্রহণ করিয়া থাকেন! শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত "শ্রীগৌরবিগ্রহ" দ্বারা যে এরূপভাবে অর্থ উপার্জ্জনের উপায় বাহির হইবে, তাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই!! সকলই গৌরের ইচ্ছা!!!

৺ তোঁতারামদাস বাবাজী মহাশয়ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সময়বর্ণিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও বড় আখড়ার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। যথা,—

(১) "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ৺ তোঁতারামদাস বাবাজীর শিক্ষার শিষ্য ছিলেন। তিনিই (গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ) বড় আখড়া ও তাঁহার (তোঁতারাম বাবাজীর) ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কতক জমির পাট্টা করিয়া দেওয়াইয়াছিলেন।"

(তোঁতারাম দাস বাবাজীর কুঞ্জ, শ্রীবৃন্দাবনের ১৩২৩।১১ মাঘের পত্র)

(২) পাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সিংহ মহাশয়ের প্রেরিত ১৩২৪ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখের পত্র। যথা,—

"৺পূজ্যপাদ তোঁতারাম দাস বাবাজী মহাশয় ৺দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের শিক্ষাগুরু নহেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন না। উক্ত বাবাজীর উপর অনেক অত্যাচার হয়, দেওয়ানজী সহায় হইয়া বড় আখড়া স্থাপন করিয়া দেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অত্যাচার দূর করেন। মহারাজ ও দেওয়ানজীর ভয়ে আর অত্যাচার না করিয়া সদয় হন। রামচন্দ্রপুরে দেওয়ানজীর ৺ সেবা স্থাপন হয়। তথায় বৈষ্ণব সেবার ও অতিথি সেবার বিশেষ ব্যয় বিধান ছিল। * * মিঞাপুরে মায়াপুর পূর্ব্বে কেহ কখন শুনেন নাই। ৺কেদারবাবু ঐ স্থান মায়াপুর প্রচার করেন বলিয়া মায়াপুর হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রভুর ঠিক জন্মস্থান কোথায়, কেহ নিশ্চয় করিতে অপারক। নবদ্বীপধাম প্রায় সমস্তই ৺রী গঙ্গাদেবী ৺দ্বারকা ধামের মত গ্রাস করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে এখনকার মত নক্সা ছিল না; কি

করিয়া আপনারা স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন। সকল স্থানই প্রভুর ধাম ইহাই মানা কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি দেওয়ানজী ও অনেক অনুসন্ধানে স্থির করিতে পারেন নাই। নিকটবর্ত্তী ভূমিতেই ৮ বাটী প্রস্তুত করেন।" (৩) দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাসস্থানের উপরস্থ (গঙ্গা চড়া) ভূমিতে ৮ সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা "টেরিটরিয়েল এরিষ্ট ক্রেসি" নামক ইংরেজী পুস্তকের ষষ্ঠ সংখ্যার ৬ পৃষ্ঠায় এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"He (Gangagobinda Singh built Temples at Ramchandrapore on the very spot near Nadia, where Gouranga (Chaitanya) is said to have been born, for the worship of Sri Gobinda, Gopinath, Krishnagi, and Modonmohongi in 119?. B. S. 1st "Agrahayan." (The Territorial Aristocracy of Bengal ; The Kandi-Family, page 6.

(৪) শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২ ও ১৩২৪ সালের ২৪শে আশ্বিন তারিখের "পল্লী-বাসী" পত্রিকার" গৌরগৃহ নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতাংশ। যথা— "পাদশতাব্দি (২৫ বৎসর) পূর্ব্বে স্বধামগত কেদারনাথ দত্ত মহাশয় মায়াপুর আবিষ্কার করিয়া উহাই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করেন। যে স্থানকে তিনি মায়াপুর স্থির করিয়াছেন, উহাকে লোকে মিয়াপুর বলিয়া জানিত। মুসলমান শাসনে মায়াপুর মিঞাপুরে পরি-গণিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি সকলকে প্রবোধ দেন। এই মিঞাপুরকে মায়াপুর গড়িবার সময় নবদ্বীপবাসী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন সে সময় রাঢ়ী মহা-শয়ের বাড়ীতে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য মাঘোৎসবের মেলায় যে পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে পণ্ডিত মদন গোপাল প্রভু সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় এই প্রবন্ধ-লেখকও উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে মিঞাপুর যে মায়া পুর নয় ইহাই সাব্যস্ত হয়। কেবল কেদার বাবু তখন কৃষ্ণ নগরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট থাকায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্নের পরামর্শে সভা হইতে সে সময় কোন বাদ করা হয় নাই।"

(৫) বর্ত্তমান মায়াপুর প্রকাশ কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী শ্রীপাদ তারকব্রহ্ম গোস্বামী জীউ ঐ মায়াপুর সম্বন্ধে যে একখানা পত্র বিগত ১৩২৪ সালের ৯ই আশ্বিন তারিখে দিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

"শ্রীধাম নবদ্বীপে বর্ত্তমান সময়ে মায়াপুর নামে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান যাহা প্রকাশ হইয়াছে, ঐ মায়াপুরের পূর্ব্ব নাম মেয়াপুর ছিল। * * কিছুদিন পরে ঐ স্থানে শ্রীমন্দিরাদি পাকা ইষ্টকালয় আরম্ভ হইল। ঐ ইষ্টকালয় শ্রীমন্দিরাদির ভীত খনন করিতে মুসলমানদিগের

"কব্বরের" অস্থি অনেক বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান মায়াপুর-কথিত ঠাকুর বাটিতে আমি প্রথম হইতে একাধিক্রমে সাত বৎসর বাস করিয়াছিলাম।

(৬) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ১৪০৭ শকাব্দা ও ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার ২৮২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১২৫ শকাব্দা ও ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে সেনবংশীয় শেষ রাজার হস্ত হইতে নদীয়া-রাজধানী মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল। অতএব স্বীয় জাতীয় গৌরব চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ ঐ স্থানে তিনটী গ্রাম মুসলমানপল্লীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া (১) কাজিপাড়া, (২) মোল্লাপাড়া ও (৩) মিঞাপাড়া বা মিয়াপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসী বৈদিক বিপ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর যে এই মুসলমান-প্রধান স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যদি সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল দিঘির এত নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি বাস করিতেন, তাহা হইলে, তৎকালিক মহাজন শ্রীল মুরারি গুপ্ত, শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুর কিম্বা শ্রীশ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মা এই মনোরম জলাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে কিছুতেই বিরত হইতেন না। তবে গোবিন্দদাসের কড়চাতে যে, "বল্লাল দিঘির নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়," ঐ বিষয় লইয়া প্রাচীন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার কোন একটী প্রবন্ধে স্বধামগত মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় অন্দোলন করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে "ঐ কড়চার প্রথমাংশ ও শেষ অংশের বিষয়গুলি লুপ্ত হওয়া গতিকে শ্রীপাট শান্তিপুরের কোন প্রভুসন্তান স্বরচিত কবিতা দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়াছিলেন।" (ঠাকুর শ্রীশ্রীবলরাম দাসের বংশধর শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীর নিকটে ঐ প্রাচীন প্রবন্ধ ছিল; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। যদি কোন মহাত্মা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রবন্ধটী কোন প্রাচীন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।)

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে নদীয়া রাজধানী মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান নদীয়ার উত্তরাংশে যে প্রাচীন নদীয়া নগর অবস্থিত ছিল, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাসস্থান লুপ্ত হইয়াছিল ও প্রাচীন গঙ্গা তাৎকালিক নদীয়া নগরের পশ্চিম প্রান্তে জান্নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন নিম্নলিখিত তিনটী ইংরাজী প্রবন্ধ দ্বারা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। যথা,—

(9) "Nadia—The old Hindu Capital, stands at the junction of its two upper head waters about sixtyfive miles above Calcutta. * * It was at Nadia that the last Hindu King of Bengal, on the approach of the Måhammadan invader in 1203, fled from His place in the middle of dinner, as the story runs with His sandals snatched up in His hand.

It was at Nadia, that the Deity was incarnated in the

fifteenth century A. D. The Great Hindu reformer the Luther of Bengal. At Nadia Sanskrit Calleges since the dawn of the History, have taught their abstruse philosophy to colonies who calmly pursued the life of a learner from boyhood to white-haired old age.

I landed with feeling of reverence at this ancient Oxford of India. A fat benevolent abbot paused in fingering his beads to salute me from the Varandah of a Hindu Monastry. I asked him for the birth place of the Devine founder of his faith. The true site, he said was now covered by the river."

(India of the Queen by Sir W. M. Hunter, published with an introduction by F. H. Skrine, edetion 1903 pages 205-6.)

---

(8) "The caprices and changes of the river have not left a tree of old Nadia.. ** The site of ancient town is partly "char" land and partly forms the bed at the stream that flows to the north of the present town.

The "Bhagirathi." once held a westerly course, and old Nadia was on the same side with krishnagar, but about the begining of this century, the stream changed and sweped the ancient town away."

(Statistical account of Bengal, Vol II by W. W. Hunter, published in 1875.)

---

(9) "The caprices of the river have not left but a fragment of any old buildings ; In Lakshman's time it flowed at the west of the present town near Jahannagar, and old Nadia which was swept away by the river, lay to the north of the existing Nadia."

(Page 422 of Calcutta review, Vol VI. 1846.)

উপরোক্ত তিনটী প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছিল এবং নদীয়া রাজধানী ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান শাসনান্তর্গত হইয়াছিল। অতএব সেই সময় হইতে যে মিঞাপাড়া বা মিঞাপুর, কাজীপাড়া এবং মোল্লাপাড়া নামক গ্রামত্রয় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই মিঞাপুর নামক মুসলমানপল্লীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র ছিলেন না ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে।

১৪৩১ শকাব্দায় কাজিদলন প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু, নদীয়া পরিভ্রমণ সময়ে নিম্নলিখিত স্থানগুলির উপর দিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিহার করিয়াছিলেন,—

(১) শ্রীমহাপ্রভুর ঘাট, (২) মাধাইর ঘাট, (৩) বারকোণা ঘাট, (৪) নগরিয়া ঘাট, (৫) গঙ্গানগর, (৬) সিমুলিয়া, (৭) শঙ্খবণিকপল্লী, (৮) তন্তুবায়পল্লী, (৯) শ্রীধরের গৃহ, (১০) গাদিগাছা, (১১) মাজিদা ও (১২) পারডাঙ্গা। এতন্মধ্যে (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৭), (৮) ও (৯) চিহ্নিত স্থানগুলি লুপ্ত হইয়াছে। (৫) চিহ্নিত গঙ্গানগর গ্রাম বর্ত্তমান ভারইডাঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ছিল। ঐ স্থান গঙ্গাস্রোতে লুপ্ত হইয়া সম্প্রতি চড়ারূপে পরিণত এবং "গঙ্গানগরের চড়া" নামে পরিচিত রহিয়াছে। ঐ স্থান "বর্ত্তমান নূতন মায়াপুর' স্থানের নৈঋৎ কোণে অল্প ব্যবধানে অবস্থিত।

সিমলিয়াতে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদকাজীর বাড়ী ও সমাধিস্থান অবস্থিত। এইস্থান সুপ্রসিদ্ধ জলাশয় বল্লালদিঘির ঈশান কোণে অনুমান অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে অবস্থিত ও ব্রাহ্মণপুকুর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। কাজিগণের বাসস্থানহেতু এই স্থান কাজিপাড়া নামেও পরিচিত (১) শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই স্থানকে "সিমলিয়া" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরকার এই স্থানকে গঙ্গার পূর্ব্বস্থ "শ্রীসীমন্ত দ্বীপ" এবং "সিমলিয়া" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; (২) আবার এই চাঁদকাজির বাড়ীকে "ব্রাহ্মণ পুকুর" গ্রাম বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। অতএব চাঁদকাজির বাড়ীর সম্পর্কে যখন "সিমলিয়া" ও "ব্রাহ্মণপুকুর" নামদ্বয় সংসৃষ্ট আছে, তখন স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাজিপাড়া বা চাঁদকাজির বাসস্থান "সিমলিয়া" ও "ব্রাহ্মণপুকুর" এই দুই নামেই বিখ্যাত। অতএব "সিমলিয়া" ও "ব্রাহ্মণপুকুর" নামদ্বয় যে এক কাজিপাড়ারই নামান্তরমাত্র সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ৺কেদার বাবুর পক্ষীয়গণ গত ১৩ই আশ্বিন ১৩২৪ সালের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই ব্রাহ্মণপুকুর গ্রামকে "ব্রাহ্মণ পুষ্কর" তীর্থ নামে নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এইস্থান হইতে 'ব্রাহ্মণ পুষ্কর" তীর্থ পাঁচ মাইল দক্ষিণে "ব্রাহ্মণপুরা" নামে বিখ্যাত। যেহেতু শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "শ্রীঈশানদাস ঠাকুর পরিক্রমার পর্য্যায়ানুসারে (১) সিমলিয়া, (২) গাদিগাছা, (৩) মাজিদা, (৪) ব্রাহ্মণপুষ্কর, (৫) হাটডাঙ্গা ও (৬) কুলিয়া হইয়া সমুদ্রগড় প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীভক্তিরত্নাকরোক্ত 'ব্রাহ্মণ পৌখৈরা" বা "ব্রাহ্মণপুষ্কর" তীর্থ যে মাজিদা ও হাটডাঙ্গা গ্রামের মধ্যস্থানে "ব্রাহ্মণপুরা" নামে পরিচিত স্থানকেই নির্দ্দেশ করিতেছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। এই "ব্রাহ্মণপুরা" গ্রাম হইতে "হাটডাঙ্গা" নামক প্রাচীনস্থান দুই মাইল দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশা স্থানে) অবস্থিত। যদি ব্রাহ্মণপুকুর গ্রাম "ব্রাহ্মণ পুষ্কর" তীর্থ হইত, তাহা হইলে শ্রীঈশানদাস ঠাকুরকে সাত মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া "হাটডাঙ্গা" গ্রামে যাইতে হইত।

আবার "হাটডাঙ্গা" গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন গঙ্গার দক্ষিণ সংলগ্ন তীরেই "কুলিয়া" বা "কোলদ্বীপ" সম্প্রতি "সাত কুলিয়া" নামে পরিচিত। এই স্থান শ্রীশান্তিপুর ও নদীয়া নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে "শ্রীগৌড় মণ্ডল" ভ্রমণ সময়ে এই স্থানে শ্রীমাধবদাস গৃহে সাত দিবস বিশ্রাম করিয়া গোপাল চাপাল ও পণ্ডিত দেবানন্দাচার্য্যের অপরাধ ভঞ্জন

এবং শ্রীনবদ্বীপবাসীগণকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাত দিবস বিশ্রাম হেতু এই কুলিয়া—"সাত কুলিয়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল। শ্রীপাট বাঘনা পাড়ার আদি পুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীবংশীবদন এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচল গমনের পর, এই শ্রীবংশীবদন শ্রীশ্রীশচীমাতা ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর দুঃখ লাঘবের জন্য তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া সর্ব্বদা সেবা পরিচর্য্যা দ্বারা আনুকুল্য করিতেন। এই "সাতকুলিয়া" নামক স্থানে যে শ্রীবংশীবদন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার প্রভুসন্তানগণের স্বাক্ষর ও সম্মতিপত্র যাহা ১৩২৩ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে পাইয়াছি, তাহার কিয়দংশ যথা,—"মহাপ্রভু বংশীবদনের আবির্ভাব স্থান—"কুলিয়া" গ্রাম (সাতকুলিয়া)। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরের মতে, এই "কোলদ্বীপ" বা "কুলিয়া গ্রামের নাম "কুলিয়া পাহাড়।" এইস্থান গঙ্গার পশ্চিমস্থ পঞ্চদ্বীপের একটী দ্বীপ এবং উহা শ্রীনবদ্বীপস্থ ষোল ক্রোশি পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত স্থানবিশেষ। এই "সাতকুলিয়া" নামক স্থানই প্রকৃতপক্ষে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট।"

১। নদীয়া জিলার "রাণাঘাট" মহকুমার অন্তর্গত কাঁচড়া পাড়ার নিকটবর্ত্তী "কোলে" নামক স্থানকে যে "দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাট" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ স্থান। যেহেতু (ঐ "কোলে" নামক স্থান) ও ("নদীয়া নগরের") ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীশ্রীশান্তিপুর অবস্থিত। এই স্থান "কুলিয়া" হইলে, নবদ্বীপবাসীগণকে শ্রীশান্তিপুর অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। বিশেষতঃ উহা নদীয়া জিলার অন্তর্গত ও গঙ্গার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। অতএব "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" এই বচনের সঙ্গে ঐ "কোলে" নামক স্থানের মতানৈক্য দোষ ঘটিতেছে। যেহেতু নদীয়া জিলার অন্তর্ভুক্ত স্থান হইয়া, উহা কিরূপে নদীয়া হইতে পৃথক হইল? দ্বিতীয়তঃ ঐ "কোলে" নামক স্থান ও "নদীয়া নগরের" দূরত্ব ন্যূনকল্পে ২৮ মাইল হইবে। এত দূরবর্ত্তী স্থানে যে নবদ্বীপস্থ কুলবধুগণ পদব্রজে আসিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? অতএব নদীয়ানগরের সাড়ে চারি মাইল দূরবর্ত্তী "সাতকুলিয়া" নামক স্থান যে শ্রীদেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের প্রকৃত স্থান তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

২। ৺কেদারনাথ দত্ত মহাশয় যে বর্ত্তমান "নবদ্বীপ" বা নদীয়া নগরকে "কুলিয়া" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও সুসিদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু, কাজিদলন দিবসে নদীয়া নগরের যে সমস্ত স্থানের উপর দিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এখনও চারিটী প্রাচীন স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। যথা,—সিমলিয়া, গাদিগাছা, মজিদা ও পারডাঙ্গা। এতন্মধ্যে প্রথম তিনটী স্থান গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এবং শেষোক্ত পারডাঙ্গা নামক স্থান "বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গার" পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ঐ পারডাঙ্গা ও চিনাডাঙ্গা নামক প্রাচীন নদীয়া বা "অন্তর্দ্বীপের" অন্তর্গত স্থানের উপরই বর্ত্তমান "নবদ্বীপ" বা নদীয়া নগর অবস্থিত। অতএব বর্ত্তমান নদীয়া নগরও যে প্রাচীন নদীয়া নগরেরই অংশবিশেষ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, ঐ স্থান "কুলিয়া" নহে।

১৪৩১ শকাব্দায় বর্ণিত চারিটী স্থানকে আবরণ করিয়া এক সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত যে স্থান নদীয়া নগরের অন্তর্গত ছিল, আজ তাহার ৪০৮ বৎসর পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৮৩৯ শকাব্দায় সে স্থান গঙ্গা ও "জলাঙ্গী" নামান্তর "খড়ে" নদীর প্রকোপে তিন খণ্ডে বিভক্ত দেখা যাইতেছে। সিমলিয়ার অনুমান দুই কিম্বা আড়াই মাইল দক্ষিণে গাদিগাছা গ্রাম অবস্থিত। এই দুই স্থান "জলাঙ্গী" বা "খড়ে" নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গাদিগাছা গ্রামের দক্ষিণে অল্প ব্যবধানেই "মাজিদা" গ্রাম অবস্থিত। ঐ মাজিদা গ্রামের এক কিম্বা সোয়া মাইল পশ্চিমে "পারডাঙ্গা" নামক প্রাচীন স্থান বর্ত্তমান নদীয়া নগরের মিউনিসিপলটি আফিসের নৈঋৎকোণে অবস্থিত। এই পারডাঙ্গা হইতেই শ্রীমহাপ্রভু সংকীর্ত্তন রঙ্গে নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগর ভ্রমণের স্থানগুলির আয়তন ধরিলেও প্রাচীন নদীয়া নগর যে ন্যূন কল্পে দশ মাইল আবরণের ভিতরে অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। অতএব বর্ত্তমান নদীয়া নগর যে 'কুলিয়া" নহে তাহা প্রমাণীত হইল।

নদীয়া বসতি যে অষ্ট ক্রোশ আবরণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥" (ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ)

মোটামুটি হিসাবে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রাচীন নদীয়া বসতির স্থিতি স্থান নির্ণয় হইতে পারে। যথা,—

দৈর্ঘ পাঁচ মাইল ও প্রস্ত তিন মাইল। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিন দিক প্রাচীন গঙ্গা দেবী দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, নদীয়া নগর সুশোভিত ছিলেন। তাৎকালিক নদীয়ার উত্তরে গঙ্গা নগর ও পুরাণগঞ্জ, দক্ষিণে (কুলিয়া ও সমুদ্র গড়ের উত্তর সংলগ্ন) গঙ্গা, পূর্ব্বে গাদিগাছা ও মাজিদা, পশ্চিমে (জান্নগর ও বিদ্যানগরের পূর্ব্বসংলগ্ন) গঙ্গা। এই অষ্ট ক্রোশ আবরণের অন্তর্গত প্রাচীন নদীয়াতে কোলের গঞ্জ মহীশূরা, কোবলা, শ্রীরামপুর, বাবলারি (দেওয়ান গঞ্জ) ও রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রাম ও বাজার ছিল। কালক্রমে গঙ্গাদ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত স্থান প্রাচীন নদীয়ারই অংশ বিশেষ। অতএব "কোবলা" নামক স্থান কিছুতেই *"কুলিয়া" বা "কোলদ্বীপ" হইতে পারে না। প্রাচীন গঙ্গার পরপারেই শ্রীভক্তিরত্নাকরোক্ত "কোলদ্বীপ" সম্প্রতি "সাতকুলিয়া" নামেই পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। বিগত ১৩২৪ সালের আশ্বিন মাসের "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" পত্রিকায় "কুলিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত মহাশয় "সাতকুলিয়া" নামক স্বনামপ্রসিদ্ধ অথচ প্রাচীন গঙ্গার পরপারবর্ত্তী ও "হাটডাঙ্গা" গ্রামের অর্দ্ধমাইল এবং বর্ত্তমান শ্রীনবদ্বীপের সাড়ে চারি মাইল দুরবর্ত্তী প্রাচীন

* বিগত ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে সাতকুলিয়া গ্রাম গবর্ণমেণ্ট হইতে জরিপ হইবার সময় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন দলিল নক্সাদিতে দেখা গিয়াছে যে, (সাতকুলিয়া, তদুত্তর সংলগ্ন কুলের বিল ও ঐ বিলের পূর্ব্বসংলগ্ন কোলের ডাঙ্গাত্রয়কে) কোলদ্বীপ নামে নিরূপিত হইয়াছে।

স্থানকে উপেক্ষা করিয়া, কেন যে "কোবলা" নামক ("অষ্ট ক্রোশি নদীয়া বসতির" মধ্যবর্ত্তী) স্থানকে "কুলিয়া" বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে অধিক লিখিলাম না। এতদ্ সম্বন্ধীয় বিচার "নিবেদন পত্রের" ৩৮ পৃষ্ঠায় সমালোচিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

ঐ ১৩২৪ সালের আশ্বিন মাসের গৌরাঙ্গসেবকে "ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্বের যথেচ্ছাচার" শীর্ষক প্রবন্ধের ৫৪৩—৫৫ পৃষ্ঠায় শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্যভূষণ, "এম, আর, এ, এস" উপাধিধারী জনৈক প্রবন্ধকার যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটী কথাও সত্য নহে। তিনি "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জনৈক মেম্বার অর্থাৎ সভ্য। বিগত ১৩২৪ সালে বৈশাখ মাসের "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার" "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আলোচনা ও স্বয়ং ২১৪ জন বিশিষ্টগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনবদ্বীপস্থ স্থানগুলি দেখিয়া আসিয়া যদি "ম্যাপ" ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্বের বিষয় বুঝিতে পারিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। "কুমারহট্টের লুপ্ত তীর্থোদ্ধার" প্রবন্ধ পাঠের সময় তিনি "কুলিয়া" ও "শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মস্থান" সম্বন্ধে দুইটী কথা উত্থাপন করেন। ঐ দুইটী বিষয়ে আমার সন্দেহ হওয়ায় সভাভঙ্গের পর তাঁহাকে সন্দেহের কারণ ব্যক্ত করিয়াছিলাম এবং এই কথা নিবেদন করিয়াছিলাম যে, "যেন তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মস্থান-সম্বন্ধীয় প্রমাণটী আমাকে উঠাইয়া দেন।" তবে কুলিয়া সম্বন্ধে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম। তিনি প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়াছেন গতিকে মনে দুঃখ হইতেছে। সেই সময় হইতে আমার প্রতি তাঁহার কিছু কিছু বিরক্তি লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল; অবশেষে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির প্রকাশের চেষ্টা করিলে শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইতগণের সঙ্গে যোগ দিয়া বিগত ১৩২৪ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে এই "প্রভাত বাবু" আমাকে বিশেষরূপে অপমানিত ও নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন !! সেই সভায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাক্‌চী মহাশয়, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সি, ই, এম, আর, এ, এস ও শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্তই ভালরূপ অবগত আছেন। শ্রদ্ধেয় তারাপ্রসন্ন বাক্‌চী মহাশয় উপস্থিত না থাকিলে, সম্ভবতঃ বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ আমাকে মারিয়া ও কাগজ পত্র প্রভৃতি ছিন্ন করিয়া নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিতেন। এই ঘটনার অনুমান দেড় মাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী "শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পরিচয়" নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া ঐ গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় "কুলিয়া" সম্বন্ধে এবং ১০১ পৃষ্ঠায় শ্রীসনাতন মিশ্রের পুত্র কন্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে,— "শ্রীসনাতন মিশ্রের পুত্র শ্রীমাধবাচার্য্য ও কন্যার নাম শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ মাধবাচার্য্যের পুত্রের নাম শ্রীযাদবাচার্য্য।" শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপর সেবাইত পণ্ডিত প্যারীলাল গোস্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বংশাবলীতে বর্ণিত আছে যে,— শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যার নাম শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এবং পুত্রের নাম শ্রীযাদবাচার্য্য। ইঁহারই পুত্রের নাম শ্রীমাধবাচার্য্য।" এদিকে প্রাচীন প্রেমবিলাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,—

"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি। সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি॥
তাঁর দুই পুত্র অতি গুণধাম। জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর নাম॥
পরাশর বিপ্র বড় কালীভক্ত হয়। কালিদাস বলি তাঁরে সকলে ডাকয়॥
সনাতনের পত্নীর নাম হয় মহামায়া। একমাত্র কন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে তাঁরে কৈল দান॥
কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন অতি গুণধাম॥
একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস। পৃথ্বি ছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি। অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ী॥"

(প্রেমবিলাস চতুর্বিংশ ও উনবিংশ বিলাস)

একে প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীসনাতন মিশ্রের পুত্র সন্তানের কোন পরিচয় নাই, তাহাতে সেবাইতগণের বংশাবলীর ঐক্য থাকিলেও কোন সন্দেহ হইত না। যাঁহারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতস্পুত্রের বংশধর হওয়াতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন, বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কিম্বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতিউদ্দীপক একটী প্রাচীন জিনিষও বাহির করিতে পারিলাম না। যাঁহারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার অর্থাৎ তদীয় শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া পরিচয় দান করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহু সন্ধান ও যত্ন করিয়া তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে একখানা "গুরু প্রণালী" তালিকা বাহির করিতে পারিলাম না। অতএব কোন যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সমস্ত সেবাইত গোসাঞিগণকে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিব? মনে মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামীকে কুলিয়া সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গটীই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয় যে,তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আমাকে "সাহা,সুড়ী, সিলেটিয়া অসভ্য, বর্ব্বর ও চণ্ডাল" প্রভৃতি বিশেষণে সমালঙ্কৃত করিয়া, অবশেষে বৎসর পরিমিত পরিশ্রমলব্ধ নবদ্বীপ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাগজ পত্র ও মানচিত্রাদি বিকীর্ণ করিয়া একে একে রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন!! কোন কোন হৃদয়বান্ তৎক্ষণাৎ ঐ কাগজ পত্র প্রভৃতি অতি সাবধানে ও ক্ষিপ্রগতিতে সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করাতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় পাইলাম। নতুবা সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা বিফল হইয়া যাইত। কেবল বহু ভাগ্যে আমার উপরে হাত চালান কার্য্যটীই অবশিষ্ট ছিল। সদাশয় ব্যক্তিগণ শরৎ গোস্বামীর তাৎকালিক ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, আমাকে পোলিসের সাহায্য গ্রহণের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। মনে বিচার করিয়া দেখিলাম—আমার মান অপমানের দিকে দৃষ্টি রাখিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। বিশেষতঃ মামলা মোকদ্দমাদির চেষ্টা করিলে, আমাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের একটী নিন্দার কারণ ঘটিবে! অতএব নীরবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; কিন্তু মনে হইল "নবদ্বীপ সম্পর্কীয় কার্য্যে না থাকিয়া পুনর্ব্বার শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করি। এ কার্য্য শ্রীমহাপ্রভুর অনভিপ্রেত বিষয়!" অতএব পরদিবস বিদায় গ্রহণের জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীবিনোদলাল গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী প্রভৃতির নিকট গমন করিলাম। তাঁহারা নানাপ্রকার যুক্তিসঙ্গত উপদেশ দানে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

শরৎ গোস্বামী আমাকে "সাহা, সুড়ী" বলিবার কারণ এই যে, আমি এখানে শ্রীবিপিন সাহার বাড়ীতে ভাড়াটিয়া ভাবে বাস করিতেছি ও শ্রীহট্টের জনৈক ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র রায়কে "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করি। অতএব আমি যে "সাহা জাতীয়" লোক ও অবজ্ঞার পাত্র সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই! ইত্যাদি যুক্তিপূর্ণ প্রমাণাদি দ্বারা যখন আমার পূর্ব্বাশ্রমের জাতি নির্ব্বাচিত হইল, তখন তদুচিত সম্মানে ভূষিত করিবার নিমিত্ত যে, আমাকে "সাহা সুড়ী" বলিয়া সম্বোধন না করিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই! এদিকে ঐ কথা লইয়া কিছু গোল বাধিতে আরম্ভ হইল! আমি উদাসীন, আমার কোন জাতি বা বর্ণের পরিচয় দিবার কোন কারণ নাই, আমি সর্ব্ববিষয়েই ঘৃণীত ও পতিত!! কিন্তু আমাকে লক্ষ করিয়া যে "সাহা" জাতিকে আক্রমণ ও অবজ্ঞা প্রকাশ হইল, তাহা লইয়া ঐ শ্রেণীর ভক্তগণমধ্যে আন্দোলন মাত্রা প্রবল হইতে আরম্ভ করিল! ফলে সকলেই শরৎ গোস্বামীকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করাতে ৪।৫ দিন পরে তিনি শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীকে মধ্যস্থ রাখিয়া আমাকে ডাকাইয়া অনুতাপ প্রকাশ ও ক্রুটী মার্জ্জনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আমার প্রারব্ধের দোষে এই সমস্ত অনর্থ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলাম! এইরূপে প্রথম মনোমালিন্যের কারণ দূর হইল;

অনন্তর মালঞ্চ পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী ও আমি বহু সন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী রামচন্দ্রপুর প্রভৃতির প্রাচীন প্রাচীন লোকগণের নির্দ্দেশ মত ৺দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের স্থিতি স্থানের সন্ধান বাহির করিলে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়-রত্ন মহাশয়, ঐ মন্দির যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসস্থানের উপরস্থ (গঙ্গার চড়া) ভূমিতে ১১৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এতদ্‌সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বেচ্ছাক্রমে একখানা স্বাক্ষর ও সম্মতিপূর্ণ পত্র ১৩২৪ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে অর্পণ করিলে, ঐ পত্র আমি কাশীমবাজারের মহারাজ "নন্দী বাহাদুরকে" দেখাইতে লইয়া যাওয়ায়, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বন্দোপাধ্যায় উহা শ্রাবণ মাসের শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র-রূপে সংক্ষেপে বাহির করিলেন। শ্রীনবদ্বীপে এই পত্রিকা পৌঁছিবামাত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইত গোসাঞিগণমধ্যে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল তাঁহারা যেরূপে হউক, আমাকে "শ্রীবৈষ্ণব মতের বিরুদ্ধাচারী" "স্ত্রীসংসর্গী" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত ও বিড়ম্বিত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। নানা স্থানে এবং শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকালয় প্রভৃতিতে, এমন কি পোলিশ আফিস প্রভৃতিতে আমার এবং আমার চরিত্র বিরুদ্ধে কোথাও নামযুক্ত কোথাও বা বিনামা পত্র প্রভৃতি পাঠাইয়া আমাকে লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত করিবার প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য" শ্রীল প্রভাত মুখোপাধ্যায় কি এই মহদনুষ্ঠানে আর স্থির থাকিতে পারেন? কিছু দিন হইল "কুমারহট্ট, লুপ্ত তীর্থোদ্ধার" প্রবন্ধ পাঠের সময় হইতেই শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার নামক ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক নব্য যুবকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রসঙ্গ হওয়াতে তিনি আপনাকে "শ্রীনবদ্বীপ লুপ্ত তীর্থোদ্ধারী"

ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী হইয়াছিলেন বিশেষতঃ তিনি "সাহিত্য ভূষণ" ও "এম্‌, আর,এ, এস" অর্থাৎ সাহিত্য পত্রিকা আফিসের ও রয়েল "এসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর" রূপে পরিচিত থাকা গতিকে "এসিয়ার" সমস্ত স্থানেরই ইঞ্চি ইঞ্চি হিসাবে সন্ধান রাখিয়া থাকেন! সুতরাং কলিকাতার ৬৫ মাইল ব্যবধান স্থিত "শ্রীনবদ্বীপ ধামের"ও যে কড়া ক্রান্তি হিসাবে সন্ধান রাখিবেন, বিশেষতঃ ইনি প্রাচ্য প্রতীচ্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যসম্বন্ধীয় ভূষণে ভূষিত, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধধর্ম্ম ও সুদুর্গম বৈষ্ণব-দর্শন-শাস্ত্রাদিতে বিশেষ সুনিপুণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকরগণ কোথায় কোথায় ও কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণাদি করিয়াছিলেন, সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন। অতএব নগণ্য কীটসদৃশ "অ্যাং, বেং ও খল্‌সে" মাছরূপে গণনীয়, নিরক্ষর "অসভ্য শ্রীচটিয়া" "ব্রজমোহন দাসের" অনধিকার চর্চ্চার উচিত দণ্ডবিধানের জন্য "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যতত্ত্ব প্রচারক পত্রিকার" সম্পাদক প্রভৃতিকে উত্তেজিত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ যাত্রার শুভ সংবাদ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীল শরচ্চন্দ্র গোস্বামীর নিকটে পাঠাইয়া রাজ-দরবারের বন্দোবস্ত করিবার অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিলেন। কোন উপায়ে কৌশলক্রমে আমাকে এই সংবাদ দিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিগত ১৩২৪ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখে 'শ্রীনবদ্বীপ সমাজ" ছাপযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার নামীয় নিম্নলিখিত পত্র পাঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা,—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সি, ই, এম, আর, এ এস মহোদয় আমার নিকট আপনার অনুসন্ধানকাহিনী শুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তিনি আপনার সহিত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। গৌরগৃহ বলিয়া ঐ মন্দির বুঝাইয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিলে তিনি দৈহিক ও আর্থিক সাহায্য করিবেন বলিলেন। আশা করি সত্যের অনুসন্ধানার্থ আপনি আমার নিকট আগামী কল্য শুক্রবার প্রাতঃ বেলা ৬॥ ঘটিকার সময় আসিবেন। আমি কেদারেশ্বর বাবুর নিকট লইয়া যাইব। আপনি ম্যাপাদি ও আপনার প্রশংসাপত্রাদিসহ আসিবেন। কেদারেশ্বর বাবুর বাড়ীতে তৎকালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী ব্যাকরণতীর্থ ভাগবতরত্ন মহোদয়ও উপস্থিত থাকিবেন। ইতি—

সেবক—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

পত্র পাইয়া যথাসময়ে শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সদয় ব্যবহারে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী আমাকে বলিলেন "যে আপনি প্রস্তুত থাকুন আগামী পরশ্ব রবিবার তারিখে শ্রীযুক্ত প্রভাত বাবুর নিকট জবাবদায়ী হইতে হইবে।" অনন্তর রবিবারে বেলা ৮ ঘটিকার সময় পূর্ব্বাহ্নে, যে নামমাত্র সভা বসিয়াছিল, তাহাতে ২০।২৫ জনের অধিক লোক ছিলেন না। এতন্মধ্যে ১২।১৪ জন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইত গোসাঞি ছিলেন। আমি শ্রীনবদ্বীপস্থ প্রাচীন প্রাচীন কাগজপত্র ও মানচিত্রাদি খুলিয়া বুঝাইবার উপক্রম করিলে, আমার কার্য্যে বিঘ্ন দিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীদাস গোস্বামী বলিতে

আরম্ভ করিলেন—ও সব নাটকের অভিনয়ের কোন প্রয়োজন নাই! এই সমস্ত কাগজপত্র ও মানচিত্রাদি তোমার দপ্তরে বান্ধিয়া রাখ, এ সমস্তের সাহায্যে যে লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার পাইবে তাহা বুঝিয়াছি। "সঙ্গোগি!" তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা যে, তুমি নবদ্বীপের আলোচনা করিতে চাও! নবদ্বীপ হইতে বেটা, মানে মানে পলায়ন কর্! নতুবা তোর অদৃষ্টে বহু বিড়ম্বনা ঘটিবেক।" ইত্যাদিরূপ সুমিষ্ট বাক্য বর্ণন করিতে করিতে যখন তাঁহার বাক্‌রোধের উপক্রম হইল, ঐ সময় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাক্‌চী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই ব্রজমোহন দাস বাবাজী যে সমস্ত কাগজপত্র ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার একটীও অমূলক নহে। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক একটী বিষয় আলোচনা করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। উনি কি প্রকৃতির লোক ও কোন্ কোন্ কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমরা ভালরূপ অবগত আছি। উনি যাহা সংগ্রহ ও মানচিত্রাদি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা অতি সত্য ঘটনা। ইহাতে কোনরূপ প্রতারণা কিম্বা সত্যগোপনের (কোনরূপ) চেষ্টা আদৌ করেন নাই, বর্ণে বর্ণে সত্য নিহিত রহিয়াছে। উনি শ্রীনবদ্বীপের প্রকৃত তত্ত্বপ্রকাশ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-সম্পর্কীত স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা শুনিয়াছি। আর এই শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহকে যে সেই মন্দিরে স্থাপন করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও আমরা কতক কতক প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি। বিশেষতঃ এই শ্রীষষ্ঠিদাস গোসাঞির কথা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। তবে এখনকার মত, তখন কুমারের নিকট হইতে পাঁচসিকা, দেড় টাকা দিয়া গৌর নিতাই বিগ্রহ ঘরে ঘরে বসাইতে কেহ সাহস করিতেন না! ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সেবাইতগণের অমতে এই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকে লইবার সুযোগ করিতে না পারিয়া, পাছে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর সেবিত বিগ্রহের অসম্মান হয় এই আশঙ্কাতে, তিনি স্বীয় মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দাদি শ্রীবিগ্রহের সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শ্রীষষ্ঠিদাস গোসাঞি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের "নাড়ীপোতা স্থান" না চাহিতে পারেন, কিন্তু এমন দিন আসিতেছে, যে দিন ঐ স্থানের জন্যই লোক পাগল হইয়া ছুটিবে! ব্রজমোহন বাবাজীতো "শ্রীমহাপ্রভুর" শ্রীবিগ্রহের বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন করিতেছেন না; কেদার বাবু মায়াপুর নামক নব্যপ্রকাশিত স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ভিটা সংস্থাপন করিলেন, তিনি যে নদীয়াকে "কুলিয়া" প্রকাশ করিলেন, আপনারা তো তাহার কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলেন না! আর যিনি নিরপেক্ষ ভাবে থাকিয়া শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন স্থানগুলির সত্যতা নির্ণয়ে প্রাণান্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আপনাদের আনুকুল্য করিতেছেন, তাঁহাকে এইরূপে সভায় আহ্বান করিয়া অন্যায়রূপ অপমান করাতে অত্যন্ত দুঃখ উপলব্ধি করিতেছি! আপনাদের এই ব্যবহারে শ্রীনবদ্বীপবাসীগণের অত্যন্ত নিন্দা ও কলঙ্ক হইবে।"

এরূপ বলিয়া তিনি উপবেশন করিলে, সেবাইতগণ কিছু অপ্রতিভ হইলেন বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামীর আক্রোশ দূর হইল না! তিনি প্রকারান্তরে আমাকে "মিথ্যাবাদী" ও "জালিয়াত" বলিতে ছাড়েন নাই।

যদি সেই সময় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতির স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতিপত্র বাহির না করিয়া দেখাইতাম, তাহা হইলে সকলেই আমাকে "জালিয়াত" বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী ঐ পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলে, পাছে প্রকৃত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কাতে, তাঁহা পড়িতে দেওয়া হইল না, কেবল স্বাক্ষরযুক্ত নামগুলি দেখান হইল। সেবাইতগণের রূঢ় ব্যবহার দেখিয়া গলায় ডুরি দিয়া মরিবার ও শ্রীনবদ্বীপ সংস্রব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল! ঐ প্রভাত মুখোপাধ্যায় শ্রীনবদ্বীপের প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ করা দূরে থাকুক বরং ষড়যন্ত্রীগণের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিবারই আয়োজন করিয়াছিলেন! সাহিত্যপারিষৎ ও এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভ্যগণের মধ্যে এইরূপ হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে নবদ্বীপ দূরে থাকুক জগতেরই সত্য রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে! তিনি নবদ্বীপ সভার যে সমস্ত পণ্ডিতের দোহাই দিয়া শ্রীনবদ্বীপ রহস্য উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উঁহারা শ্রীনবদ্বীপের ষোলক্রোশি আবরণের অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত স্থানের স্থিতি ও দূরত্ব নির্ণয়াদি কার্য্যে কোন্ কোন্ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঐ প্রবন্ধে উঠাইয়া দিলে, নবদ্বীপতত্ত্বপিপাসুগণের একটী বিষম সন্দেহ দূর হইতে পারিত! যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়, "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসভবনের উপর প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সমস্ত প্রাচীন দলিলাদি কোথায় আছে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল মাত্র। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—"৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত ও পাইকপাড়ার রাজপরিবারের তত্ত্বাবধানে আছে। এই দুই স্থানে অনুসন্ধানে সঠিক সংবাদ ও তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।" এতদাতিরিক্ত কোন কথা এই সভায় সমালোচিত হয় নাই। প্রভাত মুখোপাধ্যায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে মিথ্যা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইতগণের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছে যে, "পাছে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরসম্পর্কীয় স্থান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসস্থান সম্পর্কীয় প্রতিপন্ন হইলে, ঐ স্থানে কোন আড়ম্বরপূর্ণ সেবা প্রকাশ হয় এবং আমি সেই সেবাকার্য্যের কোন প্রধান পরিচালক হইয়া পড়ি। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সেবিত মহাপ্রভুর গৌরব খর্ব্ব হইবে।" তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে,—"মহাপ্রভুর ইচ্ছা থাকিলে ঐ স্থানে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কোন বিশেষ সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তিগত প্রাধান্যে থাকিবেক না; ঐ শ্রীসেবাকার্য্য শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর শাখা "শ্রীশ্রীভগবৎ-সেবোৎকর্ষিণী সমিতির" তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় ভক্তগণের প্রত্যেকের নিজের সম্পত্তি থাকিবেক।" "আমি যেরূপ ভিক্ষুক ও কাঙ্গাল আছি সেইরূপই থাকিব। অতএব তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শ্রীসেবা কার্য্যের কোন সংস্রবে থাকিব না। বিশেষতঃ আমি শ্রীবৈষ্ণব সমাজের নিন্দনীয় ও পতিত। যেহেতু আমি "সঙ্গোগী"।

সেবাইত শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীদাস গোসাঞি আমাকে যে "সঙ্গোগী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণও রহিয়াছে। যেহেতু আমি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার

অনুগ্রহে আজ সাত বৎসরকাল যাবৎ নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিয়া শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ও এই শ্রীনবদ্বীপ ধামের নানা প্রকার কঠিন কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহা সম্পাদন করিতেছি। তাঁহার সম্পূর্ণ আনুকূল্যের ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদিত ও অনেক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা.—

(১) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-পরিক্রমা রাস্তা সংস্কার, (২) শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা রাস্তা সংস্কার সম্বন্ধে ভরতপুর রাজসরকারের সম্মতিপত্র লাভ, (৩) ব্রজমণ্ডলের শিকার বারণ ও প্রাচীন জঙ্গল রক্ষা, (৪) শ্রীশ্রীরামঘাটের কূপ খনন, (৫) শ্রীরাধাকুণ্ডগ্রামে "শ্রীশ্রীশিবঘোরকুণ্ড" ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের জীর্ণ দেওয়াল গুলির কতকাংশ (ইহাঁরই অর্থব্যয়ে) সংস্কার, (৬) শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের প্রসিদ্ধ "বনযাত্রার" রীতি ১৬ দিনের পরিবর্ত্তে ১৯ দিবস নিয়মে বৃদ্ধি করা, (৭) শ্রীশ্রী-বৃন্দাবনের প্রাচীন বান্ধাঘাটগুলির উপর দিয়া—শ্রীযমুনার গতি প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা, (৮) মথুরা ছাউনী ষ্টেশন হইতে গোবর্দ্ধন—রাধাকুণ্ড ও বর্ষাণ হইয়া শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর ইত্যাদি।

গ্রন্থাদির মধ্যে (১) শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল সম্বন্ধীয় সাতখানা গ্রন্থাবলী (ইঁহারই আনুকূল্যে) মুদ্রিত, (২) "শ্রীশ্রীগৌরগণ-চরিত্র রত্নাবলী" নামে বত্রিশ জনা প্রভুপার্ষদের বিস্তৃত বিবরণ, (৩) সংক্ষিপ্ত গৌরগণ চরিতাবলী, (৪) শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-গণের স্মরণীয় (বিংশতিটী) চিত্রাবলী, (৫) শ্রীশ্রীনবদ্বীপদর্পণ ও এতদ্‌সম্বন্ধীয় মানচিত্রাদি লিপিকার্য্য ইত্যাদি। এবং বর্ত্তমান সময়ে ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটী মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ নবদ্বীপ-বাসীর, ৺ কেদার বাবুর প্রতিষ্ঠিত মায়াপুর রক্ষকগণের ও "কোলে" নামক স্থানে "দেবানন্দের পাটের" পরিচালকবর্গের বিষদৃষ্টিতে পতিত!! ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ আনুকূল্যের ফলে বিগত ৬।৭ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে ঐ সমস্ত কার্য্য ত্রিশ বৎসরে সম্পন্ন করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহস্থল। ইহাঁর ন্যায় স্বার্থ-ত্যাগী মহিলা কিম্বা পুরুষ যদি ২।৪ জনা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সমাজের যে কত অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত তাহা বর্ণনাতীত!!

৺ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পত্তি, দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া দেওয়ার কথা উইলে লিখিত ছিল। উনি দেহযাত্রা নির্ব্বাপনের জন্য বিপুল বৈভব হইতে অনুমান সাড়ে সাত হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট বিষয় সম্পত্তি ভাই ভগ্নীকেই অর্পণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে সামান্যবেশে বাস করিতেন। তিনি ব্রজমণ্ডলের সেবাকার্য্যে ঐ টাকা হইতে আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা হইতে ৪৭৫০ টাকা উহাঁদের সংসারের বিশ্বস্ত লোক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষকে কোন ব্যবসায়ের জন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু যে যে নিয়মে কার্য্য করিবার ও টাকা দিয়া সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া, উনি নিজ সহোদর ভ্রাতাকে ঐ কার্য্যপরিচালনের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার ব্যবহার ও টাকা না দিবার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, পাছে ভ্রাতা ভগিনী মধ্যে মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়! এই আশঙ্কাতে বিগত ১৩২৪ সালের ১৭ই আশ্বিন তারিখে সমস্ত কাগজ পত্র ও দলিলাদি ছিন্ন করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া দারিদ্র্য দশাকেও আশ্রয় করিয়া

ভ্রাতার মানরক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না!! অতএব ঈদৃশ স্বার্থত্যাগ ও মহৎহৃদয়ের পরিচয় কত জনা দেখাইতে পারেন জানি না!! আজ ৺ তারাপদ বাবুর কন্যা বাস্তবিকই কাঙ্গালিনী সাজিয়াছেন। এত দিবস যিনি আমাকে আনুকূল্য করিয়াছেন, আজ তাঁহাকে সংরক্ষণের জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার আবশ্যক হইয়াছে! ইহাতে যদি শ্রীবৈষ্ণব সমাজ আমাকে বর্জ্জন করেন তাহাতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইব না!। উনি ব্রাহ্মণকন্যা, আমার মাতৃস্থানীয়া! ইহাঁর এই দুঃসময়ে যদি আমি স্বীয় গৌরবরক্ষার জন্য স্থানান্তরে চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কখনই অনুগ্রহ করিবেন না!! অতএব আমি এখন বাস্তবিকই "সম্ভোগী" এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া সম্মালাভ করিতে হয় তাহা হইলে যেন আমি জন্মে জন্মে এরূপভাবেই পতিত থাকি!! পতিত না হইলে পতিতের ঠাকুরকে কখনই আকুলকণ্ঠে ডাকিতে পারিব না। এই লাঞ্ছনার মধ্যেও আমি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ণ কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিব। যেহেতু মনে কোন দম্ভভাব জাগ্রত হইবে না!!

সংক্ষেপে ইহার গুরু পরম্পরার পরিচয় ও স্বভাব এবং ক্রিয়াকলাপের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে—গুরু-প্রণালী—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, তদনুগত (১) শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, তদনুগত (২) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, তদনুগতা (৩) শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণী, তদনুগতা (৪) শ্রীসুচিত্রা ঠাকুরাণী, তদনুগতা (৫) শ্রীরূপমঞ্জরী ঠাকুরাণী, তদনুগত (৬) শ্রীবিজয়গোবিন্দ ঠাকুর, তদনুগত (৭) শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, তদনুগত (৮) শ্রীরাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, তদনুগত (৯) শ্রীনবনলিনী দেবী।" ইহাঁর গুরুপাট ও পিতৃ-জন্মস্থান "কাঁটোয়া" নামক প্রসিদ্ধ স্থানে অবস্থিত। শ্রীশ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাধিকারী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোরাজ বা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সম্পর্কীত মাতুল ও দীক্ষাগুরু। শ্রীপাট অম্বিকার সুপ্রসিদ্ধ বাবাজী মহারাজ সিদ্ধ ভগবান দাসজীউর প্রিয় শিষ্য শ্রদ্ধেয় বাবাজী জগদীশ দাস মহাশয়, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে "কালীদহের বাবাজী" নামে সুবিখ্যাত ছিলেন, এই শ্রীনবনলিনী দেবী তাঁহারই "শিক্ষার শিষ্যা" হয়েন। শৈশবকাল হইতেই উনি সংসার-অনাসক্তা ছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে বহু যত্ন করিয়াও আমিষ্য ভোজন করাইতে পারেন নাই। ইহাঁর মনের গতি ও স্বভাব বুঝিতে পারিয়া পিতৃদেব অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। উনি ইংরাজী বিদ্যায়ও অনেক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু খারাপ হওয়াতে বিদ্যাধ্যয়ন কার্য্যে বিরত হয়েন, ইহার চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য ৺তারাপদ বাবুর পাঁচ হাজার টাকার অধিক ব্যয়ও হইয়াছিল। সেই অবধি ডাক্তারদের পরামর্শে উঁহাকে চসমা ব্যবহার করিতে হয়। উনি স্বীয় উদ্ভাবনী-শক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের বিষগুলির কবিতারচনাকার্য্য ১৬ বৎসর বয়সে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার সংসার বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া, জননী প্রমদাসুন্দরী দেবীর মনে আশঙ্কা হওয়াতে শীঘ্র বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা বাদুড়বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। কিন্তু উঁহার সংসার-বৈরাগ্য-ভাব

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে ১৩১৪ সালের ভাদ্রমাসে পিতৃদেব তারাপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সজ্ঞানে লোকান্তরি হইতেন! ইহার ২২ দিবস পরে ৪ঠা আশ্বিন তারিখে মাতৃদেবী প্রমোদাসুন্দরী দেবীও সজ্ঞানে লোকান্তরিত হইলেন। প্রমোদাসুন্দরী স্বীয় পুত্র কন্যাগণ মধ্যে সম্পত্তি সমান চতুর্থাংশে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া যান। তারাপদ বাবুর মৃত্যুসংবাদে কৃষ্ণনগরস্থ সরকারী আফিসের কার্য্য তিন দিবসের জন্য বন্ধ ছিল। ইহা দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সম্মানাস্পদ ছিলেন। বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তারাপদ বাবু বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তের আনুকূল্যের জন্য এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বহুসংখ্যক লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ হইতে ব্যয়ভার বহন করিতেন। কোন লোক বিপদে পড়িলেই তারাপদ বাবুর স্ত্রীর শরণ গ্রহণ করিত ও তারাপদ বাবুর অর্থে বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় হইত। এই দম্পতিযুগল হইতে যে কৃষ্ণনগর ও নদীয়া জিলার এবং বৈদ্যনাথ দেবঘর প্রভৃতির কত শত দীন দুঃখী ও বিপদগ্রস্তগণ রক্ষা পাইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়! এই তারাপদ বাবুর স্ত্রী একদা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন যে, যেন কোন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিতেছেন, "বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরদিকস্থ মাঠে গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্ত্তী চড়ার নিম্নে একটী মন্দির প্রোথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানেই উহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তুমি যে কোন প্রকারে উহা প্রকাশ করিবার উপায় করিয়া ঐ স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সেবার ব্যবস্থা কর।" এই স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি জাগ্রত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তারাপদ বাবুর নিকট বর্ণন করিলে, তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ স্থান দর্শনের জন্য আসিতেন ও ক্রয় করিবার ইচ্ছুক ছিলেন। তদনন্তর কি হইয়াছিল জানা নাই।

তারাপদ বাবু এইরূপে পরোপকারক কার্য্যে ব্যয় করিয়াও শেষ জীবনে দুই কিম্বা আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। এই শ্রীনবনলিনী দেবীর অংশে ন্যূনকল্পে ৬০ হাজার টাকার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু যে বয়সে নারীজাতি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, উনি সেই সমস্ত বিষয়ে লুব্ধচিত্ত না হইয়া পিতামাতার লোকান্তর গমনের অল্পদিন পরেই সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া ১৭ বৎসর বয়সে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন ও উন্মাদিনীর মত রাস্তা ঘাট ও বনে বনে ভ্রমণ করিয়া যৎসামান্য ভোজন দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার অগ্র-পশ্চাৎ অল্পদিন মধ্যে নিজের প্রায় সাত হাজার টাকার অলঙ্কারদি দরিদ্রা ও অভাবগ্রস্তাগণকে বিতরণ করিয়া শূন্যহস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় তিন বৎসর পরিমিত সময় দুগ্ধ ও যৎসামান্য আহার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়াছিলেন। সেবাকুঞ্জে নূতন সীতানাথ মন্দিরে থাকিবার সময় উঁহার তীব্র পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। অনন্তর আমি যে সময়ে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের পরিক্রমা রাস্তা পাথর দিয়া বান্ধাইবার চেষ্টা ও আন্দোলন করিতেছিলাম, সেই সময় উনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক আমার আনুকূল্য বিধান করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে সহোদরের মত জ্ঞান করিতেন এবং আমিও তাঁহাকে নিজের কনিষ্ঠা সহোদরা জ্ঞানক্রমে, তাঁহার আনুকূল্য ও সদয় ব্যবহারে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ও এই শ্রীনবদ্বীপাদির

সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলাম। পারমার্থিক সম্বন্ধেও উনি আমার "গুরুভগিন" হয়েন। যেহেতু কালীদহের জগদীশ দাস বাবাজী ও আমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগৌরচরণ দাস বাবাজী মহাশয় (যিনি সখ্যভাবাশ্রিত ছিলেন ও শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে "কুঞ্জরার বাবাজী" নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা) উভয়েই কালনার সিদ্ধ শ্রীশ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজের সম্পর্কে পরস্পর "গুরু-ভাই" ছিলেন। অতএব শ্রীশ্রীজগদীশ দাস বাবাজী আমার "কাকা গুরু" হয়েন। সুতরাং এই শ্রীনবনলিনী দেবী উভয় সম্পর্কেই আমার "ভগিনী" হয়েন। মধ্যে মধ্যে কোন বিষয় লইয়া এই শ্রীনবনলিনী এরূপ জিগীষা আরম্ভ করেন যে, তাহা কিছুতেই ছাড়েন না। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে অনেক লোক-গঞ্জনাও সহ্য করিতে হয়॥ দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমার "সুবড়" নামক স্থানের শ্রীজানকীনাথ মজুমদার নামক কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় নব্য যুবক শ্রীবৃন্দবনাদি দর্শনের জন্য মাতা পিতার অজ্ঞাতে গমন করেন। কিছু দিনান্তর ঐ জানকীনাথ মজুমদার শ্রীরাধা-কুণ্ডে শ্রীশ্রীগদাধর চৈতন্যের মন্দিরে বাস করিয়া বিশেষ সংযতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তথায় শ্রীল নিত্যানন্দ দাস বাবাজী প্রভৃতির একান্ত ইচ্ছা হইল যে, উঁহাকে ডুর কৌপীন পরাইয়া শীঘ্র "বিরক্ত সম্প্রদায়ের" মধ্যে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই শ্রীনবনলিনী তাহা করিতে না দিয়া জানকীর পিতা মাতাকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া তাহাকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করেন।

২। এই শ্রীনবদ্বীপের শ্রীরাধারমণ বাগে পূজ্যপাদ বাবাজী রাধারমণ চরণ-দাস জীউর শিষ্যগণ মধ্যে দুই জনা শ্রীশ্রীরাধিকা "জীউর সখী ভাবের" উপাসক হয়েন। তাঁহাদের নাম যথা—(১) শ্রীরাধাবিনোদিনী সখী ও (২) শ্রীললিতা সখী। উঁহাদের গুরুভ্রাতা শ্রীল শ্রীরামদাস বাবাজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উঁহার অনুরাগপূর্ণ আবেগভরা গান শ্রবণে অতি পাষাণ হৃদয়েও শ্রীশ্রীভক্তিদেবীর উদয় হইয়া থাকেন। এই মহানুভবের আচরণ দেখিয়া, বাঙ্গালা, বেহার, উৎকলদেশ ও মান্দ্রাজের অনেকস্থানে ভক্তি-সম্বন্ধীয় অনেক আন্দোলন হইতেছে। শ্রীশ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্পর্কীত অনেকটা স্থানের ও তাৎকালিক অনেকটা কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইতেছে। যদি সাম্প্রদায়িক দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া গুণের আদর করিতে হয়, তাহা হইলে নিরপেক্ষভাবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, "বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু-প্রচারিত শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবের প্রসার কার্য্যে শ্রীল রামদাস বাবাজীর ন্যায় অনুরাগী ও উৎসাহশীল ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহাদের গুরুদেব পূজ্যপাদ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয় একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ও স্বাধীনচেতা এবং উন্নতহৃদয়বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" সম্বন্ধীয় একটী সহজসাধ্য নাম কীর্ত্তনের রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া এক নূতন মত শ্রীবৈষ্ণবসমাজে প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শিশুগণ পর্য্যন্ত ঐ নাম কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া থাকে! বর্ণিত বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপস্থ দেবালয়গুলির "দর্শনী-ভেট" নিবারণের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াও ঐ প্রথা বারণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখ-সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়াছিলেন। উঁহার নিজের ঠাকুরের নাম "শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ।"

বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রীতিতেই সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীললিতা সখী এই সেবাকার্য্যের প্রধান পরিচালিকা। ইঁহার কঠোর শাসনভয়ে শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবাকার্য্য বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইতেছে এবং সকলেই ইঁহার আচরণে বিশেষ পরিতুষ্ট আছেন। এইস্থানে ঠাকুরের দর্শনী বাবতে কিছু দেওয়ার রীতি নাই দেখিয়া দর্শকগণ বিশেষ আনন্দলাভ করেন। এই শ্রীরাধারমণ বাগের ব্যবহার; রীতিনীতি ও সেবা পরিপাটী দেখিয়া সর্ব্বলোক মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু সমাজের নিকটবর্ত্তী পাদুকা দুই যোড়ার উপর শ্রীতুলসী দেওয়ার রীতি দেখিয়া মনে দুঃখ পাওয়াতে ভক্তগণ অনেক পরিতাপও করিয়া থাকেন! ৺রাধারমণ চরণদাস বাবাজীর অপ্রকটের তিন দিবস পরে তদীয় গুরুদেব পূজ্যপাদ ৺গৌরহরি দাস বাবাজী সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। দীনদুঃখী, বিপদ্‌গ্রস্ত ও পীড়িতগণের সেবা কার্য্যে শ্রীললিতা সখী প্রভৃতির ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। "শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম" ও "শ্রীনিত্যানন্দ মাতৃমন্দির" নামে এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দুইটী বিশেষ বিভাগ ও শাখা বৃদ্ধি করিয়া পীড়িত ও বিপদগ্রস্তগণের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়!! এই সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরের উন্নতিসাধনকল্পে যদি যাত্রীকগণ শ্রদ্ধাপ্রীতিতে অন্ততঃ একটী পয়সা হিসাবেও দিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে শত শত পীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্তের আনুকূল্য হইতে পারে। মাতৃমন্দিরে শিক্ষিতা মহিলা দ্বারা ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইবার রীতিও আছে॥

শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীর শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীরাধাবিনোদিনী সখীর ব্যবহার স্বতন্ত্র। তিনি এ সমস্ত কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া গ্রন্থাদি অধ্যয়ন কার্য্যেই অধিক সময় অতিবাহিত করেন। কেহ প্রীতিতে ডাকিয়া কিছু ভোজন করিতে দিলে তথায় যাইয়া আহার করেন। উঁহার বাসস্থানের কোন বিশেষ স্থানও নির্দ্দিষ্ট রাখেন না। উনি স্ত্রীবেশে থাকিয়া তদুচিত বেশ-বিন্যাস দ্বারা সজ্জিত থাকিতে অধিক আনন্দ অনুভবও করিয়া থাকেন। অতএব স্ত্রীলোকদের সঙ্গেই তাঁহার থাকা ও বাস করা স্বভাবসিদ্ধ। উঁহার স্বভাব অতি মৃদু ও কোন সময় কেহ রাগাইতে পারে না। অনেক সময়ে পরীক্ষা করিবার জন্য অনেকে অনেক গালাগালি দিয়াও দেখিয়াছে। উনি "নিতাইএর ইচ্ছা" বলিয়াই নিরুত্তর থাকেন। বস্তুতঃ উঁহার এমন কয়েকটী অসাধারণ গুণ রহিয়াছে, যাহা পরীক্ষা না করিলে কেহই বিশ্বাস ও ধারণা করিতে পারেন না। এরূপ আত্মসংযমী ও জড়প্রকৃতির লোক আমি কখনও দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উঁহার কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে "জড়ভরতের" প্রস্তাবটী মনে জাগ্রত হইয়া থাকে। সাধারণ লোক উঁহার স্বভাব চরিত্রের বিষয় ভালরূপ না বুঝিতে পারিয়া, উনি যে স্ত্রীলোকের নিকট থাকেন, তজ্জন্য অনেক নিন্দা করিয়া থাকে। তাহাদের এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গতই হইতে পারে, যেহেতু তাহারা গৃহাশ্রমী। তাহাদের মানসম্ভ্রম আছে এবং সমাজের শাসনানুসারে চলিতে হয়। অতএব তাহারা যে নিন্দা করিবে ও অসন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই। শ্রীমহাজন বাক্যেও আছে যে,— "যদি হই ভবনদী পার। তবুও না ছাড়ি লোকাচার॥" অতএব নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে লোকের বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হইতে হইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ

মাত্র নাই। লোকনিন্দার ভয়ে শ্রীললিতা সখী প্রভৃতি শ্রীরাধাবিনোদিনী সখীর গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে তত আদর করেন না। অতএব এই শ্রীনব-নলিনী দেবীর দ্বিতীয় জিগীষার কারণ উপস্থিত হইল,—"আমি উহাঁকে নিকটে রাখিব ও গুরুবুদ্ধিতে সেবা করিব। ইহাতে অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক আমি বিরত হইব না।"

বৎসর পরিমিত সময় হইল শ্রীরাধাবিনোদিনী সখী আমাদের একসঙ্গে বাস করিতেছেন। আমি তাঁহার আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি; সমস্তই আনন্দপ্রদ, কিন্তু উহাঁদের লৌকিক ব্যবহারের ব্যতিক্রম দেখিয়া কেহই সন্তুষ্ট নহেন। কিন্তু যে সমস্ত কারণের জন্য তাঁহাদের উভয়কে লোকে নিন্দা ও পরিবাদ দিয়া থাকে, আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের চরিত্রের উপর কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের সন্ধান করার পর হইতে শ্রীনবদ্বীপস্থ অনেকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বৈষ্ণব-পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতির নিকটে আমার বিরুদ্ধে পত্রাদি পাঠাইয়াছিলেন। অতএব এই সমস্ত বিষয় সত্য কিনা অবগত হইবার জন্য "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারক" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী ডাক্তার মহাশয় আমাকে বিগত ২৬শে আগষ্ট অর্থাৎ ১০ই ভাদ্র ১৩২১ সালে একখানা পত্র লিখিলে, উহার উত্তর দিতে আমার ২৬ পৃষ্ঠা কাগজের আবশ্যক হইয়াছিল। এই বিস্তৃত পত্র ও সাত বৎসর যাবৎ পরিশ্রমলব্ধ সমস্ত কাগজ পত্রাদি সঙ্গে লইয়া কলি-কাতায় গমনপূর্ব্বক একে একে সমস্ত অবস্থা ভালরূপ বুঝাইয়া দিয়া যখন লিখিত পত্র তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, তখন তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীয় অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ঐ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমি চলিয়া যাওয়ার পর আমার বিরুদ্ধে উনি অনেক কথা উত্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই ডাক্তার নন্দী প্রভৃতির বিশ্বাসোৎপাদন করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথেই ফিরিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে আরো একটী বিষম পরীক্ষা আমার উপর উপস্থিত হইল। ৺কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের পক্ষীয়গণ আমার বিরুদ্ধে শ্রীশ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এবং সজ্জনতোষনী পত্রিকায় বিষম আন্দোলন ও গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের প্রশ্নের উত্তরগুলি যে যে নিয়মে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যে সমস্ত আবশ্যকীয় প্রমাণাদি প্রাপ্ত ও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহার তালিকা ও নকল নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা,—

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বর্ত্তমান নূতন মায়াপুর-সম্বন্ধীয় উক্তি প্রত্যুক্তি।

১। হিতবাদী ১লা ভাদ্র ১৩২৪ সাল—"গৌরগৃহ মৃত্তিকাগর্ভে মন্দির"

২। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ২রা ভাদ্র ,, —"শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভবন উদ্ধার"

৩। বিঃ প্রিঃ ৯ ভাদ্র ,, —"শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটে" (শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ) কৃত প্রবন্ধ দ্বারা ব্রজমোহন দাসকে আক্রমণ।

৪। বিঃ প্রিঃ ১৬ ভাদ্র ,, —"কাল্পনিক গৌরাঙ্গের জন্মস্থানে গভর্ণর" (শ্রীযোগীন্দ্রকুমার বসু ভক্তি-প্রদীপ বি, এ) কৃত প্রবন্ধ দ্বারা আক্রমণ ও উপহাস।

৫। বিঃ প্রিঃ ২৩শে ভাদ্র ,, —"শ্রীমায়াপুর কোথায়?" (শ্রীব্রজ মোহন দাস) কৃত প্রবন্ধ দ্বারা ৯ ভাদ্র তারিখের "জন্মভিটে" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

৬। বিঃ প্রিঃ ৩০শে ভাদ্র ,, —"শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম ভিটা" (শ্রীসাতকড়ি চট্টো) ঐ তারিখের পত্রিকায় ১৬ ভাদ্র তারিখের "গৌরাঙ্গের জন্মস্থানে গবর্ণর" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ (শ্রীব্রজ-মোহন দাস)।

৭। বিঃ প্রিঃ ১৩ই আশ্বিন ,, —"শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ" (শ্রীযোগেন্দ্র কুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ বি, এ,)।
ঐ পত্রিকায় ৩০শে ভাদ্রের "জন্মভিটা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ (ব্রজমোহন দাস)।

৮। সজ্জনতোষণী আশ্বিন ,, —"গৌরগৃহে হুজুগ" প্রবন্ধ দ্বারা ব্রজ-মোহন দাসকে ভৎর্সনা ও আক্রমণ।

৯। পল্লীবাসী ২৪শে আশ্বিন ,, —"গৌরগৃহ নির্ণয়" প্রবন্ধ দ্বারা ব্রজমোহন দাসের মতের সমর্থন ও আশ্বিনের সজ্জন-তোষণীর লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা দ্বারা দুঃখ প্রকাশ।

১০। বিঃ প্রিঃ ২৭শে আশ্বিন ,, —"শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটা" ও "শ্রীমায়াপুর" এই দুই প্রবন্ধ ৺ কেদার বাবুর পক্ষের।

[illegible]খের পত্রিকায় পাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সিংহের প্রেরিত পত্র দ্বারা কেদার বাবুর পক্ষীয় আন্দোলনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ।

[illegible]বদ্বীপবাসী প্রাচীন বিজ্ঞচতুষ্টয়, যাঁহারা মন্দির স্বয়ং দর্শন করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্র ও স্বীকারনামা। যথা,—

১। "৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমিতে ১১৯৯ সালে স্বকীয় অভীষ্টদেব শ্রীরাধাবল্লভ জীউর নবরত্ন চূড়াবিশিষ্ট বৃহৎকায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত ও প্রোথিত হইয়া যায়। পরে ১২৭৯ সালে গাঙ্গার ভাঙ্গনে ঐ মন্দির পুনরায় বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে। যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ বহু লোক অদ্যাপি নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমরাও উক্ত সময়ে গঙ্গাসলিল-নিমগ্ন বৃহৎ শৃঙ্খলযুক্ত মন্দির নিজেও দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে ঐ স্থান নবদ্বীপের বায়ুকোণে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। যন্ত্রের সাহায্যে চেষ্টা করিলেই উক্ত অখণ্ড মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পরে। ইতি সন ১৩২৪ সাল, তারিখ ৮ই শ্রাবণ।

২। পাইকপাড়া হইতে ১৩২৪ সালের ৮ই আশ্বিন তারিখের প্রাপ্ত বংশাবলীর কিয়দংশ। যথা,—

৩। পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মুন্সী [illegible] হইতে ২৬শে আশ্বিন ১৩২৪ সালের প্রেরিত পত্রাংশ। যথা,—

"৺ গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের দীক্ষাগুরুর শ্রীপাট সৈদাবাদ, [illegible] মুর্শিদাবাদ, নৈকষ্য বন্দোপাধ্যায় বংশ উদ্ভব জানিবেন। ইতি

শ্রীরামলাল বসু মুন্সী। শ্রীসদাশিব মিত্র ম্যানেজার।"

৪। ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দির ও [illegible] নূতন মায়াপুরসম্বন্ধে পাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সিংহ মহাশয়ের ১৫ই ১৩২৪ সালে প্রেরিত পত্রাংশ। যথা,—

"৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ৺ বিহারীসিংহের পুত্র। তিনি সৈদাবাদের শিষ্য। শ্রীল আচার্য্য প্রভুর প্রশিষ্য ৺ হরিরাম আচার্য্য, যিনি সৈদাবাদের মুল পুরুষ হয়েন, কান্দীর ঐ বংশ সকলেই ঐ বংশের শিষ্য। পাঁচথুপীর কোন ব্রাহ্মণের শিষ্য নহেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন না। নবদ্বীপে ৺ তোঁতারাম দাস বাবাজীর উপর অনেক অত্যাচার হয়। দেওয়ানজী সহায় হইয়া বড় আখড়া স্থাপন করিয়া দেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অত্যাচার দূর করেন। মহারাজও দেওয়ানজীর ভয়ে আর অত্যাচার না করিয়া সদয় হন। রামচন্দ্রপুরে দেওয়ানজীর ৺ সেবা স্থাপন হয়। তথায় বৈষ্ণবসেবা ও অতিথি সেবার বিশেষ ব্যয়বিধান ছিল; আমার পিতামহ ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, আমিও ঐ সংসারে বহুকাল কান্দীর কর্ম্মাধক্ষ্য পদে নিযুক্ত ছিলাম। মিঞাপুরে মায়াপুর পূর্ব্বে কেহ কখন শুনেন নাই; ৺ কেদার বাবু ঐ স্থান মায়াপুর প্রচার করেন বলিয়া মায়াপুর হইয়াছে। বস্তুতঃ ঠিক প্রভুর জন্মভূমি কোথায়, কেহ নিশ্চয় করিতে অপারক। শুনিয়াছি দেওয়ানজীও অনেক অনুসন্ধানে স্থির করিতে পারেন নাই। নিকটবর্ত্তী ভূমিতেই ৺ বাটী প্রস্তুত করেন।"

৫। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ১৪০৭ শকাব্দায় ও ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার ২৮২ বৎসর পূর্ব্বে ১১২৫ শকাব্দায় ও ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া রাজধানী মুসলমান শাসনান্তর্ভুক্ত হওয়ায়, মুসলমান কর্ত্তৃপক্ষগণ কাজিপাড়া, মোল্লাপাড়া ও মিঞাপাড়া নামে তিনটী মুসলমান বসতি প্রতিষ্ঠা করেন। শেষোক্ত মিঞাপাড়া নামক স্থানকে "মিঞাপুর" ও "মেয়াপুর" দুই নামেও উল্লেখ করা হইত এবং এখনও লোকে ঐ নামে নির্দ্দেশ করেন। শ্রীহট্ট জেলার নদীয়া প্রবাসী বৈদিক বিপ্র ও পরম নৈষ্টিক শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীনবদ্বীপের যে অংশে অবস্থিতি করিতেন ঐ স্থানকে "বৈদিক পল্লী" নামেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঐ সুবিস্তৃত ব্রাহ্মণপল্লী নবদ্বীপের চিনাডাঙ্গার উত্তরাংশে ছিল। যথা,—

"১১৮১ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখে নদীয়ার ৺ শ্যামসুন্দর চৌধুরী মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট যে সনন্দ পান, তাহাতে লিখিত আছে যে,—"নদীয়া চিনাডাঙ্গায় বেদঙ্গ ভট্টাচার্য্যদিগের আওলাত বাটীর দক্ষিণে তোমার বসত বাটীর ভূমি দেওয়া গেল।" উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণ আজিও বুড়াশিব তলায় সেই ভিটায় বাস করিয়া আসিতেছেন।" (১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসের শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার ৪৪২—৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রাচীন চিনা ডাঙ্গার উত্তরে যে বৈদিক পল্লী ও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাসস্থান ছিল, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। চিনাডাঙ্গা সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে যে,—"নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত। এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত॥ তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গা পারডাঙ্গা আদি রম্যস্থান॥" এই চিনাডাঙ্গার দক্ষিণে "পারডাঙ্গা" নামক প্রাচীন স্থানের সন্ধান ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের রেনল্ড সাহেবের অঙ্কিত নদীয়া মানচিত্রের সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে এই স্থানসম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে,—

"সর্ব্বনবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়। গাদিগাছা মাজিদা পারডাঙ্গা দিয়া যায়॥" বর্ত্তমান নবদ্বীপের "দেওরা পাড়া" প্রভৃতি স্থান "পারডাঙ্গার" অন্তর্ভুক্ত। অতএব চিনাডাঙ্গা ও পারডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান মায়াপুরান্তর্গত নবদ্বীপের মধ্যেই ছিল।

"ঐ দেওরা পাড়ার শ্রীযুক্ত মতিলাল পুরোহিত ভট্টাচার্য্যদিগের পূর্ব্ব বসত-বাটী নবদ্বীপের উত্তরে ব্রাহ্মণপল্লীতে ছিল। সেই বসতবাটী গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র শিরোমণি বর্ত্তমান দেওরা পাড়ায় বাস করিবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৮৭ সালে যে সনন্দ পান তাহাতে লিখা আছে যে,—"রামদেব বিশ্বাসের কৌতি ভিটায় তাঁহাকে বাস করিতে দেওয়া হইল।" এই ব্রাহ্মণপল্লীর পরেই বৈদিকপল্লী ছিল, ঐ পল্লী-তেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহ ছিল।" (১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসের গৌরাঙ্গ সেবকের ৩০০—৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৬। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ১৪৩১ শকাব্দার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পারঘাট দিয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়ার পর হইতে ঐ ঘাটের নাম "নির্দ্দয়া ঘাট" নামে পরিচিত হয় এবং ঐ ঘাটের পরপারবর্ত্তী গ্রামের নাম "নির্দ্দয়া" বা "নদিয়া" আখ্যা দেওয়া হয়। ঐ গ্রাম এখনও পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির ঐ স্থানের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে ও বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গার দক্ষিণসংলগ্ন তীরে মৃত্তিকাগর্ভে রহিয়াছে। ঐ নির্দ্দয়া গ্রাম হইতে ৺ কেদার বাবুর প্রতিষ্ঠিত মায়াপুর অনুমান সোয়া কিম্বা দেড় মাইল অপেক্ষা অধিক ব্যবধানে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই দুই গ্রামের মধ্যভাগে "শ্রীনাথপুর" ও "ভারইডাঙ্গা" নামক গোপপল্লী দুইটী অবস্থিত। এতন্মধ্যে "ভারইডাঙ্গা" নামক স্থান শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরোক্ত প্রাচীন স্থান বিশেষ। এই নির্দ্দয়া সম্বন্ধে "বংশীশিক্ষা" নামক প্রাচীন গ্রন্থের ৪র্থ বিলাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"তবে সবে পার ঘাটে দৌড়িয়া যাইল। নেয়েরে ডাকিয়া তথা কহিতে লাগিল॥ ওহে নেয়ে পার হয়ে গেছে কি নিমাঞি। নেয়ে বলে ভোরে ভোরে যাইল গোসাঞি॥ তবে সবে কপালেতে করি করাঘাত। জাহ্নবীরে ডাক দিয়া কহে এই বাত॥ ওরে দেবি নিরদয়া হইয়া যেমন। নিমাইরে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ॥ তেঁঞি আজ হইতে তোর নিরদয়া নাম। অবনী ভরিয়া লোক করিবেক গান॥ আর তোর এ ঘাটের নাম আজ হতে। নির-দয়া ঘাট হইল জানিহ নিশ্চিতে॥" (বং শিঃ)

অতএব "নিদয়া" ঘাটের এবং ঐ গ্রামের নৈকট্য সম্বন্ধে প্রমানিত হইতেছে যে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থানের যতদূর সম্ভব নিকটেই ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ শ্রীমন্দিরটী গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সম্পর্কীত স্থান লইয়া এত বাক্‌বিতণ্ডা ও মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে! যাহা হউক এই প্রসিদ্ধ মন্দিরটী যাহাতে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিয়া সর্ব্বসাধারণকে দর্শন করাইয়া ঐ স্থানে শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনীর কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন একটী আদর্শ সেবা সংস্থাপিত হইতে পারে, তৎপ্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ ও স্বদেশপ্রেমিক প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা ও ধনী সন্তানগণের মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীমন্দিরের স্থিতি স্থান নির্ণয়।

শ্রীনবদ্বীপের "পীরতলা" ঘাটের প্রায় এক মাইল বায়ুকোণে, রামচন্দ্রপুর গ্রামের প্রায় অর্দ্ধমাইল ঈশানকোণে, মাতাপুর গ্রামের একমাইল পূর্ব্বে, রুদ্রপাড়া ও নির্দ্দয়া গ্রামের অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে, ৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের প্রতিষ্ঠিত নূতন মায়াপুর গ্রামের অনুমান দেড়মাইল নৈঋৎকোণে এবং বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গার অনুমান আড়াই কিম্বা তিনশত হাত দক্ষিণে—(উত্তর দক্ষিণ সারিবদ্ধক্রমে) দুইটী বড় বাবলার গাছ আছে। ওই বৃক্ষ দুইটীর অনুমান চারিশত হাত দক্ষিণে একটী পড়া ছোট বাবলার গাছও রহিয়াছে। (পশ্চিমে দুইটী ছোট বড় সিমুলের গাছও রহিয়াছে।) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ওই চারিশত হাত দৈর্ঘ্য ও দুইশত হাত প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনুমান ২০।২২ হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নদেশে (উত্তর দক্ষিণ দিশায় পতিত অবস্থায়) রহিয়াছে।

মিঞাপুর নামক স্থান যে "মায়াপুর" নহে, বিগত ২৪শে আশ্বিন ১৩২৪ সালের পল্লীবাসী পত্রিকায় "গৌরগৃহ-নির্ণয়" নামক প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ওই প্রবন্ধের কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা,—

"এই মিঞাপুরকে মায়াপুর গড়িবার সময় নবদ্বীপবাসী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সে সময় রাঢ়ী মহাশয়ের বাড়ীতে ওই বিষয়ের মীমাংসার জন্য মাঘোৎসবের মেলায় যে পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে পণ্ডিত মদনগোপাল প্রভু সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় এই প্রবন্ধলেখকও উপস্থিত ছিলেন। সে সময় মিঞাপুর যে মায়াপুর নয়, ইহাই সাব্যস্ত হয়। কেবল কেদার বাবু তখন কৃষ্ণনগরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকায়, পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্নের পরামর্শে সভা হইতে সে সময় কোন বাদ করা হয় নাই।" (পল্লীবাসী ২৪শে আশ্বিন, ১৩২৪ সাল)।

বিগত ৩০শে ভাদ্র তারিখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "জন্মভিটা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখা আছে যে,—"শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভিটাটী দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ স্বীয় গুরুদেবের নামে পাঁচথুপী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব করিয়া তাহাই কাগজভুক্ত করেন। * * দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ওই দিব্যস্থানটীকেও পাঁচথুপীর ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব করিয়া দিয়াছিলেন। উহার চারিপার্শ্বে বৈরাগী বসাইয়া বৈরাগী ডেঙ্গা নাম দিয়াছিলেন। কালে ব্রহ্মোত্তরগুলি বিক্রীত হইলে মুসলমানগণ খরিদ করেন।" (বিঃ প্রিঃ ৩০শে ভাদ্র, ১৩২৪ সাল)

এই প্রবন্ধগুলির বর্ণন যে মিথ্যা তাহা ২৭শে আশ্বিন তারিখের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতে পাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সিংহের চিঠিদ্বারা প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আবার পল্লীবাসীর উপরোক্ত বর্ণন দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান মায়াপুর নামক স্থান "মিঞাপুর" নামক মুসলমান পল্লী ভিন্ন আর কিছুই নহে! অতএব নিম্নলিখিত পত্রাংশ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীমন্দিরের ভিত খনন সময়ে যে সমস্ত অস্থি বাহির হইয়াছিল, তাহা মুসলমানদের 'কবরের' অস্থিই ছিল। যথা,—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বংশধর শ্রীপাদ তারকব্রহ্ম গোস্বামির পত্রাংশ,—

"শ্রীধামনবদ্বীপে বর্ত্তমান সময়ে মায়াপুর নামে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান যাহা প্রকাশ হইয়াছে, ওই মায়াপুরের পূর্ব্বনাম "মেয়াপুর" ছিল। **কিছুদিন পরে ওই স্থানে শ্রীমন্দিরাদি পাকা ইষ্টকালয় আরম্ভ হইল। ওই ইষ্টকালয় শ্রীমন্দিরাদির ভীত্ত খনন করিতে মুসলমানদিগের কব্বরের অস্থি অনেক বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান মায়াপুর কথিত ঠাকুর বাটীতে আমি প্রথম হইতে একাদিক্রমে সাতবৎসর বাস করিয়াছিলাম। ইতি ৯ই আশ্বিন ১৩২৪ সাল।"

এখন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহ যে গঙ্গানগর ও সিমলিয়া গ্রামের নৈঋৎকোণে কিছু ব্যবধানে ছিল তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে সিমলিয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনের পর্য্যায় এরূপে বর্ণিত আছে যে,—

"গঙ্গার তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥ আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি। তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌর হরি॥ বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া। গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া॥"

নৈঃ
১ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ঘাট
২ মাধাইর ঘাট
৩ বারকোণা ঘাট
৪ নগরিয়া ঘাট
৫ গঙ্গানগর
মিঞাপুর ×
ঈঃ ৬ সিমলিয়া

* চিহ্নিত মিঞাপুর গ্রামের অনুমান সিকি মাইল নৈঋৎ কোণে গঙ্গানগর গ্রাম (লুপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গানগরের চড়ারূপে পরিণত স্থান) অবস্থিত। ঐ মিঞাপুর স্থানের ঈশাণকোণে অনুমান অর্দ্ধমাইল অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যবধানে প্রসিদ্ধ চাঁদকাজির বাড়ী ও সমাধি স্থান অবস্থিত। অতএব সিমলিয়া ও গঙ্গানগরকে যোগ করিবার জন্য একটী রেখা অঙ্কিত করিলে মধ্যে এই মিঞাপুর গ্রাম পাওয়া যায়। যদি সিমলিয়া ও গঙ্গানগরের উপর কল্পিত রেখাকে নৈঋৎ কোণের দিকে বৃদ্ধি করিয়া চারি ঘাটের চিহ্ন অঙ্কিত করি তাহা হইলেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাট ও বাড়ী ঐ দুই স্থান অর্থাৎ সিমলিয়া ও গঙ্গানগরের নৈঋৎকোণে কিছু দূরে ছিল। অতএব এই মিঞাপুর গ্রাম যে শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্পর্কীত স্থান নহে এবং ঐ স্থান শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থোক্ত "শ্রীশ্রীমায়াপুর" নামক স্থান নহে তাহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে প্রতিপন্ন হইল। অতএব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত মন্দির যে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের বাসস্থানের অতি নিকটবর্ত্তী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বোধ করি সে সম্বন্ধে আর কাহারো কোনরূপ সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই।

এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগর পরিভ্রমণসম্বন্ধীয় দ্বাদশটি স্থানের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টী স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। যথা,—(১) শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বসতিস্থান, (২) গঙ্গানগর, (৩) সিমলিয়া, (৪) গাদিগাছা, (৫) মাজিদা ও (৬) পারডাঙ্গা। তাহাদের স্থিতিস্থান যথা,—শ্রীমহাপ্রভুর বাসস্থানের ঈশানকোণে গঙ্গানগর

(এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই চারি ঘাট ছিল); গঙ্গানগরের ঈশানকোণে সিমলিয়া বা ব্রাহ্মণপুকুর গ্রাম অবস্থিত, (এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় বল্লালদিঘি নামক প্রাচীন জলাশয় অবস্থিত); সিমলিয়ার দক্ষিণে গাদিগাছা (এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় শঙ্খবণিক পল্লী, তন্তুবায় পল্লী ও শ্রীধরের গৃহ ছিল); গাদিগাছা গ্রামের দক্ষিণে মাজিদা গ্রাম অবস্থিত। মাজিদা গ্রামের পশ্চিমে পারডাঙ্গা অবস্থিত। পারডাঙ্গার বায়ুকোণ দিশায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির সম্বন্ধীয় স্থান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাসস্থানের অন্তর্ভুক্ত। এই দুই স্থানের মধ্যভাগে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইত যাদব বংশধরগণের প্রাচীন বসতিস্থল "মালঞ্চপাড়া" নামে বিখ্যাত। অতএব এই স্থান যে শ্রীসনাতন মিশ্রের সম্পর্কীত ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর জন্মস্থান, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ৺তোতারাম দাস বাবাজী মহাশয় এই শ্রীমালঞ্চপাড়া হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত শ্রীবিগ্রহকে উঠাইয়া শ্রীনবদ্বীপের বর্ত্তমান "মহাপ্রভু পাড়া" নামক স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন)। অতএব শ্রীশ্রীউদ্ধবদাস ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত একটী প্রাচীন পদ যাহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপায় হস্তগত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীনদীয়া নগরের স্থিতি স্থান নিরূপিত হইল। যথা,—

"যে দিনেতে গৌর হরি, কাজিরে দলন করি, নবদ্বীপে করিলা ভ্রমণ। চারিঘাট উত্তরিয়া, গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া, পরে জলাশয় সুশোভন॥ জলাশয় ঐশাণ্যেতে, চাঁদ কাজি করে স্থিতি, সিমলিয়া নামে সেই স্থান। কাজিরে দলন করি, ভক্ত সঙ্গে গৌরহরি, দক্ষিণ দিশা করিলা গমন॥ সংকীর্ত্তনে মত্ত হই, শঙ্খ তন্ত পল্লী দুই, মনানন্দে করিয়া ভ্রমণ। শ্রীধরের গৃহ হৈয়া, গাদিগাছা মাজিদা দিয়া, পশ্চিম দিশা পারডাঙ্গা স্থান॥ তাহার উত্তর দিয়া, রাজপণ্ডিতের গৃহ হইয়া, ভক্তগণে মহাসুখী করি। বায়ুকোণে কিছু দূরে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে, নিজগৃহে গেলা গৌর হরি॥ উত্তরেতে নিজ ঘাট, তার পূর্ব্বে মাধাইর ঘাট, নিকটেতে শ্রীবাস ভবন। তাহার ঐশাণ্য কোণে, বারকোণা ঘাট নামে, যাহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম॥ তার উত্তরে কিছু দূরে, নগরিয়া ঘাট বরে, তার উত্তরে গঙ্গানগর গ্রাম। এ উদ্ধব মন্দ মতি, শোধিতে আপন মতি, নগর ভ্রমণ বিরচিল গান॥"

শ্রীধাম নবদ্বীপের ভেট আদায়ের মন্দিরের তালিকা।

১। শ্রীবাসাঙ্গন—এই স্থান তৃতীয়বারে বসিয়াছে। আদি শ্রীবাসাঙ্গন গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইলে পর, দ্বিতীয়বারে পুরাণগঞ্জে "রাধি কলুনীর ভিটায়" শ্রীবাসাঙ্গন পরিকল্পিত হয়। কালক্রমে ঐ স্থানও গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় ৩০।৪০ বৎসর হইল তৃতীয়বারে এই শ্রীবাসাঙ্গন স্থান প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্থান লছমন দাস বাবাজীর হস্তে ছিল। তদনন্তর তদীয় অনুগত রামদাস বাবাজীর হস্তে, তদনন্তর হরিদাস বাবাজীর হস্ত হইতে শ্রীপাদ নদীয়াচাঁদ গোস্বামীর হস্তে পতিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থান তদীয় পুত্র শ্রীপাদ প্রতাপচন্দ্র গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে আছে। এই স্থানের

দর্শনী ভেট বাবতে দর্শকগণকে চারি আনা হিসাবে দেওয়া হয়। (এই স্থান কিন্তু আদি শ্রীবাসাঙ্গন নহে)।

১নং সোণার গৌরাঙ্গ ।৫ সোয়া চারি আনা। ২নং সোণার গৌরাঙ্গ ৵০ দুই আনা। শ্রীধরাঙ্গন ৵০ দুই আনা। উল্লিখিত চারিটী স্থান শ্রীপাদ প্রতাপ চন্দ্র গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে। উনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর হয়েন।

চাপাল-গোপাল উদ্ধার ৵০ আনা ও জগাই-মাধাই উদ্ধার ৵০ আনা। সাং শ্রীবাসাঙ্গন পাড়া। এই দুই স্থানের স্বত্বাধিকারী শ্রীল হরিদাস মহান্ত।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পাড়াস্থিত মন্দিরাদি,—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ।০ চারি আনা। এই স্থানে যাহা ভেট আদায় হয়, তাহা সেবাইতগণ আপন আপন ভাগের অংশ মত পাইয়া থাকেন। (ঐ দর্শনী টাকা পয়সা সেবাইতগণ নিজ পরিবার পোষনার্থেই ব্যয় করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কোন কার্য্যে ব্যয় হয় না)।

শ্রীশ্রীশচীমাতা /০, জগাই-মাধাই উদ্ধার ৵০, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ৵০ আনা, (কিন্তু ১৩২৪ সাল হইতে ⁄০ হইয়াছে), পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ড ⁄০, শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ ৵০, ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু ৵০, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ৵০, (কিন্তু ১৩২৪ সাল হইতে ⁄০ হইয়াছে) শ্রীশ্রীহরি সভা ৵০, (কিন্তু ১৩২৪ সাল হইতে ⁄০ হইয়াছে), চৈতন্য-সভা /০, একলা নিতাই /০ আনা ইত্যাদি।

বড় আখড়ার (এই স্থানে ৺তোঁতারাম দাস বাবাজীর সেবিত শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দর জীউ অবস্থিত) সন্নিকটে—শ্রীশ্রীবলদেব মন্দির, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীমদনমোহনজী, ছোট আখড়া ও ৺গোরাচাঁদ বাবাজীর আখড়া প্রভৃতি (বৈষ্ণবগণের পরিচালিত) দেবালয় অবস্থিত।

সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীউর ভজন কুটীর—পীরতলা ঘাটের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। উনি ১৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐস্থানে তাঁহার সমাধিস্থান অবস্থিত। এই ভজন কুটীরে অনেক বিরক্ত (উদাসীন) বৈষ্ণব সাধন ভজন করিতেছেন। সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর ভজনস্থান ও সমাধিমন্দির শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মন্দিরের নিকট অবস্থিত। উঁহার প্রযত্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উনি অত্যন্ত গৌরনিষ্ঠ ও প্রভাবি বৈষ্ণব ছিলেন। সম্প্রতি ঐ স্থানে প্রবীন ও প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় সাধন ভজনে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। উনি অত্যন্ত মধুর প্রকৃতি ও মিষ্টভাষী হয়েন। শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন বৈষ্ণবের মধ্যে উনিই অধিক বৃদ্ধ। সিদ্ধ শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয় অত্যন্ত নিষ্কিঞ্চনভাবে শ্রীনবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় বাস করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও আত্মসংযম দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। তাঁহার সমাধিস্থান শ্রীনবদ্বীপের পূর্ব্বদিকস্থ গঙ্গাচড়ায় অবস্থিত। পূজ্যপাদ শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহাশয়ের নিতাই গৌরের "প্রীতি সেবা" দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বাবাজী যাহা কিছু আলাপ ও চেষ্টা সমস্তই এই দুই ভাইকে লইয়াই হইয়া থাকে তিনি যে প্রীতির বলে আবিষ্টচিত্ত থাকিয়া অনবরত এই দুই ভাইয়ের প্রতি তাড়ন ভৎর্সন ও আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাহা বড়ই মধুর। সাধারণ

লোক ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে কিছু বিরক্তিভাবও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই মহাত্মা বড় আখড়ার দক্ষিণদিকস্থ চৌরাস্তার মধ্যস্থলে একখানা কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়া পরম প্রীতিতে নিতাই-গৌর বিগ্রহ-দ্বয়ের সেবানন্দে কাল কাটাইতেছেন। বড় আখড়ার বৃহৎ নাটমন্দির সম্প্রতি কোন ধনাঢ্য ভক্তদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানের নৈঋৎকোণবর্ত্তী স্থানকে "নিমাইর জন্মস্থান" বলিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থের সঙ্গে ঐ স্থানের কোন মত পরিলক্ষিত হইতেছে না। মণিপুর রাজবাড়ীর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও বৈষ্ণবগণের আদর্শ ঠাকুর। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নামক প্রাচীন বিগ্রহ বেদড়া পাড়ায় অবস্থিত। কন্থাধারির আখড়াও নবদ্বীপের একটী প্রাচীন স্থান।

শ্রীবাসাঙ্গনের দক্ষিণস্থ বনছারী বাগান যাইবার রাস্তায় শ্রীশ্রীরাধামাধব জীউর মনোরম শ্রীবিগ্রহ আছেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বংশধর শ্রীপাদ তারকব্রহ্ম গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে ঐ সেবা চলিতেছে। ঐ স্থানে কোনরূপ দর্শনী ভেট লওয়া হয় না। বনছারি বাগানে অনেক বিভিন্ন মতাবলম্বী বৈষ্ণবের বাস। ঐ স্থানে "শ্রীচণ্ডীদাসের" স্থানটী বিশেষ কৌতুকাবহ স্থান। ঐ স্থানে "রজকিনী ও চণ্ডীদাস" নামে সাধুযুগল বাস করিতেছেন। নিকটে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিও আছে। উহাঁর বিরচিত গ্রন্থের নামও "চণ্ডীদাস।" এতদ্ব্যতীত উহাঁদের মতানুকুলে অনেক গ্রন্থও বিরচিত আছে। সাধারণ লোক উহাদিগকে এবং প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া চণ্ডীদাস ঠাকুর বলিয়াই মনে করিয়া থাকে! কিন্তু যাঁহার রচিত গান শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিতেন, সেই কবিকুল শিরোমণি মহাত্মা শ্রীশ্রীঠাকুর চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়েন।

শ্রীনবদ্বীপে যে সমস্ত বৈষ্ণব-সমাধি স্থান আছে তন্মধ্যে শ্রীরাধারমণ বাগের ৺রাধারমণ চরণদাস বাবাজী ও তদীয় গুরুদেব পূজ্যপাদ ৺গৌরহরি দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিস্থান যেরূপ আড়ম্বরে প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকে তাহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ। এই দুইয়ের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে নবরাত্র সংকীর্ত্তন মহোৎসবও হইয়া থাকে। ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়াতে ৺রাধারমণ চরণদাস বাবাজীর ও তাহার দুই দিবস পরে শুক্লাচতুর্থী তিথিতে ৺গৌরহরি দাস বাবাজীর তিরোধান হইয়াছিল। বর্ণিত শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। ফাল্গুনী অমাবস্যা তিথিতে ১০৮ ঘড়া জলে অভিষেক কার্য্য বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সমাধি স্নানাভিষেক দর্শনার্থ লোক সমাগমও হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীতুলসী-দল প্রক্ষিপ্ত জলে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। পাছে এই জল মাড়াইতে হয় আশঙ্কায় নৈষ্টীকগণ দুরে থাকিয়াই দর্শন করিয়া থাকেন! কেহ কেহ দুঃখও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই দুই প্রসিদ্ধ সমাধিস্থানের জন্যই শ্রীরাধারমণ বাগের অপর নাম "সমাজবাড়ী"। এই স্থানে, বিশেষতঃ এই শ্রীশ্রীনদীয়া নগরে প্রত্যহ শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থাদি পাঠ কীর্ত্তনানন্দে ভক্তগণকে অতুল সুখ বিধানের প্রযত্ন করা হয়। (তবে পদ্ম ও গোলাপ পুষ্প-চয়ন কার্য্যে কণ্টকের কিছু কিছু আঁচড় লাগিলেও শ্রীভগবানের চরণে অর্পিত হওয়ায় দুঃখ অপেক্ষা শতগুণে আনন্দই সমুৎপাদন করিয়া থাকে)।

শ্রীসংকীর্ত্তন ও আনন্দ মহোৎসবাদি কার্য্যে ভক্তগণ এই শ্রীনবদ্বীপে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে সেবা ও কীর্ত্তনাদির বিশেষ ব্যবস্থা হয়।

মেলা—শ্রীনবদ্বীপে বৎসরে তিনটী প্রধান মেলা বসিয়া থাকে। যথা,—

১। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমীতে—শ্রীশ্রীভগীরথ দশহরা পর্ব্ব উপলক্ষে।

২। কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে—রাস পূর্ণিমার মেলা (বৃহৎ।)

৩। মাঘ মাসে—বসন্ত পঞ্চমী হইতে "ধূলট" মেলা, পনর দিবসের জন্য বসিয়া থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সুনিপুন গায়কগণ শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা সমুদয় গান করিয়া দূরদেশাগত ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। নবদ্বীপের সেই জাগ্রত-ভাব দেখিলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উচ্ছাস বৃদ্ধি হয়। সেই সময় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ ষোল ক্রোশি পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলি দর্শন করাইবার সুব্যবস্থা যদি শ্রীনবদ্বীপস্থ স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কার্য্যে স্বার্থ ও দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া সকলে মনোপ্রাণে যোগ দিয়া ছয় দিবসের জন্য পরিভ্রমনার্থ বাহির হয়েন, তাহা হইলে দূরদেশাগত অনুরাগী ভক্তবৃন্দের একটী প্রধান অভাব ও অসুবিধা দূর হইতে পারে। ধূলট উৎসব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় আখড়া হইতে এই প্রসিদ্ধ যাত্রা বাহির হইবার প্রস্তাব স্থির হইয়াছে। প্রতি বৎসর যাহাতে এই নিয়মটী স্থায়ী থাকে, তৎপ্রতি শ্রীনবদ্বীপবাসীগণের মনোযোগী হওয়া উচিত।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সম্পর্কীয় স্থানের তালিকা।

১। বেল পুকুরে—শ্রীশ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী।

২। সিমলিয়া (ব্রাহ্মণ পুকুরে) চাঁদ কাজির বাড়ী ও সমাধি স্থান।

৩। সাতকুলিয়া গ্রামে—শ্রীশ্রীবংশীবদন ঠাকুরের জন্মস্থান।

৪। চাঁপাহাটি গ্রামে—শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও নয়ানানন্দের জন্মস্থান।

৫। বিদ্যানগরে—শ্রীশ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির গৃহ।

৬। মাউগাছি গ্রামে—ঠাকুর সারঙ্গ, শ্রীনারায়ণী ঠাকুরাণী ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পাট।

৭। মালঞ্চ পাড়াতে—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর জন্মস্থান।

৮। শ্রীনবদ্বীপের উত্তরদিকবর্ত্তী মাঠে গঙ্গার চড়ায় প্রোথিত ৮ পণ্ড গোবিন্দ সিংহের মন্দির, যাহার নিকটে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্পর্কীয় স্থান।

এখন শ্রীনবদ্বীপের দেবী ও শ্রীশ্রীমহাদেবের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

দেবী—শ্রীশ্রীপোড়া মা দেবী, ভবতারিণী, ওলাদেবী, পাড়ার মা দেবী, আগমেশ্বরী, সিমলা দেবী, মঙ্গলচণ্ডী। ব্রহ্মাণী দেবী (মনসা) পোলের হাটের

নিকট। শ্রীসীমন্তদেবীর পীঠস্থান—ব্রাহ্মণ পুকুর গ্রামে। সিদ্ধেশ্বরীতলা সমুদ্র গড়ে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীমহাদেব—শ্রীবুড়াশিব নবদ্বীপের পশ্চিম ভাগে। শ্রীশ্রীযোগনাথ ও পার ডাঙ্গার মহাদেব। সিদ্ধেশ্বর মহাদেব বাজারের পূর্ব্বে। এলানে শিব মণিপুর রাজবাড়ীর উত্তরে। বালকনাথ শিব চারিচারা পাড়ায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীপঞ্চানন মহাদেব—বেল পুকুর গ্রামে অবস্থিত। হংসবাহন শিব—হংস-বাহন বিলে জলের ভিতরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর তিন দিবসের জন্য এই মহাদেবকে জল হইতে উপরে উঠাইয়া আনা হয়।

শ্রীনবদ্বীপে—রামসীতা তলায় শ্রীশ্রীসীতাজী সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাচীন বিগ্রহ অবস্থিত। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ পাড়াব শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ প্রাচীন ঠাকুর। শ্রীরামপুর—মালঞ্চ পাড়ার এক মাইল ব্যবধানে নৈঋৎ কোণে অবস্থিত। এই স্থানকে "বিশ্রাম তলা" নামেও উল্লেখ করা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিদ্যানগরে যাওয়া আসা করিবার সময় এই স্থানে প্রত্যহ বিশ্রাম করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই স্থানে প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপীনাথ অবস্থিত। সম্প্রতি জনৈক বৈষ্ণব শ্রীশ্রীগৌরনিতাই সঙ্গে ঐ শ্রীগোপীনাথ জীউর সেবা চালাইতেছেন।

টোল—শ্রীধাম নবদ্বীপ অতি প্রাচীন সময় হইতে সংস্কৃতবিদ্যা ও দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতির চর্চ্চা দ্বারা স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে বুড়াশিব তলার পশ্চিমে রাস্তার উভয় পার্শ্বেই প্রাচীন টোল বাড়ীর পতিত ভিটাগুলি রহিয়াছে। অনুসন্ধান দ্বারা ৮০ বৎসর সময় পর্য্যান্তের প্রাচীন টোলগুলি ৩২ টীর নাম পাওয়া গিয়াছে। এবং যে সমস্ত টোল বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার ২২ টীর নামও পাওয়া গিয়াছে ঐ সমস্ত টোলের সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি মাসে ছাত্রদিগকে খোরাকী বাবতে পাঁচশত টাকা এবং অধ্যাপকদিগকে ২৬৮৲ টাকা মোট ৭৬৮৲ টাকা দিয়া সাহায্য করা হয়। বর্ত্তমান নবদ্বীপের টোলস্থ ছাত্রসংখ্যা অনুমান ৩৫০ জন। এতন্মধ্যে বৃত্তিধারী ছাত্রের সংখ্যা ৯০ জন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপে একটী ইংরাজী এণ্ট্রেন্স স্কুল রহিয়াছে। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যও একটী বালিকা-বিদ্যালয় রহিয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাব-ধারণ কার্য্য "একজন পাদ্রী মেম সাহেবার" হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সরকারী দাতব্য ঔষধালয়, মিউনিসিপালিটি অফিস, একটী ফাড়ি থানা ও টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি রহিয়াছে। সমস্তই আনন্দপ্রদ। কেবল একটী বিষয়ের ব্যবস্থা না থাকা হেতু নৈষ্টিক হিন্দু ও যাত্রীকগণের বিশেষ মনোদুঃখ ঘটিয়া থাকে। তাহা এই—"অনেক স্থানে আবশ্যকীয় নর্দ্দমা প্রভৃতি না থাকা হেতু পায়খানা প্রভৃতির ময়লা জল গঙ্গাজলে রাস্তার উপর দিশা পতিত হয়। তবে শ্রীনব-দ্বীপের উন্নতি-সাধন উপলক্ষে মিউনিসিপালিটি পক্ষের পরিচালকগণের বিশেষ মনোযোগও আছে।

বর্ত্তমান শ্রীনবদ্বীপের মহল্লাগুলির সংক্ষিপ্ত নাম। যথা,—

পীরতলা, তুর্ড়োপাড়া, শ্রীনিত্যানন্দপাড়া, বড় আখড়া, বাজার, শ্রীবাসাঙ্গন-পাড়া, মতিবাবুর বাগান, গোসাঞি বাগান, বনছারী বাগান, বুঁইচারা পাড়া,

মণিপুর, দেওয়া পাড়া, তেঘরি পাড়া, বামুন পাড়া, নন্দী পাড়া, বেদরা পাড়া, চারিচারা পাড়া, বাড়ুজ্যে পাড়া, অভয় মা তলা, দণ্ডপাণি তলা, আমপুলি পাড়া, রামসীতা পাড়া, গোসাঞি পাড়া, অগ্রদানি পাড়া, কাঁসারি পাড়া, শাঁকারি পাড়া, পোড়া মা তলা, মহাপ্রভু পাড়া, যোগনাথ তলা, রাধাবল্লভ পাড়া, বেল-তলা, গাবতলা, মালঞ্চপাড়া, বুড়াশিব তলা, মুসলমান পাড়া ও তামাল তলা।

শ্রীনবদ্বীপের পূর্ব্বদিগস্থ প্রবাহিতা গঙ্গার ঘাট যথা,—

(১) রাণী রাসমণির ঘাট, তদ্দক্ষিণে (২) বড়ালের বান্ধাঘাট, তদ্দক্ষিণে (৩) থানার ঘাট, তদ্দক্ষিণে (৪) শ্রীবাসাঙ্গনের বান্ধা ঘাট, তদ্দক্ষিণে (৫) ফাঁসি-তলা ঘাট, তদ্দক্ষিণে বুঁঞিচারা পাড়া ঘাট (৬) ষ্টিমার ঘাট নামে উহা পরিচিত, তদ্দক্ষিণে (৭) দেওয়া পাড়া ঘাট অবস্থিত। বর্ত্তমান নবদ্বীপের বায়ুকোণে সোয়া মাইল ব্যবধানে যে গঙ্গা পার হইবার ঘাট আছে, উহার নাম "নির্দ্দয় ঘাট"। ঐ ঘাটের এক মাইল পশ্চিমে মাতাপুর নামক স্থানকে বর্ত্তমান সময়ে (প্রায় ২০।২৫ বৎসর হইল) "মাধাইপুর" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ঘাটের নাম "মাধাইঘাট" বলিয়াও প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন অনুসারে ঐ গ্রাম গঙ্গার পশ্চিমস্থ "মহৎপুর" বা মাতাপুর নামে পরিচিত স্থান বিশেষ। 'মাধাই' ঘাট গঙ্গা নগরের নৈঋৎকোণে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে শ্রীনব-দ্বীপ বা নদীয়া নগরের সম্পর্কিত ঘাট ছিল। অতএব গঙ্গার পশ্চিমস্থ মাতাপুর সম্পর্কিত ঘাট "মাধাই ঘাট" নহে। এবং এই গ্রামও মাধাইপুর নহে কিন্তু "মাতাপুর" নামক স্থান বিশেষ। এবং ঐ নাম জমিদারি কাগজ পত্রেও লিখিত হয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপে বাস শান্তি ও সুখপ্রদ।

আমি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাগুণে যে সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ ও দর্শন করিয়াছি, এই শ্রীনবদ্বীপের মত নিরাতঙ্ক স্থান অতি অল্পই দেখিয়াছি, শ্রীব্রজ-মণ্ডলে যেরূপ দিবসে বাঁদর এবং রাত্রিতে চোরের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হয়, এখানে সে আশঙ্কা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অল্প সংখ্যক হনুমানি বাঁদর আছে, উহারা গাছের ফল পাতা প্রভৃতি খায় কাহাকেও আক্রমণ করে না এবং থাল ঘটি কিম্বা লোকের ব্যবহার্য্য কোন জিনিষ গ্রহণের চেষ্টা আদৌ করে না। এমন কি ঐ সমস্ত বাঁদরের সম্মুখ দিয়া বাজার হইতে ফল মূলাদি লইয়া আসিতেও কোন আতঙ্ক হয় না। গভীর রাত্রিতে গৃহের সদর রাস্তা বন্ধ না করিলেও চুরি হইবার আশঙ্কা থাকে না। রাস্তা ছাড়িয়া যে কোন দিকে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিলেও পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হইবার ভয় নাই। শ্রীযমুনায় স্নান করিতে যেরূপ কচ্ছপ ও কুম্ভীরের আশঙ্কা থাকে, এখানে শ্রীগঙ্গাস্নানে সে আশঙ্কা আদৌ নাই। তবে কুম্ভীরের জন্য মধ্যে মধ্যে কিছু সতর্ক থাকিতে হয়। খাদ্যবস্তু ও ফলমূলাদি প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়। শ্রীব্রজ-মণ্ডল অপেক্ষা এখানে দুগ্ধ ও ঘৃতের মূল্য দ্বিগুণ বলিলেও অত্যুক্তি নহে। ষড় ঋতুর খেলা বৎসরে পর্য্যায়ানুরূপ অনুভব হয়। "দর্শনাদি-শাস্ত্র" রহস্য বহু প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় মীমাংসাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া

থাকেন। "স্মার্ত পণ্ডিতগণ" স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিচার ও কার্য্যগুলির সুব্যবস্থা দিয়া থাকেন। "পৌরাণিক পণ্ডিতগণ" স্বীয় স্বীয় আলোচ্য বিষয়গুলির উৎকর্ষ-সাধনে বিশেষ তৎপরতার পরিচয়ও দিয়া থাকেন। "শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা পণ্ডিতগণ" বিশেষ বিশেষ স্থানে অপরাহ্ন সময় কিম্বা সন্ধ্যার পরে কথকতা ছলে শ্রীশ্রীভক্তিদেবীর মহিমা বর্ণনক্রমে শ্রোতাগণের রুচিবর্দ্ধনের প্রয়াস পান। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠক (বৈষ্ণব) গণ স্বীয় রুচি অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া স্থানে স্থানে ঐ গ্রন্থের বিবিধ অর্থ প্রকাশ করেন ও তৰ্দ্ভৎভাবে শ্রোতা ভক্তগণের রুচিবর্দ্ধন করেন। কোথাও গানবাদ্য ও কীর্ত্তনাদি শিক্ষার চেষ্টা ও কার্য্য হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে এই স্থানে, "যে যাহা চায় সেই তাহা পাইবার" দ্বার অবারিত রহিয়াছে। অতএব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রিয়তম ধাম ও বিহারভূমি এই শ্রীধাম নবদ্বীপ যে চিন্ময় ভূমি এবং এই স্থান যে প্রতি লোকের শান্তি নিকেতন ও সুখপ্রদ স্থান সে সম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সম্পর্কিত এই শ্রীনবদ্বীপধাম যে ভক্তগণের অতি আদরের বস্তু হইবে এবং এই স্থানের প্রতিলীলাস্থলী গুলি যে তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিবেন এবং প্রাচীন প্রাচীন স্থানগুলির উন্নতি সাধন কার্য্যে ব্রতী হইয়া তত্তদভাব মোচন কার্য্যে মনোযোগী হইবেন, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই শ্রীনবদ্বীপ যে কি বস্তু,তাহার মহিমা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইবে। যেহেতু—শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণন মিথ্যা হইবে না! তিনি বর্ণন করিয়াছেন যে,—"শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ ধাম, বেদে প্রকাশিব পাছে।" অতএব মহামহিমান্বিত এই শ্রীধাম নবদ্বীপেব মহিমা ও তত্ত্ব কে অবগত হইতে পারে ?

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অশেষ করুণায় বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অদ্য ১৮৩৯ শকাব্দার আশ্বিন শুক্লাদশমী নামান্তর শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী তিথিতে, এই "শ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ গ্রন্থের" পরিশিষ্ট লিপিকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এই বৃহৎ (জটিল ও কঠিন সমস্যাপূর্ণ) গ্রন্থ যে আমি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ ও বিঘ্নের কারণ ছিল! সত্য বিষয় প্রকাশ করিতে যাওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে এরূপ বিষম প্রতিবাদ ও আক্রমণ করা হইয়াছিল যে, একমাত্র দয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পূর্ণ কৃপা ব্যতীত ঐ সমস্ত জটিল বিষয়গুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল! কি অদ্ভুত শ্রীমহাপ্রভুর ভঙ্গি! দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে সন্তোষজনক প্রাচীন প্রমাণগুলি আমার হস্তে পৌছিতে লাগিল! এই বিষম সময়ে শ্রদ্ধেয় ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্তের নিকট হইতে আশাতিরিক্ত সাহায্যও পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীশ্রীবলরামদাস ঠাকুরের বংশোদ্ভব পূজ্যপাদ শ্রীল হরিদাস গোস্বামীর আশ্বাস বাণী ও উপদেশাদি দ্বারাই স্থির চিত্ত ছিলাম। তাঁহার নিরুপাধি দয়াগুণের জন্য তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিতেছি। মাদৃশ ক্ষুদ্র জীব দ্বারা যে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সমস্যা পূরণ হইবে, তাহা ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারি না। এই গ্রন্থে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ চাঁদ" নিজ গুণে যাহা স্ফুরণ করাইয়াছেন, তাহা ভাল কিম্বা মন্দ, এ বিচার করিবার আমার অধিকার নাই! আমি ইহাব কর্ত্তা নহি, কিন্তু উপলক্ষ মাত্র। যাঁহার ধাম,

সেই প্রভু শচীদুলালের কৃপা ভিন্ন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন এই নগণ্য জীবের এমন কি শক্তি যে, দুজ্ঞের্য় শ্রীশ্রীনবদ্বীপের বিষয় বিচার করিতে সক্ষম হই ? সমস্ত শ্রোতা, বক্তা ও পাঠকগণের চরণে প্রণত হইয়া এখন আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি। এই গ্রন্থে যদি কোন ভ্রম প্রমাদ থাকে, তাহা হইলে নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। লজ্জা, দুঃখ ও বিড়ম্বনার কথা আপনাদিগকে আর কি জানাইব, বিরুদ্ধবাদিগণের উত্তেজনায় এক মাস হইল গোয়েন্দা-পোলিসকেও এ ক্ষুদ্র জীবের পিছনে লাগাইয়া দস্তর মত তদন্ত করান হইয়াছে! শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাগুণে সেই পোলিসই আমার অনুকূল হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত ও শিক্ষিতগণের সংশয় বিদূরিত হইলেই সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই গ্রন্থ শ্রীধাম নবদ্বীপের গোসাঞি বাগান ঠিকানা হইতে অদ্য ১৩২৪ সালের ১০ই কার্ত্তিক শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী তিথিতে লিপিকার্য্য শেষ হইল। ইতি

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব চরণাশ্রিত—
শ্রীব্রজমোহন দাস, শ্রীধাম নবদ্বীপ।
১৮৩৯ শকাব্দার আশ্বিন শুক্লাদশমী।

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রচারক হইতে উদ্ধৃত।)

"শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় দেড় বৎসর কাল বহু পরিশ্রম করিয়া ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং প্রাচীন বিগ্রহ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সত্যতা নিরূপণের জন্য সন ১৩২৪ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখের "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার" প্রস্তাব অনুসারে, উক্ত সভার সম্পাদক প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি নিজে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা উপলক্ষে তথায় উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ গবেষণা অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব স্থানের সত্যতা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপস্থ মণিপুর রাজকুঞ্জে অবস্থিত থাকিয়া, উক্ত কুঞ্জের সহকারী সেবাইত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন সিংহের বিশেষ সাহায্যে উক্ত শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মণিপুর রাজবাড়ীর সেবিত

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশের বৃত্তান্ত।

"প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন মণিপুর রাজ্যে পরম বৈষ্ণব মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ রাজ্যশাসন করিতেন। উনি শ্রীমন্নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যানুশিষ্য ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার (গুরু-প্রণালীর) তালিকা উদ্ধৃত হইল।—

শ্রীমন্মহাপ্রভু

১। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী

২। শ্রীমন্নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়

৩। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী

৪। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী

৫। শ্রীকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী

৬। শ্রীনিধিরাম আচার্য্য

৭। শ্রীরামগোপাল বৈরাগ্য

৮। শ্রীপরমানন্দ আচার্য্য

৯। শ্রীভাগ্যচন্দ্র সিংহ

যখন মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল, তখন তিনি মণিপুর রাজ্যশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। উনি ৪৫ বৎসর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে যখন রাজ্যশাসনের ভার পড়িয়াছিল, ইহার ২।৩ বৎসর পরে "স্নাহল সিংহ" মহারাজ কৌশলক্রমে মণিপুর রাজ্য হস্তগত করিয়া ভাগ্যচন্দ্র সিংহকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া আসামের মহারাজ গোবিন্দ সিংহের শরণ গ্রহণ করেন। এদিকে "স্নাহল সিংহ" গোপনে গোপনে দুত প্রেরণ করিয়া গোবিন্দ সিংহকে ভাগ্যচন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কৌশলে তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাগ্যচন্দ্রের অনিষ্টসাধন করিতে মহারাজ গোবিন্দ সিংহ, স্বীয় অমাত্যগণের পরামর্শ মত এই স্থির করিয়াছিলেন যে, "জঙ্গল হইতে নূতন ধরা মত্তহস্তীকে ধরিতে তাঁহাকে পাঠান হইবে।" তদনুসারে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহকে আদেশ করা হইল, "আগামী কল্য প্রভাত সময়ে আমাদের আনিত বন্যহস্তীকে ধরিবার আবশ্যক হইয়াছে। উক্ত হস্তীকে ধরিবার ভার একা তোমার উপর অর্পিত হইল। অতএব ক্ষত্রিয় উচিত বীর্য্য প্রকাশ করিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ।"

এখন মণিপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক হেতু তাহা বর্ণিত হইল,—

শ্রীকৃষ্ণের পরম সুহৃদ্ ও ঐকান্তিক শরণাগত সখা পাণ্ডবগণের কথা ভক্তগণের সকলেই সবিশেষ অবগত আছেন। তন্মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষ তীর্থভ্রমণ সময়ে মণিপুর-রাজ্যে আগমন করেন। এই স্থানে তিনি "চিত্রাঙ্গদা" নাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যা ও "উলুপী নাম্নী" নাগরাজ কন্যা এই দুইকে বিবাহ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহণ এবং উলুপীর গর্ভে ইরাবান নামক বীর্য্যবান্ পুত্রের জন্ম হয়। মণিপুরের রাজবংশীয়গণ শ্রীবভ্রুবাহণের এবং পাহাড়ীয়া "নাগা" (নাগবংশীয় হেতু "নাগা" নাম হইয়াছে) জাতি শ্রীল ইরাবানের বংশধর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এদিকে কাছাড় অঞ্চলের প্রাচীন নাম হিড়িম্ব-রাজ্য। "যতুগৃহ দাহের" পর যখন পঞ্চপাণ্ডব স্বীয় জননী কুন্তীদেবীকে সঙ্গে করিয়া নানাস্থানে প্রচ্ছন্নরূপে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে ঐ হিড়িম্ব-প্রদেশে উপস্থিত হয়েন। এতদঞ্চলে হিড়িম্ব ও হিড়িম্বানাম্নী দুই ভ্রাতা ভগিনী বাস করিতেন। ভীমের হস্তে হিড়িম্ব নিহত হয়েন এবং হিড়িম্বাকে ভীম বিবাহ করেন। "ঘটৎকচ" নামক প্রসিদ্ধ বীর হিড়িম্বার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটৎকচের বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে কাছাড় অঞ্চলে "কাচারি" (কচের বংশধর হেতু "কাচারি" হইয়াছে) জাতি বলিয়া সুপরিচিত। ইঁহাদের চারি পাঁচশত ঘর বাসিন্দা এখনও তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সাধারণ লোক এই তিন জাতির প্রকৃত পরিচয় না জানা হেতু অসভ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; কিন্তু উহাঁদের ন্যায় (সত্যবাদী, নির্লোভ, ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভীক জাতি) জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল বভ্রুবাহণ হইতে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ পর্য্যন্ত ছাপ্পান্ন পুরুষ হইয়াছে। পাণ্ডব বংশধর ভাগ্যচন্দ্র, মহারাজ গোবিন্দ সিংহের কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, তাঁহার আদি পুরুষগণের হৃদয়-অধিদেব শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের অভয় চরণ চিন্তা করিয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রার আবেশ হওয়াতে স্বপ্ন দেখিলেন,— "যেন শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ স্বীয় অনুগত জনকে অভয় দান করিবার জন্য, ভুবনমোহন ভঙ্গিতে নয়নগোচর হইয়া মৃদু মধুর হাস্যে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি কোন চিন্তা করিও না। তোমার দুঃখের সময় অতীত হইয়াছে। হস্তী তোমার কোন অনিষ্ট না করিয়া আমার প্রসাদে তোমাকে স্বীয় স্কন্ধে উঠাইয়া আমার ভক্তের মহিমা জগতে প্রকাশ করিবে!! তুমি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই মণিপুর-রাজ্য হস্তগত করিয়া সুখী হইতে পারিবে। যখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে, তখন আমার এই আদেশ প্রতিপালন করিতে ভুলিও না। তোমার রাজ্যের অন্তর্গত "ভাস্কির" নামান্তর "কাইনা" নামক পাহাড়ে একটী কাঁঠাল বৃক্ষ আছে। সাধারণ লোকে উহার সন্ধান বাহির করিতে পারিবে না। তুমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বৃক্ষ কর্ত্তন করাইয়া ভাস্কর দ্বারা আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত ক্রমে "শ্রীগোবিন্দ" নামে সেবাস্থাপন করিও। আমাকে একা স্থাপন করিলে সুখী হইব না, ঐ সঙ্গে আমার প্রেয়সী শ্রীরাধিকাজীউ সহিত যুগল সেবা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিও। সেবা-

প্রকাশ সময়ে কয়েকটী অলৌকিক ঘটনাও সমুপস্থিত হইবে।” স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে দেখিতে পাইলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহকে বন্য হস্তীর সম্মুখে পাঠান হইবে শুনিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূর্ব্ব হইতেই নানা স্থানের লোক কৌতুক দেখিবার জন্য উপস্থিত হওয়াতে লোকারণ্য হইল। তাহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়া এই কঠোর আদেশের অনুকুলে ও প্রতিকুলে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীল ভাগ্যচন্দ্র সিংহ প্রাতঃকালীন বৈষ্ণব কৃত্য সমাপন করিয়া সুমধুর স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রসন্ন বদনে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া রাজ আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যেই মাত্র মহারাজ গোবিন্দ সিংহ আদেশ প্রচার করিলেন, অমনি জনতার মধ্য হইতে ধর্ম্মপ্রাণ লোক সমুদয় এই নিন্দনীয় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া রাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন! ভাগ্যচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের সকলকে বিনয় মধুর বাক্যে প্রবোধ দিয়া যোড়হস্তে সকলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গড়ের মধ্যবর্ত্তী উন্মত্ত হস্তীর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন! সকলকে কোনরূপ প্রবোদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বীয় প্রাচীন ভৃত্য তিনটীকে ভাগ্যচন্দ্র কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উহারা বলিতে লাগিল, “আমরা জীবিত থাকিতে মহারাজকে ক্ষিপ্ত হস্তীর সম্মুখীন হইতে কিছুতেই দিব না। আমারা প্রথমে হস্তী দ্বারা নিষ্পেষিত হইব তদনন্তর যেন মহারাজকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হয়।” এই বলিয়া উহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল! কিন্তু ভাগ্যচন্দ্র সিংহ বহু প্রকারে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে বিঘ্ন দিয়া দ্রুতবেগে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন! ভৃত্যত্রয় অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইল! এদিকে চতুর্দ্দিকে লোক সমাগম দেখিয়া ক্ষিপ্ত হস্তী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সকলের ভয় উৎপাদন করিতেছিল! ইতিমধ্যে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র স্বীয় হৃদয় অধিদেব শ্রীগোবিন্দের জগন্মঙ্গলনাম গান করিতে করিতে দর্শকগণের হৃদয় দ্রব করিয়া হস্তীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন! হস্তীকে দ্রুতগতিতে মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলের মনে বিষম ভাবনা ও আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামের কি বিচিত্র মহিমা!! দেখিতে দেখিতে হস্তীর সেই বিভৎসভাব দূরীভূত হইল! অমনি নতজানু হইয়া ভাগ্যচন্দ্রের সম্মুখে প্রণত হইল ও স্বীয় শুণ্ডদ্বারা প্রথমে ভক্তরাজের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া অমনি যত্নসহকারে শুণ্ডদ্বারা উত্তোলন করিয়া স্বীয় স্কন্ধে উপবেশন করাইল! সম্মুখে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া দর্শকমাত্র বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভক্তচূড়ামণি ভাগ্যচন্দ্রের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল! মহারাজ গোবিন্দ সিংহ আর বিলম্ব না করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত গড়ে প্রবেশ করিয়া হস্তীর সমীপবর্ত্তী হইলেন! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে হস্তীর পূর্ব্ব স্বভাব দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং গোবিন্দ সিংহের কোন অনিষ্ট চেষ্টা আদৌ করিল না!! রাজা সসম্ভ্রমে ভাগ্যচন্দ্রকে হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া মহা সম্মানের সহিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন এবং যে ভক্তির প্রভাবে তিনি মত্তহস্তীকে পর্য্যন্ত জয়ী হইলেন, এমন মহিমান্বিত ভক্তরাজকে তদুচিত সম্মান

প্রদর্শনের জন্য সর্ব্বজন সম্মুখে জয়ঘোষণা করিয়া "জয়সিংহ" নামে সম্বোধন করিয়া তদীয় চরণে প্রণত হইলেন।

রাজা ভাগ্যচন্দ্রের অদ্ভুত মহিমা যখন মণিপুররাজ্যে পৌছিল, তখন প্রজাগণ মহাসম্মানে তাঁহাকে মণিপুরে আনয়ন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। মহারাজ "স্নাহাল সিংহ" মণিপুরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। রাজা ভাগ্যচন্দ্র মণিপুর রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্নাদিষ্ট সেবা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মনোযোগী হইলেন। "ভাস্কর পাহাড়" বা "কাইনা" নামক টীলাতে কোন কাঁটালগাছ আছে কি না অনুসন্ধান করাইবার জন্য একে একে লোক পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই বৃক্ষের সন্ধান বাহির করিতে পারিল না। অনন্তর মহারাজ, ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে, ভাস্কর পাহাড়ে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ও হঠাৎ একটী কাঁঠাল বৃক্ষ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্র, ঐ বৃক্ষ মূল সহিত ছেদন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। অনন্তর কোন প্রসিদ্ধ ভাস্করকে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ভাস্কর ক্রমে ক্রমে তিনটী বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল; কিন্তু স্বপ্নাদিষ্ট রূপের সাদৃশ্য না হওয়াতে অপর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করিলেন। এই চতুর্থ বিগ্রহের সঙ্গে স্বপ্ন বৃত্তান্তের ঐক্য হওয়াতে এই শ্রীবিগ্রহকে মহারাজ "শ্রীশ্রীগোবিন্দ" নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(১) প্রথম বিগ্রহের নাম "শ্রীশ্রীবিজয়গোবিন্দ।"
(২) দ্বিতীয় বিগ্রহের নাম "শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু।"
(৩) তৃতীয় বিগ্রহের নাম "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু"
(৪) চতুর্থ বিগ্রহের নাম "শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ।"

এতন্মধ্যে প্রথম বিগ্রহ শ্রীশ্রীবিজয়গোবিন্দকে স্বীয় মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তদ্দ্বারা উহাঁর সেবাকার্য্য প্রকাশ করা হয়। "সগোলবন্ধ" (অশ্ব বন্ধনের স্থান) নামক স্থানে ঐ বিগ্রহ এখনও বিরাজিত আছেন। দ্বিতীয় বিগ্রহ "শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে" বিষ্ণুপুরের রাজবাটীতে আনয়নক্রমে সেবাকার্য্য প্রকাশ করা হয়। তৃতীয় বিগ্রহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে স্বীয় মধ্যমা কন্যা" আরাম্বামআম্বিকে" যৌতুক দেওয়া হয়। চতুর্থ বিগ্রহ "শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউকে" স্বীয় হস্তে সেবা করিবার জন্য রাজবাড়ীতে রাখা হয়। ঐ সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধিকাজীউর শ্রীমূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইয়াছিল। কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে ঐ যুগলবিগ্রহের সেবা স্থাপন করা হয়। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনে কিছু অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা ও সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাহা এই:—

শ্রীমূর্ত্তিযুগল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের "অঙ্গরাগ" কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময় দেখা গেল "শ্রীগোবিন্দজীউর গায়ের রং তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হৈয়া যায়; কিন্তু শ্রীরাধিকাজীউর শরীরের রং কিছুতেই শুষ্ক হয় না!" অনন্তর ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বরাত্রিতে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র, স্বীয় মন্ত্রীগণের সঙ্গে শ্রীরাধিকা-জীউর বিষয়, আলোচনা করিতে লাগিলেন। তদীয় শ্রীঅঙ্গের রং শুষ্ক না হওয়াতে মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হইয়া উপস্থিত সমস্যায় অন্য কোন প্রতিকার স্থির করিতে না পারিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, "তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে শ্রীগোবিন্দদেবে সমর্পণ করিয়া সেবা প্রতিষ্ঠা কার্য্য"

সুসম্পন্ন হউক।" রাজকুমারীর বয়স তখন ৮।৯ বৎসর মাত্র ছিল। প্রজা সাধারণ মহারাজের এই অপূর্ব্ব প্রস্তাবে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অনন্তর মহা আড়ম্বরে স্বীয় কন্যাকে শ্রীগোবিন্দজীউর চরণে উৎসর্গ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এই হইতে ভাগ্যবতী রাজকুমারী "লাইরৈবি" অর্থাৎ "লায়ংবি" অর্থাৎ "শ্রীশ্রীগোবিন্দের পত্নী" বলিয়া সুপরিচিতা হইলেন। শুভ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পরক্ষণেই দেখা গেল,—"শ্রীরাধিকাজীউর শ্রীশ্রীঅঙ্গের রংও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে !!" তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে,—"রাজকুমারীর মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্তই শ্রীগোবিন্দদেব এই অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছেন!!" প্রজা সাধারণ বুঝিতে পারিলেন, মহাত্মা ভাগ্যচন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র জগতে অতি অল্পই আছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে হইলে, ভাগ্যচন্দ্রকে গুরুপদে বরণ করিতে হইবে। সুতরাং দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পরম বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিল। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ ও ভাগ্যচন্দ্রের গুণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তদীয় শিষ্য হইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে ভাগ্যচন্দ্র মহারাজকে মণিপুরী প্রজাগণ "কর্ত্তা মহারাজা" বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি শ্রীল ভাগ্যচন্দ্র সিংহের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে মণিপুরী প্রজামাত্রের গুরু বলিয়া পূজিত হইতেছেন। রাজাপ্রজার এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ জগতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মণিপুরী-গণের ন্যায় গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণব জগতে অতি অল্প লোকই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পাপাত্র মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ স্বীয় অনুগত ভক্ত ও প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রসঙ্গে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজকুমারী শ্রীমতী "লাইরৈবি জীউ" স্বীয় পিতৃদেবের নিকট হইতে "শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র" গ্রহণ করিয়া শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরের নিকটে একটি ছোট কুটীরে অবস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীগোবিন্দের আনন্দবিধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুণে মধ্যে মধ্যে শ্রীগোবিন্দকে তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া ভক্তগণের আনন্দদায়ী নানাপ্রকার কৌতুক করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে "লাইরৈবির" গৃহে শ্রীগোবিন্দের পাগুড়ী ও অলঙ্কার প্রভৃতি থাকিতে দেখিয়া, সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অধিক লেখা বাহুল্য, স্বয়ং মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ ও তদীয় মন্ত্রী প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, "রাজকুমারীর গৃহে শ্রীগোবিন্দজীউ বিশ্রাম ও শয়ন করিয়া থাকেন।" সেই অবধি মণিপুরী জনসাধারণ শ্রীমতী রাজকুমারীকে "শ্রীগোবিন্দের প্রেয়সী" জ্ঞানে সম্মান ও পূজা করিতেন। মণিপুর রাজ্যের তাৎকালিক ভক্তি উচ্ছ্বাসের কথা বড়ই আনন্দদায়ক ঘটনা বিশেষ।

এইরূপে পঁয়তাল্লিস বৎসর সময় রাজ্যশাসনের পর, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র "লাবণ্যচন্দ্রের" হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিয়া, শ্রীধাম নবদ্বীপদর্শন মানসে বহির্গত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজকুমারী শ্রীমতী "লাইরৈবিও" শ্রীনবদ্বীপদর্শনের অভিলাষী হইলেন; কিন্তু স্বীয় আরাধ্যতম শ্রীগোবিন্দজীউকে ছাড়িয়া কিরূপে স্থির থাকিতে পারিবেন? এই সমস্ত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একটু নিদ্রার আবেশ হইল। এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন,—"যেন শ্রীগোবিন্দ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কোন চিন্তা

করিও না। আমার শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত হওয়ার পর, কাঁঠালের যে অবশিষ্ট কাষ্ঠ তোমার পিতার নিকটে রহিয়াছে, তদ্দারা আমার এই বিগ্রহের অনুরূপ দ্বিতীয় বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া "কৃষ্ণবর্ণের" পরিবর্ত্তে "গৌরবর্ণেতে" অঙ্গরাগ করাইও। শ্রীনবদ্বীপে যে আমি গৌরাঙ্গরূপে অবস্থিত আছি, তাহা তুমি সমস্তই অবগত আছ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা করিলে আমারই সাক্ষাৎ সেবা হইয়া থাকে। আমি প্রসন্নবদনে ঐ সেবা প্রকাশ করিতে তোমাকে অনুমতি করিতেছি।" এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, তিনি দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। অবিলম্বে এই শুভ সংবাদ পিতৃদেবের নিকট প্রকাশ করাতে, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া সেই দিবস হইতেই "ললিত ত্রিভঙ্গ" বেশে শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া শীঘ্র শীঘ্র রাজকুমারী ও শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিসহ শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া একে একে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাস্থলীগুলি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার রাজা ছিলেন। এই রূপ জনশ্রুতি আছে যে, বর্ণিত কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন না। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণের উত্তেজনায়, তিনি শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা সম্বন্ধেও একটু বিরক্ত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার ভয়ে সেবাইতগণ ঐ শ্রীবিগ্রহকে অতি গোপনে একটী কুয়া খনন করিয়া তন্মধ্যে অতি সাবধানে কৌশলক্রমে মাটী চাপা দিয়া গোপনে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের এই সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়া স্বীয় আনিত মূর্ত্তি শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশ্যভাবে স্থাপনক্রমে এই সংবাদ কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদও দিয়াছিলেন যে, এই কার্য্যে যদি কৃষ্ণনগরাধিপতির কোন আপত্তি থাকে. তাহা হইলে তিনি ইহার প্রতি-বিধান করিতে পারেন। সুচতুর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই সংবাদে তৎক্ষণাৎ মণিপুর মহারাজের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপনক্রমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবা সম্বন্ধে আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের ১৬/০ বিঘা পরিমিত জমি বাৎসরিক নাম মাত্র কর,—"এক পাই কম সাড়ে সাত টাকা" ধার্য্যক্রমে শ্রীমহাপ্রভুর সেবাকার্য্যের আনুকূল্য বিধানার্থ, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহকে সমর্পণ করিয়া ঐ স্থান "মণিপুর" নামে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময় ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের উদ্যোগে কুপের ভিতর হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবিত শ্রীবিগ্রহ উত্তোলন ক্রমে প্রকাশ্যভাবে মালঞ্চপাড়ায় সংস্থাপিত হয়। পরে তোঁতারাম দাস বাবাজীর উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপের বর্ত্তমান স্থানে আনিত হয়েন।

এইরূপে শ্রীনবদ্বীপে কিছুদিন অবস্থিত থাকিয়া মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র ও রাজ-কুমারী "শ্রীপাট-খেতরী" দর্শনার্থ গমন করিলেন। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর-মহাশয়ের জন্মস্থানে যাওয়ার অল্পদিন পরেই ভক্তমহারাজ ভাগ্যচন্দ্র নিত্যধামে গমন করিলেন। তথায় মহোৎসবাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাজকুমারী শ্রীমতী "লাইরৈবি" শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাদ্বারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর মহারাজ "চৌরজিত" সিংহ অবিলম্বে শ্রীনব-দ্বীপে আগমন করিয়া ভগিনীর আদেশ অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা কার্য্যে

নিযুক্ত হইলেন। (তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণনগরে অবস্থিত ছিলেন)। চৌরজিত সিংহের হস্ত হইতে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা তদীয় জ্যেষ্ঠাকন্যা "লাবণ্যলক্ষ্মীর" হস্তে অর্পিত হয়। কালক্রমে লাবণ্যলক্ষ্মীর নিকট হইতে ঐ সেবাকার্য্য তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর "রণজিত সিংহের" হস্তে সমর্পিত হয়। অনন্তর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাকার্য্য রণজিত সিংহের হস্ত হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীল হোমেন্দ্রজিত সিংহের হস্তে অর্পিত হওয়াতে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার তত্ত্বাবধানেই ঐ সেবা সম্পন্ন হইতেছে। অর্থাভাবে প্রাচীন মন্দিরাদির সংস্কার দূরে থাকুক নিয়মমত সেবাকার্য্যও নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। (শ্রীশ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত প্রাচীন রীতি অনুসারে এখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা নিষ্পন্ন হইতেছে)। শ্রীমতী "লাইরৈবি" এই শ্রীমহাপ্রভুকে "অনুপ" নামে সম্বোধন করিতেন।

মণিপুর মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ ও তদ্‌বংশীয় শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহের সেবাধিকারীগণের তালিকা নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া হইল —

*মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ

১	২	
*কুমারী লাইরৈবী	অপর কন্যা আরাম্বনাম্বি	অপর পাঁচ পুত্র

মহারাজ লাবণ্যচন্দ্র সিংহ   *মহারাজ চৌরজিৎ সিংহ

১	২	৩
কন্যা লাবণ্যলক্ষ্মী*	*মহারাজ রণজিৎ সিংহ	অপর অষ্টপুত্র

S শ্রীহোমেন্দ্রজিৎ সিংহ   অপর অষ্ট পুত্র

S ইঁহারই তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা নির্ব্বাহ হইতেছে।

(এ সম্বন্ধে আমিও অনুসন্ধান করিয়া সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হইলাম)।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জীউ সম্বন্ধে যে একখানা পত্র পাইয়াছি, তাহার কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

"শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রায় নমঃ"

কিম্বদন্তি এই যে, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ সমাপনান্তে প্রিয়শিষ্য (ছাত্র) আনন্দমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যসহ তীর্থ যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম পরিদর্শনান্তে প্রত্যাগমনকালে প্রত্যাদেশ হয় যে, "কাঁটোয়ায় শ্রীধরভাস্কর নামে এক শিল্পী আছে, তদ্দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া শ্রীনবদ্বীপে "শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র" নামে সেবা স্থাপন করিবে।" সেই হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা চলিয়া আসিতেছে। তৎপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনার্থ পুরীযাত্রাকালে তিনি প্রিয়শিষ্য বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য হস্তে দেবসেবার ভার অর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৌমার ব্রহ্মচারী অবস্থায় জীবনযাত্রা

* চিহ্নিত নামধারীগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বহু ভক্ত কর্তৃক দেবসেবা চলিয়া আসিতেছে এবং গ্রাম্যদেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১১৯৬ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখের একটী "ব্যাপারিয়ান" কাগজে দেখা যায় যে, শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিতের হস্তে এই দেবসেবার ভার অর্পিত ছিল। তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র বক্সি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং তদীয় পত্নী লক্ষ্মীমণি এবং কন্যা মোক্ষদাসুন্দরী দেব্যার দ্বারা ঐ সেবা চলিয়া আসিতেছিল। সন ১২৬০ সালের ১৭ই আষাঢ় তারিখের দেবোত্তর ভূমির একখণ্ড কবুলিয়ত যাহা "ব্রাহ্মণ-পুরা" নিবাসী আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নবদ্বীপের মধ্যে "কোলের গঞ্জ" নামক একটী গঞ্জ ছিল। তথায় ৺সেবার জন্য "মুঠির" ব্যবস্থা ছিল। এবং নবদ্বীপস্থ সমস্ত হিন্দুমাত্রেই কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে প্রাচীন গ্রাম্যদেবতা বলিয়াও প্রণামী দিয়া আসিতেছেন। গত ১২৯১ সালের ২৪শে আষাঢ় তারিখে এই দেবসেবার ভার, এই অধমের উপর অর্পিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সেবাইত মোক্ষদাসুন্দরী দেব্যা আমাকে ইহাও বলিয়াছেন যে, "পূর্ব্বের সমস্ত ইতিবৃত্ত এবং দেবোত্তর সম্বন্ধীয় সনন্দ প্রভৃতি তাঁহার পিতার সময়ে চোর কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে।" ইতি— ৮ই চৈত্র, ১৩২৪ সাল।

নিবেদক সেবাইত—
শ্রীদুর্গাদাস দেবশর্ম্মণঃ।

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার ইতিহাস।

যখন শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীমন্নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্র শ্রীভক্তি ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা দেশ মধ্যে এক অভিনব ভাবের তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা উৎকল দেশ ও সুদূর মণিপুর রাজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ১৫০৬ শকাব্দায় অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৩৩৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্নবদ্বীপ মণ্ডল দর্শনার্থ তাঁহারা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীশচীমাতা ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতি প্রিয় ভৃত্য শ্রীশ্রীঈশান দাস ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া অতি উল্লাসভরে এই শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাস্থলীগুলি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণিত আছে। অনুরাগী ভক্তগণ, মধ্যে মধ্যে আসিয়া এই সমস্ত স্থান দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। শ্রীনবদ্বীপ-বাসী কতিপয় মহাত্মা, মধ্যে কয়েক বৎসর এই পরিক্রমা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। এই সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহকগণের মধ্যে মহাত্মা গৌরচাঁদ দাস মহান্ত বাবাজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনন্তর মহাত্মা রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীও এই পরিক্রমা যাত্রাটী প্রতি বৎসর পরিচালনের চেষ্টা করিতে-ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী কতিপয় মহাত্মা অনুগ্রহপূর্ব্বক, শ্রীনবদ্বীপস্থ প্রাচীন স্থানগুলির সঠিক বৃত্তান্ত ও মানচিত্র অঙ্কিত করিবার গুরুতর ভার এ অযোগ্যের উপর অর্পণ করাতে, তাঁহাদের আদেশ মস্তকে ধারণ

করিয়া, আজ দেড় বৎসরের অধিক কাল যাবৎ শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়া প্রতি স্থানের যে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়াছি তাহা একে একে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক মাসিক পত্রিকা ও পল্লীবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ বাহির করিতেছি এবং তাহার ফলে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত বিষম বিষম বাধা বিপত্তি ও অসুবিধা ভোগ করিতেছি তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রধান প্রধান পত্রিকার সংবাদ দাতাগণকে সঙ্গে করিয়া এবং বিশিষ্টগণকেও এই শ্রীনবদ্বীপের বর্ত্তমান অবস্থাটী দর্শন করাইয়া এই শ্রীমন্নবদ্বীপধামের স্থানগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে ও প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা যাত্রাটী স্থায়ী করাইতে পারি, তজ্জন্য এ বৎসর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করাতে তিনি, এই মহৎ কার্য্যের উদ্যোগী হইয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কার্য্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বপ্রচারক পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয়ও স্বেচ্ছাক্রমে যোগদান করিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীবৈষ্ণব দাসানুদাস,
শ্রীব্রজমোহন দাস।

১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার
২৬৫—২৭০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উদ্ধৃতাংশ। যথা,—

ভক্তগণের প্রতি একটী নিবেদন পত্র।

জেলা পাবনার তাড়াস ভূম্যধিকারী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি-ভাজন, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদৈকপ্রাণ, শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তাগ্রগণ্য, স্বর্গীয় রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের কথা, ভক্তগণ সকলেই সবিশেষ অবগত আছেন। তিনি বিপুল বৈভবের মধ্যে থাকিয়া, বিষয়নির্লিপ্ত চিত্তে, কিরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, আপনার [সাধনভজন ও পরোপকারকার্য্য সমুদয় সুসম্পন্ন করিতেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তমাত্রই সবিশেষ অবগত আছেন। তদীয় পরামর্শে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, আমি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা-রাস্তা সংস্কার এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যগুলির কয়েকটী সম্পন্ন করিতেও সক্ষম হইয়াছিলাম। একদা প্রাচীন দেবালয়সম্বন্ধীয় সেবার উন্নতিসাধনকল্পে, তিনি আমাকে যাহা যাহা করিতে পরামর্শ দান করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় সম্মুখেই প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের একখণ্ড কাশীমবাজার মহারাজ শ্রীমন্মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকটেও পাঠান হইয়াছিল। তদুত্তরে তিনি পত্রদ্বারা বর্ণিত প্রস্তাবের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমর্থন করিয়াছিলেন। অতএব ভক্তগণের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত, এই প্রবন্ধ আমি "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" ও "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" পত্রিকা দুই খানিতে পাঠাইয়াছি। প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়া, কিম্বা না হওয়া ভক্তগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।

ভরসা করি শ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনীর পরিচালকগণের মনোযোগ, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সমাকৃষ্ট হইবে এবং কর্ত্তব্যাবধারণের বিহিত ব্যবস্থাও নির্দ্ধারিত হইবে।

বিগত ১৩২২ সালের ৫ই ফাল্গুন তারিখে ৪নং কমিশনার্স লেন দিল্লী হইতে কাশীমবাজার মহারাজ আমাকে যে পত্রখানা পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল :—

"* * * এবার বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশন শ্রীপাট শান্তিপুরে হইয়াছিল। ঐস্থানে আপনার প্রস্তাবিত "শ্রীভগবৎসেবোৎকর্ষিণী সমিতির" আলোচনা হয় নাই। এই কার্য্যটী যে বিশেষ আবশ্যকীয় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। * * *"

এই পত্র প্রেরণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী আরো একখানা পত্রদ্বারা মহারাজ আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, "আপাততঃ কোন কোন প্রাচীন স্থানের সেবা-সংস্কার করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে, অনুসন্ধান দ্বারা যেন সেই স্থানগুলির নামের তালিকাও উঠাইয়া রাখিতে পারি।"

এত দিবস পরে শ্রীধামনবদ্বীপ-ষোলক্রোশি-পরিক্রমা-যাত্রা বাহির করিয়া সেবা-সংস্কারসম্বন্ধীয় স্থানগুলির অবস্থা দর্শন করিয়া বিগত ৪ঠা চৈত্র তারিখের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "নিবেদনপত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে, যাত্রিকগণের পক্ষ হইতে, আমরা স্থানগুলির অবস্থা স্বচক্ষে দর্শনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি। আপাততঃ শ্রীনবদ্বীপ-ষোল ক্রোশির অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির সেবাসংস্কার করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে, একটী মণ্ডলী গঠন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত কারণগুলির নিমিত্ত আমি স্বর্গীয় বনমালী রায় বাহাদুরের প্রস্তাবটী ভক্তমণ্ডলীর এবং শ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত নিম্নে উঠাইয়া দিতেছি। ভরসা করি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ আমার অপরাধ ক্ষমা ও ভ্রম শোধন করিবেন। জ্ঞাতার্থে নিবেদন ইতি।

নিবেদক—শ্রীব্রজমোহন দাস।

প্রস্তাবিত বিষয়

শ্রীশ্রীভগবৎসেবোৎকর্ষিণী সমিতি।

১। প্রতি বৎসর কোন নির্দ্দিষ্ট পর্ব্ব (ধুলট) উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিধির অনুকূলে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের আচরিত নীতির অনুধাবনক্রমে, শ্রীশ্রীভগবৎসেবাসংক্রান্ত আলোচনা করিবার এবং তদুচিত রীতি, শ্রীশ্রীসেবাকার্য্যে পরিচালনা করিবার নিমিত্ত একটী মণ্ডলী গঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণে উহার নাম "শ্রীশ্রীভগবৎসেবোৎকর্ষিণী সমিতি" নামে ঘোষিত হইবে।

২। এই সমিতি শ্রীশ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুরক্ত অন্ততঃ ত্রিশজন বিশিষ্ট সভ্য দ্বারা, শ্রীবিগ্রহাদির সেবাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্ত এবং সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য সঙ্ঘটিত হইবে। জনসাধারণে উহা "ব্যবস্থাপক" সভা নামে অভিহিত হইবে।

২। (ক) এই সমিতির সভ্য নিম্নলিখিত নিয়মে নির্ব্বাচিত হইবে। যথা— প্রভুসন্তান ১০, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ (নিরপেক্ষ) ৪, বৈষ্ণব উদাসীন ৮, এবং বিশিষ্ট ভক্ত ৮ মোট সভ্য ত্রিশ জন।

২। (খ) বর্ণিত সভ্যগণের নির্দ্দেশমত কোন একজন স্বধর্ম্মনিরত বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রতি সাম্বৎসরিক অধিবেশনের জন্য একবার সভাপতিরূপে মনোনীত করা হইবে।

৩। (১) সমিতির সভ্যনিয়োগ কিম্বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, (২) সমিতির কার্য্য স্থায়ীভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইলে, শ্রীনবদ্বীপে একটী "কেন্দ্র সমিতি" স্থাপন করিতে হইবে। সভ্যগণের সম্মতিক্রমে, একজন তত্ত্বাবধারক (সেক্রেটারী) নিযুক্ত করিতে হইবে।

৩। (ক) এই সমিতি প্রতি মাসে অন্ততঃ দশজন স্থানীয় সভ্যকে লইয়া সভা আহ্বান করিবেন ঐ সভায় সমিতির প্রত্যেক কার্য্যসম্বন্ধীয় সমালোচনা হইবে। এই সমিতি আপন অধীনে একটী "কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি" সংগঠন করিবে। এই সমিতি আপনার আবশ্যকানুরূপ সদাচারী ও স্বধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিদিগকে পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

৩। (খ) এই সমস্ত পরিদর্শকগণ আপনাদের ইচ্ছানুরূপ, যে কোন সময়ে যে কোন মন্দির পরিদর্শন করিয়া ও প্রতি মন্দিরের শ্রীশ্রীসেবাকার্য্যগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাদের মন্তব্য "কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির" নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

৩। (গ) সমিতির শাসনান্তর্ভুক্ত প্রতি মন্দিরে একখানা পরিদর্শক বহি ও একখানা সাধারণ দর্শক বহি থাকিবে। তন্মধ্যে সাধারণ দর্শক বহি, মন্দিরের কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইবে। এই বহিতে যে কোন দর্শক ঐ মন্দিরের অভাব ও অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করিতে পারিবেন।

৪। সমিতির ব্যবস্থানুরূপ শ্রীশ্রীসেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে কি না, তাহা জানাইবার জন্য, প্রতি মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষকে (পাক্ষিক ও মাসিক নিয়মে) দুইখানা কার্য্যবিবরণ (রিপোর্ট) সভার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে মন্দিরের কার্য্যবিবরণ পাঠাইতে হইবে)।

৫। প্রতি মন্দিরের কর্ম্মচারী (মহন্তি, কামদার, পূজারী, রসুইয়া ও সেবাইতগণ) নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষকে কেন্দ্রসমিতির তত্ত্বাবধারকের অনুমতি লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। (যে সমস্ত লোককে শ্রীশ্রীসেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদের স্বভাব, রীতিনীতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কার্য্যকারিতা শক্তিসম্বন্ধে সেক্রেটারী ও তদীয় সভ্যগণ প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। অন্ততঃ ১৫ দিবস পূর্ব্বে সমিতির তত্ত্বাবধারককে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে। (সমিতির সভ্যগণের বিশ্বাসোৎপাদনের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির সার্টিফিকেটও পাঠাইতে হইবে)।

৬। পরিদর্শকগণের রিপোর্টদৃষ্টি দ্বারা, যদি কোন মন্দিরস্থ কর্ম্মচারীর সেবাকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন ক্রটী, কিম্বা আচার ব্যবহার ও স্বধর্ম্মানুমোদিত রীতিনীতির কোন ব্যতিক্রম জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে সংশোধনার্থ কিছু সময় অবকাশ দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া, প্রথমে সতর্ক করিয়া দেওয়া

হইবে। তদনন্তর ঐ ব্যক্তির উন্নত অবস্থার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে, সমিতির কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য কোন যোগ্যতর লোককে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সমিতি ইচ্ছা করিলে, কর্ম্মচারীগণকে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

৬। (ক) কিন্তু কেন্দ্রসমিতির সেক্রেটারী যখন দেখিবেন যে, কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, আপন সভ্যগণকে লইয়া, কোন এক বিশেষ অধিবেশন করিবেন, এবং আবশ্যক বিবেচনা করিলে এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে পারিবেন।

৭। প্রাচীন কিম্বা আধুনিক, যে সমস্ত শ্রীমন্দিরের সেবা সংক্রান্ত কার্য্য-ভার, কেন্দ্রসমিতির শাসনান্তর্ভুক্ত হইবে, সেই সেই মন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহসম্বন্ধীয় সেবাকার্য্যের নিয়ম, যাহা মন্দিরস্থ মূলসেবা-প্রবর্ত্তকগণ কর্ত্তৃক ([illegible] সেবাকার্য্যের জন্য) নিরূপিত থাকিবে, এই সমিতির সভ্যগণ, যথা[illegible] দ্বারা, তত্তৎ নিয়মসমুদয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং শ্রীসেবা-কার্য্যগুলি যাহাতে [illegible] উত্তরোত্তর উন্নত দশায় অধিরূঢ় হইতে পারে, তদনুকূলে সর্ব্বদা সেই [illegible] অবলম্বন ও আচরণ করিবেন।

নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে শ্রীশ্রীসেবাকার্য্যগুলি সমিতিকর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবে। যথা—

(মাসিক স্থায়ী বৃত্তিসম্পন্ন শ্রীমন্দির সমুদয়ের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে প্রথমতঃ বর্ণিত হইতেছে, যথা :—)

৮। প্রতি মন্দিরের মাসিক বৃত্তি হইতে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য $\frac{১}{২}$ অর্দ্ধেক ভাগ, ঠাকুরের সাময়িক বসন, অলঙ্কার, বিছানা, বালিস, মশারি, লেপ, ফুল, চন্দন, তুলসী, ধূপ, দীপ ও বাসনাদি সংগ্রহের নিমিত্ত $\frac{১}{৮}$ এক অষ্টমাংশ, শ্রীমন্দিরের সেবাইতগণের বেতন স্বরূপ $\frac{১}{৮}$ এক অষ্টমাংশ, মন্দিরসংস্কার নিমিত্ত $\frac{১}{৮}$ এক অষ্টমাংশ এবং প্রতি মাসে তহবিলে জমা রাখা হইবে এক অষ্টমাংশ। (বর্ণিত জমা রাখা টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে মাসে মাসে জমা রাখা হইবে)।

$$(\frac{১}{২}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}=১)$$

৯। শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দিরের সম্মুখে বারান্দায় একটী সছিদ্র কাঁচমণ্ডিত বাক্স থাকিবেক। (ঐ বাক্সের ভিতরেই দর্শকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনী ও প্রণামী টাকা পয়সা প্রভৃতি দিতে পারিবেন।) এই বাক্সেতে প্রত্যহ যাহা আয় হইবেক, উহাতে অন্য কাহারও কোনরূপ স্বত্ব থাকিবেক না; কিন্তু ঐ অর্থ শ্রীমন্দিরের গ্রন্থপাঠ, কীর্ত্তন, গবাদিসংরক্ষণ, পীড়িতগণের সেবাশুশ্রূষা, লীলাস্থলী [illegible] ও মন্দিরসম্পর্কীয় অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যের যথাযোগ্য আনুকূল্যে [illegible] হইবে।

৯। (ক) এই হাতবাক্সের পার্শ্বেই (৩গ) সাধারণ দর্শকগণের [illegible] সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগ লিখিবার বহিখানা রাখা হইবেক।

১০। শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহের সেবাসম্পর্কে পূজারী, রসুইয়া ও টহলি[illegible]গণকে, মন্দির হইতে শ্রীঠাকুরের প্রসাদ একজনের পরিমিত হিসাবে দেওয়া [illegible]। তদ্ভিন্ন মন্দিরসম্পর্কীয় অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে প্রসাদ দেওয়া সম্বন্ধে [illegible]

বিবেচনাধিন। (অবশিষ্ট প্রসাদ দীন-দুঃখী ও অতিথি-অভ্যাগতগণকে বণ্টন করা হইবে)।

১১। শ্রীমন্দিরের সেবাকার্য্যে রসুইয়া, পূজারী ও প্রহরী ভিন্ন অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারীকে উদাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

১২। শ্রীমন্দিরসম্পর্কে যে সমস্ত কর্ম্মচারী থাকিবে, তাহাদের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মানুমোদিত হইতে হইবে।

১৩। মন্দিরস্থ কর্ম্মচারী কোন যাত্রিক কিম্বা দর্শকের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না, কিম্বা বৃথা চাতুরীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন যাত্রিক হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যবহারের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইলে, যাত্রিকগণ ঐ ঘটনা সাধারণ দর্শক-বহিতে উল্লেখ করিতে এবং কেন্দ্রসমিতির তত্ত্বাবধারককে এই সংবাদ পাঠাইতে পারিবেন। (মন্দির-সম্পর্কীয় দর্শনীয় স্থান ও বৃত্তান্ত মন্দিরের সম্মুখে কোন বিজ্ঞাপনে লিখিয়া রাখা হইবে।)

১৪। কোন যাত্রিক কিম্বা ভক্ত, ঠাকুরের ভোগের জন্য, মন্দিরে কোন উপহার উপস্থিত করিলে, তাহা তদীয় সম্মুখে, সেই দিবস কিম্বা তৎপর দিবস, যত্নপূর্ব্বক ভোগার্থে ব্যয়িত হইবেক।

১৫। যে দিবস ভক্ত-দত্ত জিনিষ দ্বারা শ্রীমন্দিরের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, সেই দিবসে, শ্রীমন্দিরের নিয়মিত ব্যয়সম্বন্ধীয় ভোগের প্রসাদ অনাথ ও দীনদুঃখীগণকে বণ্টন করা হইবে। অথবা মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে, সেই প্রসাদ বৈষ্ণব ও ভক্তগণকে অতিরিক্তরূপে নিমন্ত্রণ ও ভোজন করাইতে পারিবেন।

১৬। প্রত্যহ ঠাকুরের ভোগের প্রসাদ বণ্টন করিবার সময়, প্রথমে ঠাকুরের সেবাইতগণের অংশ রাখিয়া, অবশিষ্ট প্রসাদবিতরণের বৃত্তিসংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে। মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রসাদ প্রত্যহ অভ্যাগত সাধু, অন্ধ, আতুর, অসমর্থ ও পীড়িতগণকে বিতরণ করিতে পারিবেন।

১৭। বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে, যে সমস্ত পর্ব্ব ও উৎসব উপস্থিত হইবে, মন্দিরের মূল-সেবা-প্রবর্ত্তনকারীর নির্দ্দেশানুসারে, সেই সেই নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইবে।

১৮। প্রতি বৎসর সমিতির বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে, দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে, যে সমস্ত সভ্যগণ শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিবেন, তাঁহাদের এবং সমিতির ব্যয়ের আনুকুল্যবিধানের নিমিত্ত, প্রতি মন্দির হইতে যথানুরূপ সাহায্য ও ব্যয় বহন করিতে হইবে।

১৯। প্রতি মন্দিরের সম্পর্কে যে সমস্ত স্থান থাকিবে, তথায় শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধজনক কোন কার্য্যের আরম্ভ কিম্বা অনুষ্ঠান হইলে ঐ মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ এবং সমিতির সভ্যগণ তৎপ্রতিকারে সচেষ্ট থাকিবেন।

২০। যে সমস্ত মন্দিরের শ্রীবিগ্রহসম্বন্ধে সেবায় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোন স্থায়ী বৃত্তি নাই, কেবল যাত্রিক ও ভক্তগণের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত মন্দিরগুলির সেবাকার্য্য সম্বন্ধে যাহাতে বিশেষ উপায় নির্দ্ধারণ হইতে পারে, সমিতি তদনুকূলে সর্ব্বদা চেষ্টা ও সাহায্য করিবেন।

২১। কোন মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ, আপন সম্পর্কীয় তত্ত্বাবধারণকার্য্য যদি শ্রীভগবৎসেবোৎকর্ষিণী সভার শাসনাধীনে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে, তিনি আপন মন্দিরস্থ সেবার নিয়ম, দ্বাদশ মাসের বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোৎসবের সাহায্যতালিকা এবং প্রতিমাস-সম্পর্কীয় স্থায়ী বৃত্তির উল্লেখ করিয়া সমিতির সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিলে, সেই আবেদনপত্র সমিতিকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু,—

২২। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ যে সমস্ত শ্রীবিগ্রহস্থাপনক্রমে, আপনাদের সেবিত ঠাকুর অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই মন্দির সমুদয়ে যদি তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রীতি-নীতির ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমিতি যথাসঙ্গত চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধন করিতে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবেন।"

বর্ণিত প্রবন্ধটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণের বিদিতার্থে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। ভরসা করি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ এ বিষয়ে দৃষ্টি ও মনোযোগ অর্পণপূর্ব্বক, প্রস্তাবিত প্রবন্ধের ২২ বাইশটী বিষয়ের সমালোচনা দ্বারা, কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। শ্রীবৈষ্ণব-সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ আগামী অধিবেশনের সময়, "শ্রীশ্রীভগবৎসেবোৎকর্ষিণী সমিতি" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী পুনঃ উত্থাপন করুন, ইহা সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা ও অনুরোধ।

১০ই চৈত্র ১৩২৩ সাল
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১

নিবেদক—
শ্রীব্রজমোহন দাস

ষোলক্রোশি শ্রীনবদ্বীপে যে সমস্ত প্রাচীন স্থানের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে যে সমস্ত শাস্ত্রসম্মত সেবা (কোন বিশেষ মণ্ডলী দ্বারা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য) স্থাপনক্রমে উন্নতিসাধন করিতে হইবে, তাহার তালিকা।

১। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমির উপরস্থ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির যাহা মৃত্তিকাগর্ভে নীহিত আছে, তাহার উদ্ধারসাধনক্রমে ঐ স্থানে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের" বিশেষ সেবা স্থাপন করা।

২। অন্তর্দ্বীপের যে কোন স্থানে চতুর্ম্মুখী ব্রহ্মা ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ। (মণিপুর কুঞ্জ এই কার্য্যের উপযুক্ত স্থান)।

৩। রুদ্রদ্বীপ বা রুদ্রপাড়ায় শ্রীশ্রীমহাদেব সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ করা আবশ্যক।

৪। বেলপুকুরে—শ্রীশ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর উপরে কোন সেবা প্রকাশ। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীপঞ্চানন তলা নামক প্রসিদ্ধ স্থানের উপরে শ্রীশ্রীপঞ্চানন মহাদেব এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

৫। সীমন্তদ্বীপ বা সিমলিয়া নামান্তর ব্রাহ্মণ পুকুর গ্রামে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী জীউ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

৬। ভারই ডাঙ্গায় —শ্রীভরদ্বাজমুনি ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

৭। গোদ্রুমদ্বীপ বা গাদিগাছা নামক স্থানে শ্রীশ্রীসুরভী, ইন্দ্র ও শ্রীগৌ-রাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

৮। সুবর্ণবিহার নামক প্রাচীন স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কোন বিশেষ সেবা প্রকাশ।

৯। মধ্যদ্বীপ বা মজিদানামক স্থানে সপ্তর্ষি ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

১০। ব্রাহ্মণ পুষ্কর বা ব্রাহ্মণ পুরা গ্রামে পুষ্কর তীর্থের সংস্কার ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

১১। উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা নামক স্থানে দেবতাগণের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

১২। কোলদ্বীপ বা কুলিয়া নামান্তর সাতকুলিয়া নামক স্থানে শ্রীশ্রীবরাহ-দেব ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

১৩। সমুদ্রগড়ের প্রাচীন মন্দিরে যে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন তাঁহার সেবার উন্নতি করা। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর শ্রীমূর্ত্তিও প্রকাশের আবশ্যক।

১৪। চাঁপাহাটী গ্রামের শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মন্দিরের উন্নতি সাধন।

১৫। ঋতুদ্বীপ বা রাতুপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সেবাপ্রকাশ করা।

১৬। বিদ্যানগরের শ্রীমহাপ্রভুমন্দিরের উন্নতিসাধন করা।

১৭। জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগরে—শ্রীজহ্নুমুনি সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

১৮। মোদদ্রুম দ্বীপ বা মাউগাছি গ্রামে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, সীতাঠাকুরাণী ও লক্ষ্মণ সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সেবাপ্রকাশ। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীনারায়ণী ঠাকরাণীর পাটবাড়ীর উদ্ধারসাধন এবং শ্রীল বাসুদেব দত্তের সেবিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ এবং শ্রীসারঙ্গের পাটবাড়ীর সেবা কার্য্যের উন্নতি বিধান করা।

১৯। বৈকুণ্ঠপুরে শ্রীনারদমুনি সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

২০। শ্রীশ্রীমহৎপুরে—পঞ্চপাণ্ডব সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

২১। মালঞ্চপাড়ায় শ্রীসনাতন মিশ্রের বাড়ীতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকাশ।

২২। শ্রীরামপুর বিশ্রামতলা নামক স্থানের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর সেবা-কার্য্যের উন্নতি বিধান করা।

এতদসম্বন্ধে বিশেষরূপ অবগত হইতে হইলে শ্রীনবদ্বীপস্থ "অভাব অভিযোগ" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ যাহা বিগত ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে পরিক্রমা উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। মূল্য /০ এক আনা, প্রাপ্তি স্থান—শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম, শ্রীনবদ্বীপ।

নিবেদক—

শ্রীব্রজমোহন দাস।

১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাস হইতে "শ্রীধাম নবদ্বীপ ষোল ক্রোশি পরিক্রমা যাত্রা" প্রতি বৎসর স্থায়ী করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত জমিদারবর্গ তত্তৎ জমিদারীর অন্তর্গত, (যাত্রীকগণের) বিশ্রামস্থানে সর্ব্ববিষয়ে আনুকুল্য ও অর্থদান করিয়া শ্রীবৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সমস্ত সদাশয়গণের নামের তালিকা নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

১। মহৎপুর বা বর্ত্তমান "মাধাইপুর" নামক স্থানের—জমিদার জেলা বর্দ্ধমানস্থ বৈঙ্গপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু নন্দী ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ নন্দী চৌধুরীদ্বয় প্রথম দিবসের জন্য সাহায্য করিয়াছেন—১০০৲ এক শত টাকা।

২। বেলপুকুর ও (সিমলিয়া ব্রাহ্মণপুকুর)গ্রামদ্বয়ের জমিদার ৺দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের জননী, ভক্তিমতী রাণী শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দাসী মহোদয়া দ্বিতীয় দিবসের জন্য সাহায্য করিয়াছেন—১০০৲ একশত টাকা।

৩। মহেশগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় দিবসের জন্য সাহায্য করিয়াছেন—৫০৲ পঞ্চাশ টাকা।

৪। চাঁপাহাটীর জমিদার বর্দ্ধমানের বৈঙ্গপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নন্দী চৌধুরী মহাশয় পঞ্চম দিবসের জন্য সাহায্য করিয়াছেন—৫০৲ পঞ্চাশ টাকা।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বিতীয়া অপরাহ্ন হইতে ছয় দিবসের নিয়মে শ্রীধাম নবদ্বীপ ষোলক্রোশি পরিক্রমা-যাত্রা বাহির হইবে। এই যাত্রা কার্য্যটী স্থায়ী করিবার জন্য এখনও চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিবসের বিশ্রামস্থান দুইটীতে স্থানীয় জমিদারগণের মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

চতুর্থ দিবসের বিশ্রাম স্থান—সাতকুলিয়া গ্রাম। এই স্থানের জমীদার হইতেছেন কৃষ্ণনগরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর।

ষষ্ঠদিবসের বিশ্রাম স্থান রামচন্দ্রপুর চড়াভূমির জমিদার—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বংশধর পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ রাজপরিবার। ভরসা করি তাঁহাদের আদি পুরুষের প্রতিষ্ঠিত মন্দির সম্পর্কীত স্থানে পাইকপাড়ার রাজপরিবারের সকলের সমবেত সাহায্যে বিশেষ আড়ম্বরে প্রতি বৎসরের ষষ্ঠদিবসীয় পরিক্রমা যাত্রা দিবসের ব্যয় বিধানের সুব্যবস্থা হইবে।

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমায় যাত্রা বাহির হইয়া প্রতি বৎসর যে যে স্থানে যে যে তিথিতে বিশ্রাম করিবে, তাহার ক্রম। যথা—

১। প্রথম দিবস—ফাল্গুণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া অপরাহ্ন সময় শ্রীনবদ্বীপ হইতে যাত্রা বাহির হইয়া শ্রীশ্রীমহৎপুরে আগমন ও রাত্রি বিশ্রাম।

২। দ্বিতীয় দিবস—তৃতীয়ায় রুদ্রপাড়া ও গজিডাঙ্গা হইয়া বেলপুকুর গ্রামে আগমন ও তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন। অপরাহ্ন সময়ে সিমলিয়া গ্রামে আগমন ও রাত্রি বাস।

৩। তৃতীয় দিবস—চতুর্থী তিথিতে ভারইডাঙ্গা দর্শন করিয়া স্বরূপগঞ্জে আগমন ও দিবারাত্রি বিশ্রাম। অপরাহ্ন সময় সুবর্ণবিহার নামক স্থান দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন।

৪। চতুর্থ দিবস—পঞ্চমী তিথিতে গাদিগাছা, মাজিদা, ব্রাহ্মণপুরা ও হাটডাঙ্গা গ্রাম দর্শন করিয়া সাতকুলিয়ায় আগমন ও দিবারাত্রি বিশ্রাম।

৫। পঞ্চম দিবস—ষষ্ঠী তিথিতে সমুদ্রগড় হইয়া চাঁপাহাটী গ্রামে আগমন ও দিবারাত্রি বিশ্রাম।

৬। ষষ্ঠ দিবস—সপ্তমী তিথিতে রাতুপুর, বিদ্যানগর, জান্নগর, মাউগাছি ও বৈকুণ্ঠপুর দর্শন করিয়া—মহৎপুর গ্রামে আগমন ও মধ্যাহ্ন বিশ্রাম। অপরাহ্ন সময় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির-সম্পর্কীত স্থানে আগমন ও রাত্রি-বাস।

সপ্তম দিবস প্রাতঃকালে শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ ও পোড়া মা, বুড়াশিব, মালঞ্চ মা, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দর্শন করিয়া বড় আখড়ায় আগমন ও পরিক্রমা ব্রত উদ্যাপন।

নিবেদক—

শ্রীব্রজমোহন দাস।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

এই শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে নানা প্রকার যুক্তি ও তর্কদ্বারা, বিশেষতঃ প্রাচীন দলিল বৈষ্ণব পদাবলী ও গ্রন্থাদির সমালোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের জন্মস্থান বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা নদীয়া নগরের উত্তরদিগ্বর্ত্তী মাঠে গঙ্গার চড়াভূমির সম্পর্কেই অবস্থিত ছিল। আবার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহোদয় যে ঐ স্থানের অতি নিকটবর্ত্তী ভূমিতেই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এখন যাহাতে ঐ প্রসিদ্ধ মন্দিরটী ভূগর্ভ হইতে বাহির হইতে পারে, তজ্জন্য বাঙ্গলা গবার্ণমেণ্ট ও দেশের বিশিষ্টগণের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত নিম্নে ইংরেজী দরখাস্ত দুইখানা ও নদীয়ার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পত্রখানার নকল উঠাইয়া দিলাম। এই সমস্তের সাহায্যে ঐ প্রসিদ্ধ মন্দিরটী প্রকাশের চেষ্টা ও কার্য্য আরম্ভ হইলে সমস্ত পরিশ্রম ও দুঃখ সফল জ্ঞান করিব।

নিবেদক—

শ্রীব্রজমোহন দাস।

শ্রীনবদ্বীপ।

TO

His Excellency the Governor of Bengal,

Through the Magistrate & Collector of Nadia.

Dated the 30th July, 1917.

The following is a brief record of the temple wich Dewan Ganga Gabinda Sinha of historic fame caused to be constructed on the sacred spot of Lord Gauranga's birth. The temple, it is supposed, is now under twenty cubits of ground in the extensive shallows of the Ganges on the north western side of the town of Nabadwip about a mile off.

The devout Baisnab, Dewan Ganga Gabinda Sinha, on his retirement from the concerns of the world, came to settle at Nabadwip 40 or 45 years after the house of Lord Gauranga disappeared in shapeless ruins, washed down by the Ganges. He made it his first duty, after he settled here, to discover the site of this house. From the reports of persons who saw the house with their own eyes and other documentaly evidence, he concluded the house to be at Mayapur on the north west corner of Malanchpara spent much money in constructing a temple of nine domes on the spot which was sanctified by Lord Gauranga's birth. In this temple he set up his own God of the name of Radha Ballavji and made arrangements for its daily worship in November of 1792.

In course of time the temple fell into the Ganges and was washed away. Long afterwards when the Ganges took a northerly direction in its zig-zag course, the top of the temple became visible, the event taking place in April of 1872. In the following rainy season the temple was again swallowed up by the sand banks of the Ganges and in this state it still remains.

The temple came to view only 45 years ago; so, many persons of Nabadwip and the neighbouring villages who witnessed the temple on its second appearance are still living. The well-known living Pandit of Nabadwip, Mahamohopadhyaya Ajit Nath Nyaratna and Radhika Prosad Goswami saw the temple and are able to speak much about it as also Fatik Ghosh and other milkmen of his caste of Ramchandrapore who have been grazing their cattle on the sand bank below which the temple is now interred and cultivating it since its re appearance are still in the land of the living and can speak volumes about it. The milkman Keshab Ghosh of the village, "Nidaya" who saw the temple with his own eyes when the corrosive action of the Ganges brought it, as it were out of the bowels of the earth, can, in reference, speak much about the present locality of the temple.

A certain Baisnab of the name of Brojomohan Dass has been living at Nabadwip from September of 1916, coming as he did from Radhakunda at Brindaban. He has been trying to localize in a map of Nabadwip the places recorded in the various Baisnab scriptures. Brojomohan even took with him Joggeswar Goswami of Malanchapara at Nabadwip and some of the above-mentioned persons to the site and after much guess work and deliberation, has at last been able to discover its locality.

Mahamohopadhyaya Ajitnath holds that the temple had nine domes and that it was built on the very place where the house of Lord Gaurange was situated.

Now if the temple can be excavated with the help of "boring machines" or by other means, a great want of Nabadwip, may, of the religious world, will be removed and a very sacred place of pilgrimage of the Bengal Baisnabs will be brought out to prompt them with greater zeal to take up the holy mission of spreading Lord Gauranga's doctrine of universal love.

The soul's prayer of the Pandits, the Baisnabs and the public of the district of Nadia to the rich, charitably and religiously disposed nobility and gentry and the head of the Provincial Administration is that this sacred work of bringing out the temple may be taken in hand without delay for the eternal good of the entire religious community of Bengal and for the matter of that, of India.

The identification of the site of

"SREEMANDIR."

There are two large acacia trees standing in a row from north to south, about a mile north west of the "Putanaghat" of Sri Navadwip, about half a mile north-east of the village of "Ramchandrapore," half a mile south of the villages "Nidaya" and "Rudraparha," approximtely a mile and a half in the south-west of the village "Mayapora" identified by late Kedarnath Dutt Bhaktibinode: and about 300 cubits south from the present channel of the Bhagirathi. There stands also a smaller acacia tree, laid low by a storm about 400 cubits south of those trees. Two cotton silk trees of varying size are to be found in the west. The temple built by Dewen Ganga Gabinda Singh lies underground from about 20 to 22 cubits from the surface in some part of this large tract of land 400 cubits long and 200 cubits broad.

The view expressed in the above paragraph is based in an article published in Purnima Nos. 1 & 2, 1303 B. S. and written by late Kantichandra Rarhi of Navadwip.

স্বাক্ষরকারিগণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন। শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। শ্রীঅহিভূষণ কাব্যতীর্থ। শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী। শ্রীনিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ। শ্রীরাখালদাস কবিরত্ন। শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ। শ্রীললিতমোহন বিদ্যাভূষণ। শ্রীকুঞ্জলাল ভাগবতরত্ন।

Banamali Goswami M A. Head master, Nabadwip Hindu School. Hari Das Goswami. Tara Prosanna Bagchi.

Binode Lal Gosvami. Purna Chandra Pal. Arun Chandra Chaterjee. L. M. S., M. R. A. S. Pramatha Nath Bhattacherjea. Mohendranath Bagchi L. M. P. Sotinath Mukerjee. Chairman, Rakhal Das Biswas. Harikrishna Adhikari. Late Head master of H. Eng. School. Srish Chandra Chatterjee Medical practitioner. Nanda Kumar Bhatta Krishna Lal Lahire. Dr. Debendra Nath Dutta. M. B Jogeswar Gaswami. Benode Lal Sanyal. Municipal Come. Durgakanta Bhattacharjee. M. B. (Hom.) Degamber Adhikari Retd. Police Inspctr. Hari Prasanna Bagchi. Govt Pensioner. Showrendra Lall Dey Choudhury. Kumud Behari Roy. Nagendra Nath Sarkar. M A., B. L. Sarat Chandra Biswas. [illegible] Jyotish Chandra Sarcar Vidyabhusan Pleader. Jyoti Prosad Chatterjee, Vakil. Satis Chandra Sarcar, Pleader. Becharam Lahiri, B. L., Pleader. Rai Biswambhar Ray Bahadur, M. A., B L, Govt. Pleader, Municipal Chairman, Nadia, District Board. Jyoti Kumar Chatterjee, Vice Chairman Krishnanagar Municipality. Manindra Nath Chattetjee Girindra Nath Mukerjee, Pleader.

To

S. C. Mukherjee, Esqr., I. C S.,
Magistrate Collector, Nadia.

Sir,

The adherents and followers of Sri Chaitanya who form a very important section of the Hindu Community of Bengal have been long hankering to locate the exact spot sanctified by the birth of the great religious preacher which to their misfortune was washed away by the destructive course of the river Ganges in years past The researches of ardent scholars have naw come upon the fact that when Dewan Ganga Gobinda Singha, a devout Baisnab, came to settle at Nabadwip in 1792 A. D. he with the help of such oral evidence as he could obtain from persons who saw the place with their own eyes and subsidiary documentary evidence came to the conclusion that the place of Sri Chaitanya's birth was at Mayapore on the north-west corner of Malanchapara and to keep the memory of the place alive he built a temple of

nine domes dedicated to the worship of the Idol Radha-ballavji. In course of years the temple fell a victim to the destructive course of the river and no trace of it was left. But in April 1872 with a change in the conrse of the river, the top of the temple became visible—a fact borne out by the testimony of Mahamahapadhya Ajit Nath Nyaratna and some of his contemporaries still living In the following rainy season however the temple was again swallowed up by the sand banks of the Ganges and in this state it still remains.

The undersigned have the honour to approach you with the request that you will be so kind as to interest yourself in the matter and take such steps as you may under the circumstances deem necessary thus laying them and the whole community of Gouria Vaisnavas under a deep debt of obligation.

We have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servants

Dated the
30th July 1917.

1 (Maharaja Sir) Monindra Chandra Nandy
of Kasimbazar (K C. I. E.).
2. Vishnu Charan Sen (Baharampore).
3. Lalit Mohan Banerjee, B. A.,
Secretary, Gouria Vaishnab Sammilani
AND
Editor, Sri Gouranga Sevok.

No. 2280.

From

The Magistrate of Nadia.

To

Babu Lalit Mohan Banerjee, B. A,
Secretary, Gauria Baishnab Sammilani
(Navadwip).

Dated Krishnagar, the 10th September 1917.

Sir,

With reference to your letter dated the 30th July 1917 regarding the excavation of Dewan Ganga Govinda Singha's

temple at Navadwipa. I have the honour to state that the project of excavating the temple is a laudable one, apart from the question whether it was the actual birth place of Sri Chaitanya or not. It is however a matter which should be taken up by the Gauria Vaishnab Sammilani and other devout Vaishnabas and I presume the Zemindars would give every help. If necessary, the advice of the Government Archaeological Department should be taken. I am unable to forward the accompanying representation to His Excellency the Governor of Bengal and it is accordingly returned herewith.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Jatindra Mohan Sinha
For Magistrate.